এগিয়ে চলার পথে...
২০০৯ - ২০১৩
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এগিয়ে চলার পথে

২০০৯-২০১৩

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
নভেম্বর, ২০১৩

প্রকাশকালঃ
নভেম্বর, ২০১৩

মূদ্রণঃ
অগ্রণী প্রিন্টিং প্রেস
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রকাশনায়ঃ
প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট
এলজিইডি সদর দপ্তর।

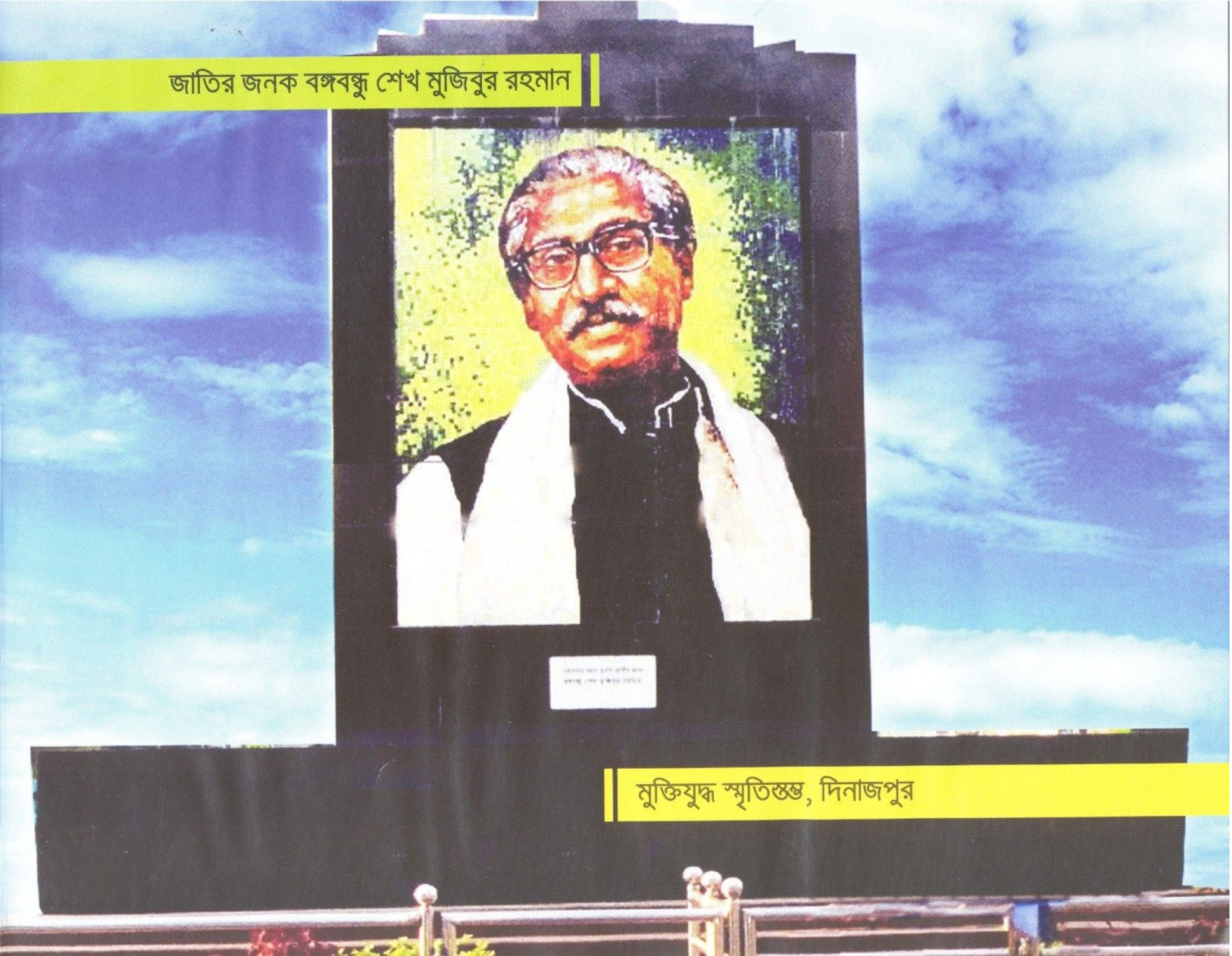

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ, দিনাজপুর

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২০
১৯ নভেম্বর ২০১৩

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বিগত পাঁচ বছরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি এ প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসরণ করে পল্লী ও নগর অবকাঠামোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে। এলজিইডি'র এই ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে সরকার গৃহীত রূপকল্পের বিষয়গুলো-দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ ও পানি সম্পদ রক্ষা, অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, শিক্ষা বিস্তার ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঘোষিত 'নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮' এ প্রদত্ত অঙ্গিকারসমূহ আমরা পূরণ করতে পেরেছি।

আমি আশা করি, জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও রূপকল্প-২০২১ এর পূর্ণ বাস্তবায়নে এ প্রতিষ্ঠান আরও নিবেদিত হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন- ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলায় পরিণত করতে সক্ষম হব।

আমি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

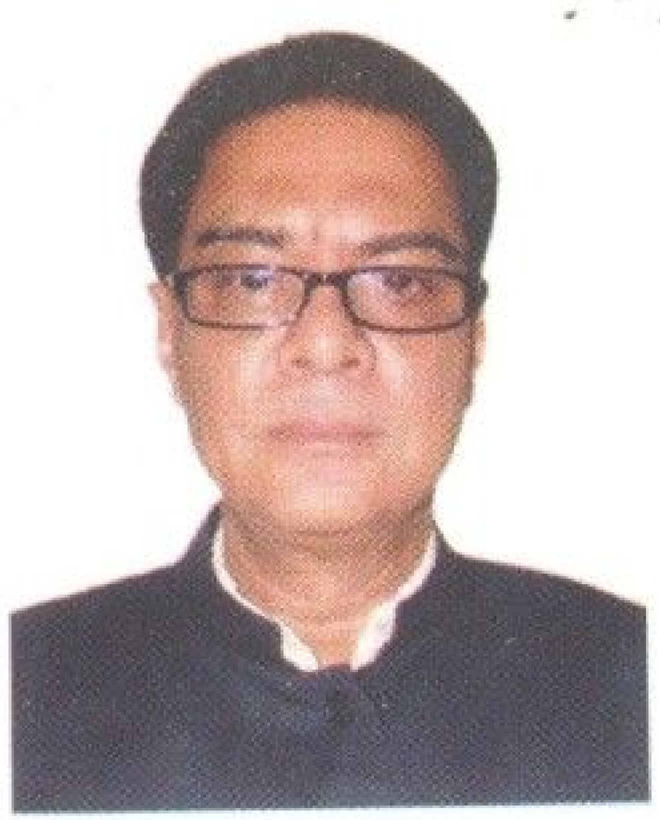

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২০
১৯ নভেম্বর ২০১৩

বাণী

২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্মারক পুস্তিকা "এগিয়ে চলার পথে" প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে দেশবাসীসহ এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষ অর্জন করে তাদের প্রাণ প্রিয় স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাঙালি জাতিকে বিসর্জন দিতে হয়েছে ৩০ লক্ষ তাজা প্রাণ ও লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রম। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আপোষহীন উদাত্ত আহবানে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ যে বোধ ও চেতনাকে অবলম্বন করে সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল ঔপনিবেশিকতার জীবাশ্ম তথা পাকিস্তানী শাসকচক্রের শোষণ ও নির্যাতন থেকে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতিকে মুক্ত করা। সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সফল ও শাণিত করার মানসে জনগণের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক বিকাশ, গণতান্ত্রিক অধিকার ও অসাম্প্রদায়িক আচরণ সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

আমি জানি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের জন্য বিগত পাঁচ বছরে এলজিইডি দৃঢ় প্রত্যয়ে তাদের প্রায় শতভাগ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী দিনগুলোতেও এলজিইডি একটি 'রোল-মডেল' হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখবে এবং 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে ও সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে এগিয়ে যাবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ অগ্রহায়ন ১৪২০
১৯ নভেম্বর ২০১৩

বাণী

ষাটের দশকে পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে আশির দশকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে আজকের এলজিইডি। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে উন্নীত হয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। মূলত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সৃষ্টি হয়েছিল এলজিইডি'র। একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে সময়মত এবং গুণগত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে এলজিইডি সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। ফলশ্রুতিতে এলজিইডি'র কর্মকাণ্ড পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন ছাড়িয়ে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদনে বিস্তৃতি লাভ করে। এলজিইডি একটি বিকেন্দ্রিকৃত প্রতিষ্ঠান, যার ৮৭% লোকবল মাঠ পর্যায়ে কাজ করে। বর্তমান সরকারের আমলে এলজিইডি'র কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯ অনুমোদিত হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে নতুন ৪৪৬টি পদ। সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হয়ে সুযোগ্য নেতৃত্বের অধীনে বিকেন্দ্রিকৃত কাজের দ্বারা বাংলাদেশের গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নতিকরণ, অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, অনগ্রসর এলাকার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক অবদান রাখছে এলজিইডি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮, তথা রূপকল্প ২০২১-এর নিরিখে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, সুখী জীবন গড়ে তুলতে ব্রত। নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮ এর অন্যতম অঙ্গীকার যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সুযোগ-সুবিধার পরিধি বিস্তৃত করা হচ্ছে এবং খাস জলাশয় ও বিল প্রকৃত মৎসজীবীদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হচ্ছে। নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বর্তমান সরকার নদী খনন, পানি সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ, বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য কাজ করেছে। একইভাবে সরকার নারীর ক্ষমতায়নেও কাজ করেছে। এছাড়াও বস্তি, চর, হাওর, বাওড় ও উপকূলসহ অনগ্রসর অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নেও কাজ করেছে সরকার। পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকে বাংলাদেশকে সুরক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ এবং ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়তে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮, তথা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করেছে গত পাঁচ বছর। এলজিইডি'র এই সকল কাজের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে সৃষ্ট গতিশীলতা এবং পল্লী জীবনমানের উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়ন এবং চর ও হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নেও এলজিইডি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এলজিইডি'র প্রয়াসের প্রতিফলন দেখিয়ে এলজিইডি "এগিয়ে চলার পথে" নামে একটি পুস্তিকা বের করছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। কেননা এর মাধ্যমে দেশের সকল মানুষ, পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্র পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, সুশাসন ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এলজিইডি'র প্রয়াস সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে। এলজিইডি'র সাফল্য চিত্র দেশের বাইরেও বিস্তৃত হয়েছে। অনুপ্রাণিত হয়ে নেপাল সরকার সে দেশে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে। এ সাফল্য আমাদের সবার। এলজিইডি'র এই প্রয়াস আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এলজিইডি'র উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবীর নানক, এমপি

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

০৫ অগ্রহায়ন ১৪২০
১৯ নভেম্বর ২০১৩

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ষাটের দশকে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে দেশের বৃহত্তর প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে দেশের গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়নে এক সফল ভূমিকা রেখে চলেছে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ভোক্তাদের সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের কাছে সুফল পৌঁছে দিচ্ছে। এভাবেই পল্লী ও শহর অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের, বিশেষ করে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সুস্পষ্ট অবদান রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়নে এলজিইডি তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বিশেষ করে গ্রামীণ জনজীবনের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে, যা সর্বজন প্রশংসিত। অনুরূপভাবে শহর অঞ্চল ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরে অবকাঠামো, কৃষি, মৎস্য ও জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এলজিইডি প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ কারণে এলজিইডি'কে একটি মডেল পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠান বলা যায়।

এলজিইডি তার নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করায় প্রতিবছর সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। অনুরূপভাবে এলজিইডি তার নিজস্ব মন্ত্রণালয় ছাড়াও একাধিক মন্ত্রণালয়, যেমন- কৃষি মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব কারণে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে এলজিইডি'র সুনাম সর্বজনস্বীকৃত।

মানব সম্পদ উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই এই নীতি বিশ্বাস করে এলজিইডি তার নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, ঠিকাদার, অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনগোষ্ঠী সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। কারিগরী, প্রশাসনিক, আর্থ-সামাজিক, নেতৃত্ব বিকাশ, সংগঠন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার, পরিবেশ ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ সরকারের আমলে উপরোক্ত বিষয়ের ওপর প্রায় ১৩ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এলজিইডি সরকারের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদনমূলক পুস্তিকা "এগিয়ে চলার পথে" প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি তাঁদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেইসঙ্গে অত্র অধিদপ্তরের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

আবু আলম মোঃ শহিদ খান

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২০
১৯ নভেম্বর ২০১৩

কিছু কথা

এলজিইডি নামে অধিক পরিচিত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দৃপ্ত এবং স্বপ্রণোদিত এই প্রতিষ্ঠান জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কাঙ্খিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আত্মনিবেদিত। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে পূর্ত কর্মসূচি হিসেবে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে এলজিইডি দারিদ্র্য বিমোচনে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বিশেষ অবদান রাখলেও সরকারের একটি স্থায়ী অধিদপ্তরে রূপলাভের পর থেকেই শুধুমাত্র পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নই নয় - নগর অবকাঠামো ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নেও প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং গুরুত্ব ও পূর্ণতা পেয়েছে। পল্লী এলাকার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত পল্লী সড়ক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি, গ্রোথ-সেন্টার উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে দূর্নীতি প্রতিরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দক্ষতা ও পারদর্শিতা প্রদর্শনের মাধ্যমে লাখো হতদরিদ্রের বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা রেখে বাংলাদেশ সরকারের বাইরেও উন্নয়ন সহযোগীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান।

এলজিইডি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শুধু নিরলসভাবে কাজ করেই যাচ্ছে না, নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও এলজিইডি'র সাফল্য আকাশছোঁয়া। এমনকি, সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত অসহায়, নিঃস্ব, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা ভূমিহীন মহিলাদের সম্পৃক্ত করে তাদের স্বনির্ভর হতে নিঃসন্দেহে এলজিইডি এক বিরাট অবদান রাখছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এলজিইডি অগ্রপথিক। সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়িত লক্ষ্য এবং সাফল্য অর্জনের তীব্র স্পৃহা এই প্রতিষ্ঠানটিতে সর্বদা বিদ্যমান। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সেবা প্রদানই এলজিইডি'র মূল লক্ষ্য।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকারের সুদৃষ্টি লাভের মাধ্যমে বিগত পাঁচ বছরে এলজিইডি দেশ তথা দেশের জনগণকে সেবা প্রদানের এক বিশেষ সুযোগ পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব বর্তমান সরকারের কাছে যথাযোগ্য মূল্যায়িত হয়েছে এবং এলজিইডিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী করার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক পরিধিতে এক বিরাট সংস্কার এনেছে, বিশেষ করে এর উচ্চ পর্যায়ে। তাছাড়া, প্রতিটি উপজেলায় একটি সহকারী প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টি করায় এলজিইডি'র সাংগঠনিক কাঠামোকে সবল করেছে। এলজিইডি'তে উন্নয়ন খাতে অস্থায়ীভাবে কর্মরত এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ ও আত্মীকরণ এক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

বিগত পাঁচ বছরে এলজিইডি যে বিশাল উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের কৃতিত্বে দেশে সংগঠিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিপ্লবে ভূমিকা রেখে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত রূপকল্প ২০২১ এ স্থিরকৃত প্রযোজ্য প্রতিটি সূচককে লক্ষ্যমাত্রায় পৌছতে অসামান্য সফলতার পরিচয় দিয়েছে, তারই এক দলিল এই প্রকাশনা। আমার সুযোগ্য সহকর্মীবৃন্দ এই পুস্তিকাটি প্রকাশনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আমি দৃঢ়ভাবে আশান্বিত যে, দেশের সেবায় উৎসর্গকৃত এলজিইডি নামক এই প্রতিষ্ঠানটি আগামীতেও জনগণকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে এক শক্তিশালী অংশীদার হিসেবে কাজ করার দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাবে।

মোঃ ওয়াহিদুর রহমান

ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পুরাতন ব্রম্মপুত্র নদীর উপর ৮১০ মিটার দীর্ঘ সেতু

প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন

ভিত্তি প্রস্তর: মার্চ, ২০১১
সমাপ্তি: অক্টোবর, ২০১৩

সূচিপত্র

শুরুর কথা ---------- ০১
এলজিইডি'র কার্যক্রম রূপকল্প ২০২১ ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ---------- ০৩
এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ---------- ১৯
পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ---------- ২৩
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ---------- ৬১
নগর পরিচালন ও উন্নয়ন ---------- ৭৫
অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন ---------- ৯৭
প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ---------- ১০৫
মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ---------- ১১৫
স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ---------- ১২১
দারিদ্র্য হ্রাস, জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও নারীর ক্ষমতায়ন ---------- ১২৭
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও একুশ শতকের টেকসই উন্নয়ন ---------- ১৪৩
মানব সম্পদ উন্নয়ন ---------- ১৪৭
তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ---------- ১৫৫
এলজিইডি'র প্রাপ্ত স্বীকৃতি ---------- ১৫৯
অন্যান্য আয়োজনে ---------- ১৬৭
শেষের কথা ---------- ১৭৩

শুরুর কথা

অমিত সম্ভাবনাময় এই দেশ বাংলাদেশ। ক্ষুধা, দারিদ্র, বন্যা, সাইক্লোন, খরা ও অন্যান্য তীব্র প্রতিকূলতার মাঝে থেকেও ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছাবার বিপুল সম্ভাবনা নিয়েই দেশটি পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ ও দারিদ্র্যপীড়িত দেশ। মাথাপিছু সম্পদও অনেক কম হওয়ার কারণে এ দেশকে সঠিক নেতৃত্বে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেয়া সত্যিকার অর্থেই একটি কঠিন দায়িত্ব হলেও এ বন্ধুর পথে জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিচ্ছেন স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯-২০১৩ সময়ে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত সরকার বাংলাদেশকে পরিকল্পিত অগ্রযাত্রার পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে, ক্ষুধা, দারিদ্র, দু:শাসন থেকে মুক্ত হয়ে দেশ ক্রমেই সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এই উত্তরণ বিশ্বমহলেও আজ সমভাবে স্বীকৃত।

প্রায় পাঁচ বছর আগে ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮ ঘোষণার মাধ্যমে জাতির সামনে এক দীর্ঘ মেয়াদী রূপকল্প ২০২১ বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থাপন করেন। একটি আধুনিক, সুখী, সমৃদ্ধ দেশ গঠনে তাঁর সাহসী অঙ্গীকার দেশের জনগণকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে। সরকার গঠনের পর নিরলস পরিশ্রম করে তিনি এবং তাঁর মন্ত্রীপরিষদ দেশের দ্রুত উন্নয়নে পরিকল্পনা নিয়েছেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রাধিকার নির্ণয়, কৌশল নির্ধারণ, অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় বিগত পাঁচ বছরে প্রতিটি সেক্টরেই কাঙ্খিত অগ্রগতির পথ ধরে দেশ এগিয়ে গেছে।

সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ার মধ্য দিয়ে আজ পাঁচ বছরের প্রায় শেষে এসে জনগণের কাছে হিসাব দেয়ার পালা - কতটা এগুলো দেশ, অঙ্গীকার কতটা বাস্তবায়িত হলো? দেশ তথা দেশের কোটি কোটি দুঃস্থ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন জনহিতৈষী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নানামূখী উন্নয়ন পদক্ষেপ এই সরকার বিগত পাঁচ বছর ধরে নিয়েছে যেখানে কৈফিয়ত দাবীর সুযোগ প্রায় শূন্যের পর্যায়ে। সরকারের এই জনবান্ধব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়েছে সরকারের বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির সরাসরি এবং সক্রিয় সহযোগিতা ও অবদান রাখার মধ্য দিয়ে, এলজিইডি যাদের মধ্যে একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। সরকারের অন্যতম সহযোগী সংস্থা হিসাবে এলজিইডি এক্ষেত্রে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে এবং সফলতার সঙ্গে পালন করেছে।

সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ তথা দেশের ষোল কোটি জনগণের জীবনমান উন্নয়নে এলজিইডি'র অর্জিত সাফল্যের দলিল এই তথ্য পুস্তিকাটি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদীর উপর ৫৪৭ মিটার দীর্ঘ সেতুর মডেল এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করছেন মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ এবং সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ আবু আলম মোঃ শহিদ খান উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

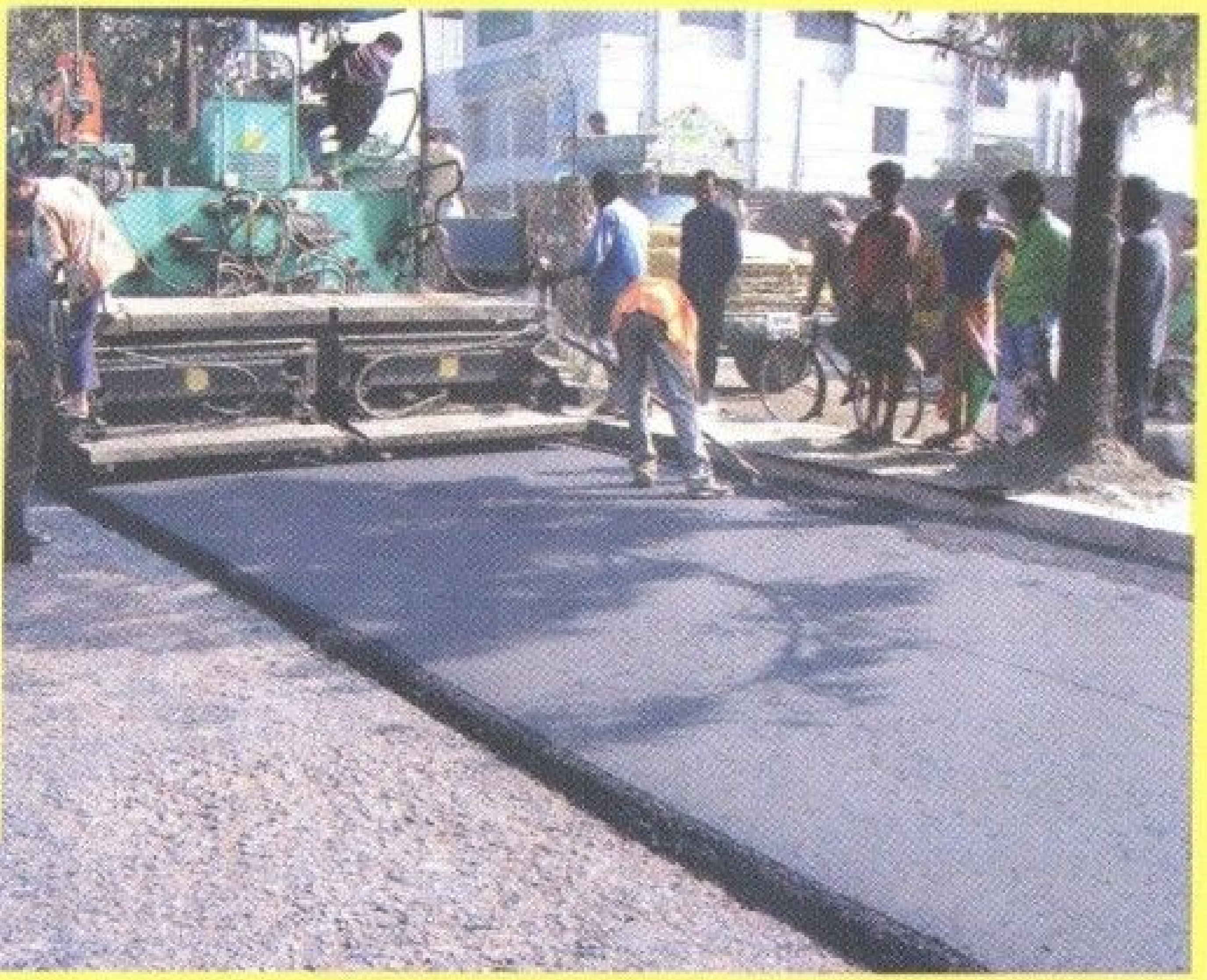

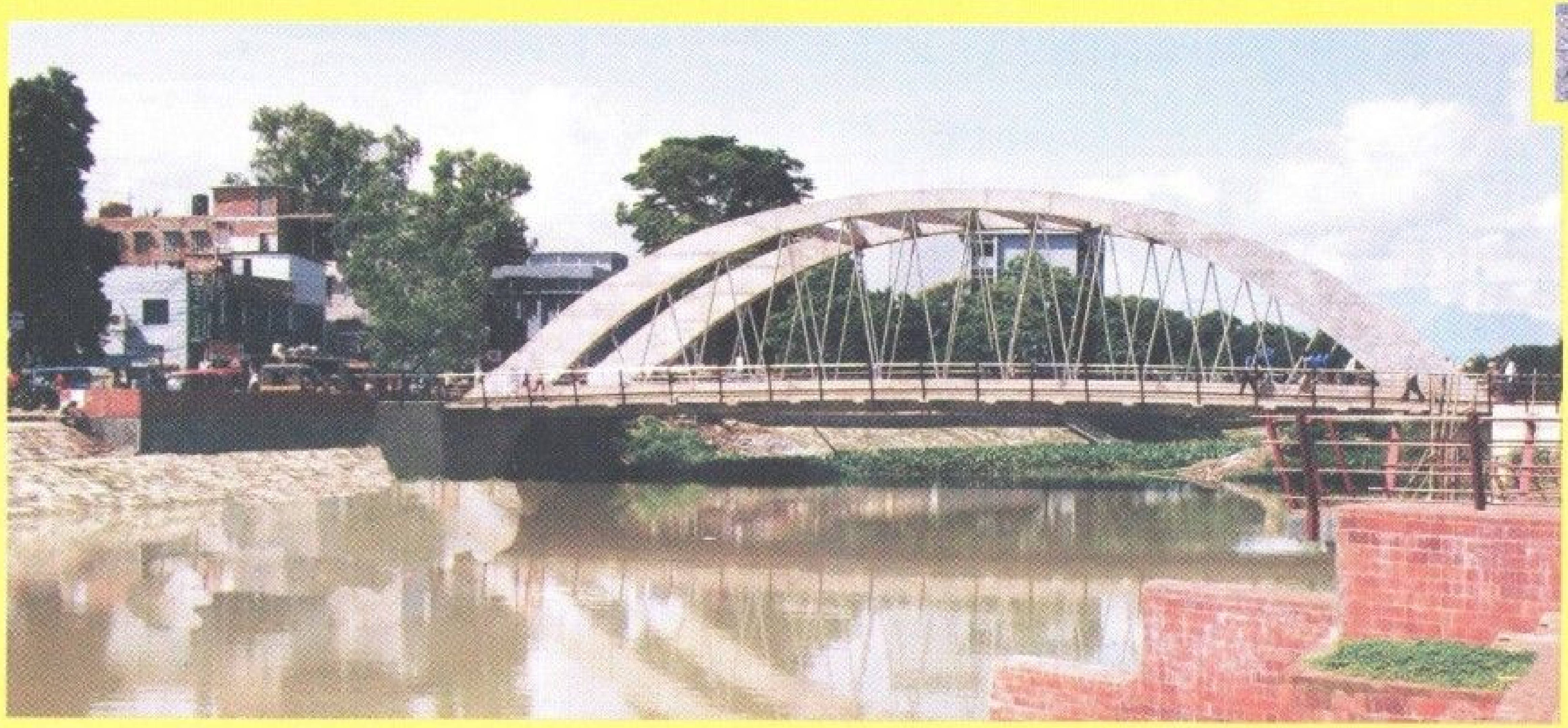

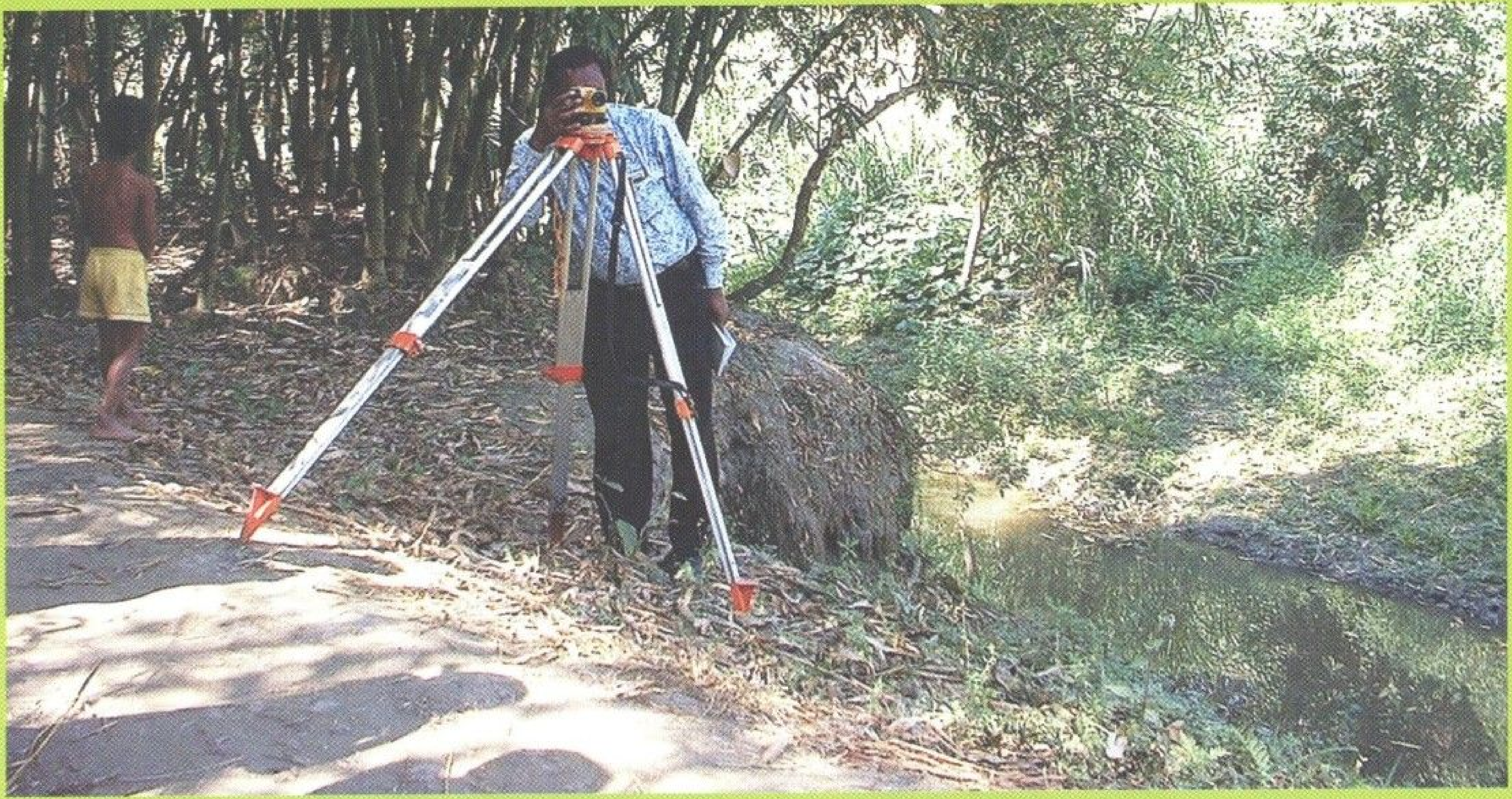

এলজিইডি'র কার্যক্রম, রূপকল্প ২০২১ ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ঃ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডি'র উত্তরণ

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) একটি সর্ববৃহৎ সরকারী উন্নয়ন সংস্থা। ষাটের দশকের শুরুতে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বর্তমানে দেশের গ্রামীণ ও শহরের অবকাঠামো উন্নয়নসহ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এলজিইডি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। সরকারী এ প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্যের শুরুর পথটা ছিলো অনেক বন্ধুর। ডঃ আখতার হামিদ খান এর নেতৃত্বে উদ্ভাবিত "কুমিল্লা মডেল"-এর ৪টি কর্মসূচি নিয়ে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। কর্মসূচি সমূহ ক্রমানুসারে ছিলো, পল্লী-পূর্ত কর্মসূচি, থানা সেচ কর্মসূচি, দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় কর্মসূচি এবং থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র। পরবর্তীতে দেশব্যাপী সমন্বিতভাবে পল্লী উন্নয়নে "কুমিল্লা মডেল" সুপরিচিতি লাভ করে। কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়ার ফলে অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে পল্লী উন্নয়নের কর্মকাণ্ড চালাতে হতো। সে কারণে স্বাধীনতার পূর্বে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামীণ অবকাঠামোসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু ছিল পল্লী উন্নয়ন। স্বাধীনতার পর, তাঁর স্বপ্নের হাত ধরেই গ্রামীণ জনজীবনের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী-পূর্ত কর্মসূচি দেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পল্লী এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্ন কাজ শুরু করে। পাল্টে যেতে থাকে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক চিত্রপট। পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানের উপর জনগণের আস্থা এবং গুরুত্ব জনগণের কাছে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ সালে ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইং নামকরণ ঘটে এবং ১৯৮৪ সালে 'লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যুরো (এলজিইবি)' নামে প্রথমবারের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকৌশল দপ্তরে রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৪-৯২ সময়ে এ প্রতিষ্ঠান দেশের গ্রামীণ জনপদে ব্যাপকভাবে সুপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা, দক্ষতা, পারদর্শিতা ও উৎকর্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে সরকার ১৯৯২ সালে 'লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যুরো (এলজিইবি)'- কে 'লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (এলজিইডি)' তে উন্নীত করে যার বাংলা নামকরণ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। তখন থেকেই এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারী অধিদপ্তর হিসেবে রূপলাভ করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির পরিধি ক্রমশ: ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। এলজিইডি প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে ওয়ার্কস প্রোগ্রাম নামে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ওয়ার্কস প্রোগ্রামের মাধ্যমে এলজিইডি'র যাত্রা শুরু হলেও ১৯৯২ সালে স্থায়ীরূপ পাওয়া এলজিইডি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে বেড়ে ওঠে ক্রমশঃ দেশের সর্ববৃহৎ প্রকৌশল সংস্থায় পরিণত হয়েছে এবং উন্নত প্রকৌশল উৎকর্ষতার ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী ভূমিকা নিয়ে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নেও এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান এলজিইডি। গত ২০ বছরের তথ্য পর্যালোচনা থেকে পরিলক্ষিত হবে যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের গড় হার যেখানে জাতীয় পর্যায়ে ৯০%, সেখানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর অর্থাৎ এলজিইডি'র ক্ষেত্রে এ হার ৯৫%। এ দক্ষতা ও পারদর্শিতা দেশে ও দেশের বাইরে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জনে সফল হয়েছে। এলজিইডি তাই এখন শুধুমাত্র স্থানীয় সরকার বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিই বাস্তবায়ন করছে না, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নেও প্রদত্ত দায়িত্বানুসারে ভূমিকা রাখছে, যেগুলোর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়। আবার, সময়ের সাথে ক্রমবর্ধমান হারে এলজিইডি দেশের ভৌত ও সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে যেখানে পূর্তকর্মসূচির জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৩১৫ কোটি, তা আজ বেড়ে বর্তমান ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮,২৯৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। আবার বর্তমান সরকারের আমলের প্রথম অর্থবছর অর্থাৎ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৪,৬৯৯ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বর্তমান ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮,২৯৬ কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলেই বরাদ্দ প্রবৃদ্ধির এই হার প্রায় ৭৭ শতাংশ যা প্রতিবছরই এলজিইডি'র অবকাঠামো বাস্তবায়নে দক্ষতা ও সাফল্যের সংগে দায়িত্বপালনের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

এলজিইডি'র প্রতি সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের এ ক্রমবর্ধমান আস্থাই এলজিইডি'র অনুপ্রেরণার মূল উৎস, যা দেশ গঠনে এলজিইডিকে আরও উৎসাহী ও সক্রিয় করেছে। দেশের অগ্রযাত্রায় নিজেদেরকে অধিক হারে সামিল হওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের প্রদত্ত সুযোগ এলজিইডিকে দেশ গড়ার অংশগ্রহণে সর্বাধিক উৎসাহিত করায় প্রতিষ্ঠানটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞ।

এলজিইডি'র মুখ্য অধিক্ষেত্র

পল্লী এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এলজিইডি'র মূল দায়িত্ব হলেও সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির উপর অর্পিত অন্যান্য প্রধান প্রধান দায়িত্বাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিচে প্রদর্শিত অনুচিত্র থেকে পাওয়া যাবে।

অনুচিত্র-১ | এলজিইডি'র প্রধান প্রধান দায়িত্বাবলী

বক্স-১ এলজিইডি'র এলাকা ও অবকাঠামো ভিত্তিক অঙ্গ

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ সাধারণতঃ গ্রামীণ, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নে পরিকল্পিত, পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়। এলজিইডি বাস্তবায়ন করে এমন এলাকা ও অবকাঠামো ভিত্তিক ভৌত অংগসমূহের বিবরণ নিচে প্রদান করা হয়েছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো	নগর অবকাঠামো	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন
# গ্রামীণ সড়ক ও সেতু পরিকল্পনা # গ্রামীণ সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন/রক্ষণাবেক্ষণ # গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন/ সংস্কার # ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ # উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ # ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ # ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পুনর্বাসন # বৃক্ষরোপণ # ঘাট ও জেটি নির্মাণ # সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন # ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণে আত্ম-উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা	# নগর পরিকল্পনার কাজে পৌরসভাকে সহায়তা প্রদান # পৌরসভার কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান # বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে, সড়ক, ফুটপাত, ড্রেন, কমিউনিটি ল্যাট্রিন ইত্যাদি নির্মাণ ও পুনর্বাসন # বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ # বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন # নলকূপ স্থাপন # সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন # ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন # বাজার উন্নয়ন # বর্জ্য ব্যবস্থাপনা # নগরীর দরিদ্র এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণে আত্মউন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা	# দেশব্যাপী ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন # ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের আওতায় সীমিত আকারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ এবং খাল খনন ও পুনঃখনন # ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের আওতায় স্লুইস গেট, রেগুলেটর ও রাবার ড্যাম নির্মাণ # পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা # পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে দাপ্তরিক ও সমবায়মুখী করে গড়ে তোলা

উপরোক্ত ব্যাপক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রকৌশল সংস্থায় পরিণত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রণীত বিভিন্ন সংস্থার জন্য প্রযোজ্য নীতিমালার সুশৃঙ্খল অনুসরণের মাধ্যমে মূলতঃ দেশের পল্লী ও নগর অবকাঠামো এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নই এই সংস্থাটির ব্রত। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনা বাস্তবায়ন এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কাঙ্খিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে এলজিইডি একটি স্ব-প্রণোদিত ও আত্মনিবেদিত প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সরকারের সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট রূপকল্প বাস্তবায়নের সহযোগী হিসেবে এলজিইডি'ও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

রূপকল্প ২০২১ , প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা

বাংলাদেশ এক অমিত সম্ভাবনা নিয়ে বেড়ে উঠছে। এই দেশ এমন একটি লক্ষ্যের প্রত্যাশী যা আজকের বাংলাদেশের তুলনায় অনেক সুখী, সুন্দর এবং প্রতিশ্রুতিশীল হবে। দেশ ও দেশের মানুষের এই স্বপ্নের রূপায়নই হলো - রূপকল্প ২০২১ এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।

এই লক্ষ্যের মূল কথা, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা , উল্লেখযোগ্যভাবে দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশ হিসেবে একটি সার্বিক কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যেখানে প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে মানুষ সুখী এবং স্বাস্থ্যকর ও সুস্থ জীবন যাপন করবে। দেশের মানুষের এই উন্নয়ন তাদের জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত হওয়ার পাশাপাশি মানব সম্পদ ও অন্যান্য সূচকসমূহে প্রতিফলিত হবে, যেন বহির্বিশ্বেও এই দেশের জনগণ একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। ১৯৭৩-২০০২ সময়ে বাংলাদেশে ৫টি পঞ্চবার্ষিকী এবং ১৯৭৯-৮০ সময়ে একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০০৩-২০১০ সময়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এই ধারা থেকে সরে এসে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) প্রবর্তনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কৌশলপত্র জনগণের জীবনমান উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট মাধ্যম হিসেবে দেশকে অগ্রযাত্রার পথে এগিয়ে নিতে যথেষ্ট এবং যথাযথ পরিপূরক প্রতিভাত না হওয়ায় ২০১০ সালে বর্তমান সরকার, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের বাইরে এসে একটি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। উন্নয়নের আরও পরিকল্পিত এবং পরিশীলিত রাষ্ট্রীয় রূপায়নের জন্যই এই পরিকল্পনা গ্রহণ শুরু করা হয়। কারণ, বাংলাদেশের জনগণের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে বর্তমান সরকার মনে করে যে, শুধু দারিদ্র্য বিমোচনেই আমাদের থেমে থাকলে চলবে না - দ্রুত অর্থনৈতিক উত্তরণের দিকেও এগিয়ে যেতে হবে। উন্নত বিশ্বের আদলে দেশ গড়া এবং মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হবার লক্ষ্য অর্জন করতে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা, সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন, যথাযথ কৌশল নির্ণয় এবং সরকারের তরফ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি।

২০১০ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ (Bangladesh Perspective Plan ২০১০-২০২১) হলো সরকার প্রদত্ত অঙ্গীকারের রাষ্ট্রীয় রূপায়নের মাধ্যম যাকে ভিত্তি করে দারিদ্র্য বিমোচন এবং দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের কৌশলসমূহ নির্ধারণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে ২০১১-২০১৫ সময়কাল ব্যাপী ৬ষ্ঠ বার্ষিক পারিকল্পনা (Bangladesh Sixth Five Year Plan ২০১১-২০১৫)। এ দু'টি দলিলই আমাদের রাষ্ট্রীয় রূপকল্প এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। সরকারের নেতৃত্বে সরকারের সকল সংস্থাসমূহ এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নেই এখন নিবদ্ধ আছে।

রূপকল্প ২০২১ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডি

রূপকল্প ২০২১ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় টেকসই উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এলজিইডি সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন করছে। এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিচে প্রদর্শিত ৯টি উন্নয়ন অগ্রাধিকার (development priorities) স্থির করা হয়েছে ঃ

* খাদ্য নিরাপত্তা ও সার্বিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা (Ensuring broad based growth & food security)
* বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার সদ্ব্যবহার (Addressing globalization and regional cooperation)
* উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য জ্বালানী নিরাপত্তা (Providing energy security for development and welfare)
* একটি জ্ঞান নির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠা (Establishing a knowledge based society)
* একটি টেকসই উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণ (Building a sound infrastructure)

* কার্যকর সুশাসন প্রতিষ্ঠা (Ensuring effective governance)
* জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা (Mitigating the impacts of climate change)
* একটি কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠা (Creating a caring society)
* একটি ডিজিটাল বাংলাদেশে উদ্ভাবনী ধারণাকে উৎসাহিত করা (Promoting innovation under a digital Bangladesh)

বর্ণিত ৯টি উন্নয়ন অগ্রাধিকারের মধ্যে ৬টি উন্নয়ন অগ্রাধিকার নিয়েই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এলজিইডি কাজ করছে। পল্লী, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি একটি সমন্বিত কৌশলে দারিদ্র্য বিমোচন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, পরিকল্পনা ও দাপ্তরিক কাজে এলজিইডি তথ্য প্রযুক্তির সৃষ্টিশীলতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আসছে। পল্লী, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরে এলজিইডি'র কর্মকান্ডে ব্যাপ্তি সেক্টর ৩টিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সার্বিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

রূপকল্প ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশল

বাংলাদেশের পল্লী জনপদ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি। পল্লী জনপদ কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে সারা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান এবং পাশাপাশি নানা অকৃষিজ কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে দেশের সার্বিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেও বিবিধ কারণে পল্লী অঞ্চলেই দেশের দারিদ্র্যের হার সর্বাধিক। তাই পল্লী জনপদের উন্নয়ন কৌশল হলো একটি সমন্বিত কৌশল যাতে একই সাথে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণসহ পল্লী জনগণের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত হয়। রূপকল্প ২০২১ এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় এ কৌশলই গ্রহণ করা হয়েছে। 'দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান কৌশল হবে কৃষি ও পল্লী জীবনে গতিশীলতা আনয়ন', 'পল্লী উন্নয়ন, নাগরিক সুযোগ সুবিধার পরিধি বিস্তৃতিকরণ' এবং 'সড়ক নেটওয়ার্ক - গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা সদরকে সংযুক্ত করার কার্যক্রম সম্পন্নকরণ' এই অঙ্গীকারগুলোর মাধ্যমে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়নে সরকারের সমন্বিত কৌশলের সাথে এলজিইডি একাত্ম হয়ে পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে।

এলজিইডি বর্তমানে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি অনুমোদিত মাষ্টারপ্ল্যান অনুসরণ করছে যাতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর পল্লী সড়ক, সেতু এবং হাট-বাজার নির্মাণের বছরওয়ারী একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা রয়েছে। এই মাষ্টারপ্ল্যান অনুসরণ করে এক বিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে এলজিইডি দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখার ক্ষেত্রে এবং একই সাথে একটি দীর্ঘমেয়াদী দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার ধারাবাহিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

নগর উন্নয়ন মাষ্টারপ্লান

সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ নগরে বাস করে যা ২০১৫ সালে ৩২ শতাংশে উন্নীত হওয়ার আশংকা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে বর্তমানে নগর জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, যার এক-তৃতীয়াংশই হতদরিদ্র। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নকল্পে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন নগর সম্পর্কিত অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি বছরই বাস্তবায়ন করে আসছে। তবে বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী সময়ে এরূপ উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন গতি না পাওয়ায় এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনামাফিক সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত না হওয়ায় নগরগুলির জনগোষ্ঠী পূর্ণ সুফলপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। সকল নগরসমূহের বিভিন্ন কর্মকান্ডকে সুব্যবস্থার মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে নগরগুলি উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যকীয় বলে বর্তমান সরকার বিবেচনা করে এবং তদানুসারে সিদ্ধান্ত প্রদান করে। এরূপ বিবেচনার প্রেক্ষিতে মাঝারী ও ছোট শহরগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও নান্দনিকভাবে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার মাধ্যমে শহরগুলির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে এলজিইডি তিনটি স্তরে প্রত্যেকটি নগরের জন্য মাষ্টারপ্লান অর্থাৎ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মেধা, শ্রম ও প্রযুক্তি প্রয়োগে নির্ভুলভাবে জিআইএস নির্ভর তথ্যভান্ডার প্রস্তুতকরণ, বেইজ ম্যাপ তৈরী এবং সুবিধাভোগীদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে এরূপ মাষ্টারপ্লান প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে।

রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলা পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের শুভ উদ্বোধন

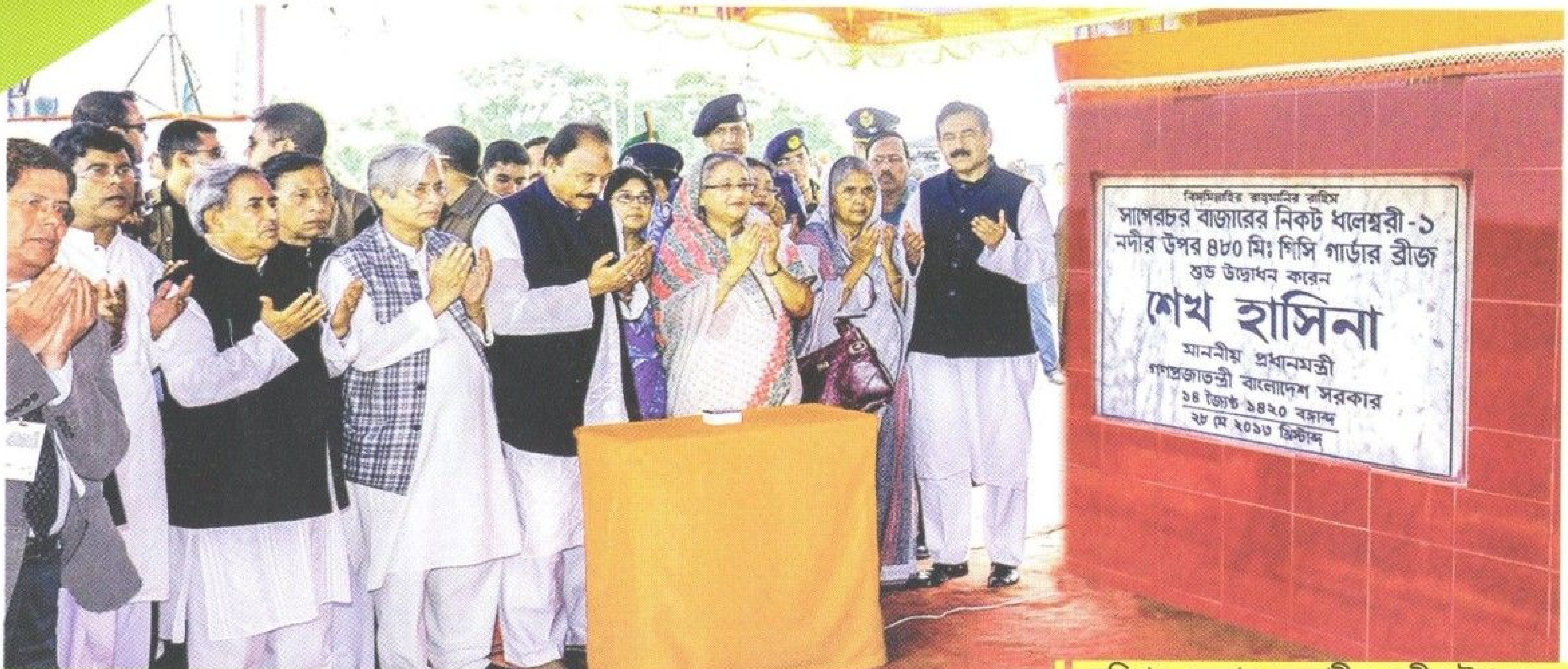

মুন্সিগঞ্জ জেলার ধলেশ্বরী-১ নদীর উপর ৪৮০ মিটার দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধন

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদীর উপর ৫৪৬.৬০ মিটার দীর্ঘ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

লালমনিরহাট জেলার তিস্তা নদীর উপর ৮৫০ মিটার ও ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিটার দীর্ঘ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলা কমপ্লেক্স এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার শ্রীমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের শুভ উদ্বোধন

গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া উপজেলা পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী ও কবিরহাট উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স এর শুভ উদ্বোধন এবং সদর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

এলজিইডি ভবন চট্টগ্রাম

এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ

যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডকে সুষ্ঠু ও সময়মত বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ জনবল, প্রতিষ্ঠানের যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়ক সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। জন্মলগ্ন থেকেই এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি, বিশেষ করে এলজিইডি'র উচ্চ পর্যায়ে জনবল ঘাটতি সম্পর্কিত বিষয়টি যথাযথ উপলব্ধি করে এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক স্তরের প্রসারসহ এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে উন্নতিকরণের মাধ্যমে আধুনিকায়নের জন্য যুগোপযোগী করার অনুমোদন বর্তমান সরকার প্রদান করে। এ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসেবে প্রথমতঃ এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯ এর অনুমোদন এ সরকার প্রদান করে।

দপ্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পদ সৃজন

বর্তমান সরকারের কার্যকালে বিগত পাঁচ বছরে এলজিইডি'র বিদ্যমান ৬টি আঞ্চলিক দপ্তরকে ১৪টিতে উন্নীত করা হয় এবং ২টি নতুন বিভাগীয় দপ্তর চালু করা হয়েছে। জনবল বৃদ্ধির অংশ হিসেবে আরও ৩টি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর পদ, ১২টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পদ, ৪৩টি নির্বাহী প্রকৌশলীর পদ ছাড়াও সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইন কর্মকর্তা, কম্পিউটার প্রোগ্রামার, সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার এবং প্রতি জেলায় মেকানিক্যাল ফোরম্যান, হিসাব সহকারী ও ইলেকট্রিশিয়ানের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে এলজিইডি'র সর্বমোট জনবলের সংখ্যা ১১,০৬৮ জন।

পদোন্নতি

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা, প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য প্রনোদনা প্রদান একটি আবশ্যকীয় বিষয় যা বর্তমান সরকারের আমলে অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে এবং তাদেরকে পদোন্নতি প্রদান এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রেও বর্তমান সরকারের আমলে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। এ সময়কালে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে ৯জনকে পদোন্নতি ও ১জনকে চলতি দায়িত্ব , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে ২৯জনকে পদোন্নতি ও ৩জনকে চলতি দায়িত্ব , নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ১১৭জন, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী/ উপজেলা প্রকৌশলী পদে ৫৫৬ জন, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী পদে ২০৬ জন, সহকারী প্রকৌশলী(যান্ত্রিক) পদে ৫ জন, উপসহকারী প্রকৌশলীসহ অন্যান্য পদে ২১৪ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

নিয়োগ/আত্মীকরণ/নিয়মিতকরণ

দীর্ঘকাল শূন্য থাকা সহকারী প্রকৌশলী পদে পিএসসির মাধ্যমে ৮১জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। যথাযথ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১০৭ জন সার্ভেয়ার এবং ১০৭ জন ইলেকট্রিশিয়ান অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, উন্নয়ন প্রকল্পের ২৫৮জন সহকারী প্রকৌশলী, ৭৮৩ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ৬৩ জন মেকানিক্যাল ফোরম্যান এবং ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান/হিসাব সহকারী/সার্ভেয়ার/কমিউনিটি অর্গানাইজার/কার্যসহকারী, ১৯৭ জন গাড়িচালক এবং অন্যান্য পদসহ সর্বমোট ৩০৭৮ জনকে রাজস্ব খাতে আত্মীকরণের মাধ্যমে নিয়মিত করা হয়েছে, যা এলজিইডি'র ইতিহাসে একটি অতি স্মরণীয় বিষয়। সরকারের তরফ থেকে এই ধরনের অনুমোদন নিশ্চিতভাবেই "মানব উন্নয়ন"-এর ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের একটি সুচিন্তিত এবং উন্নয়ন বান্ধব ইতিবাচক পদক্ষেপ।

পদ উন্নীতকরণ

বর্তমান সরকারের সময় আরও একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে উপজেলা প্রকৌশলীদের পদকে ৯ম গ্রেড থেকে ৬ষ্ঠ গ্রেডে উন্নীত করা এবং তদস্থলে প্রতি উপজেলায় ১জন করে উপজেলা সহকারী প্রকৌশলীর পদ সৃজন করা। এটা এলজিইডি'র ইতিহাসে অবশ্যই আরও একটি অতিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। এছাড়া, হিসাবরক্ষকগণকে ১৩ ও ১৪ নং গ্রেড থেকে ১১ নং গ্রেডে এবং হিসাব সহকারীগণকে ১৬নং গ্রেড থেকে ১৩ নং গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে।

একটি তুলনা

বর্তমান সরকার শাসনভার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এলজিইডি'র মোট জনবল ছিল ১০,৩১১ জন, বিশেষ করে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর মাত্র ৪টি, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর ১৩টি, নির্বাহী প্রকৌশলীর মাত্র ৮২ টি পদ ছিল। তাছাড়া বিভাগীয় কোন দপ্তর ছিল না এবং আঞ্চলিক দপ্তরের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬টি।

২০০৯ সাল পর্যন্ত এবং বর্তমান সরকারের আমল অর্থাৎ ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত সময়ের এলজিইডি'র জনবলের একটি তুলনামূলক চিত্র নিচের সারনিতে প্রদত্ত হয়েছে। এ থেকে পরিলক্ষিত হবে যে, বর্তমান সরকারের আমলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে।

সারনি -১ ২০০৯ থেকে ২০১৩ সময়ে এলজিইডি'র জনবলের একটি তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়	২০১৩ পর্যন্ত		২০০৯ পর্যন্ত	
		দপ্তরের সংখ্যা	পদের সংখ্যা	দপ্তরের সংখ্যা	পদের সংখ্যা
১	সদর দপ্তর	১	২১৭	১	১৪৪
২	বিভাগীয় কার্যালয়	২	২৮	-	-
৩	আঞ্চলিক কার্যালয়	১৪	১২৬	৬	২৪
৪	জেলা কার্যালয়	৬৪	১,২৮২	৬৪	৮৫৪
৫	উপজেলা কার্যালয়	৪৮৫	৯,২১১	৪৮২	৯,০৮৫
৬	ডেপুটেশন রিজার্ভ		২০৪	-	২০৪
		মোট জনবল =	১১,০৬৮		১০,৩১১

বর্তমান সরকারের আমলে এলজিইডিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্প্রসারিত এবং শক্তিশালী করার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে এলজিইডি'র ক্রিয়াকর্মকে অধিক তদারকীর দ্বারা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এলজিইডি'র ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃণমূল পর্যায় থেকে এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন স্তরে প্রকৌশলী ও কারিগরি কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি পাওয়ায় মাঠ পর্যায়ে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভৌত তদারকীর ব্যবস্থা গতি পেয়েছে। তাছাড়া, উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর এলজিইডি'র রাজস্ব খাতে নিয়মিত/আত্মীকরণ তাদেরকে দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধ করেছে, যা গুণগত মানসম্পন্ন অবকাঠামো নির্মাণ এবং অপব্যয় রোধের মাধ্যমে দূর্নীতি হ্রাসে একটি কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবেপ্রমাণিত হচ্ছে। একইভাবে এলজিইডি'র বিভিন্ন পর্যায়ে পদোন্নতি প্রদানও এক্ষেত্রে একটি উচ্চ প্রণোদনা হিসেবে কাজ করায় তা সর্বক্ষেত্রে গুণগত মান রক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

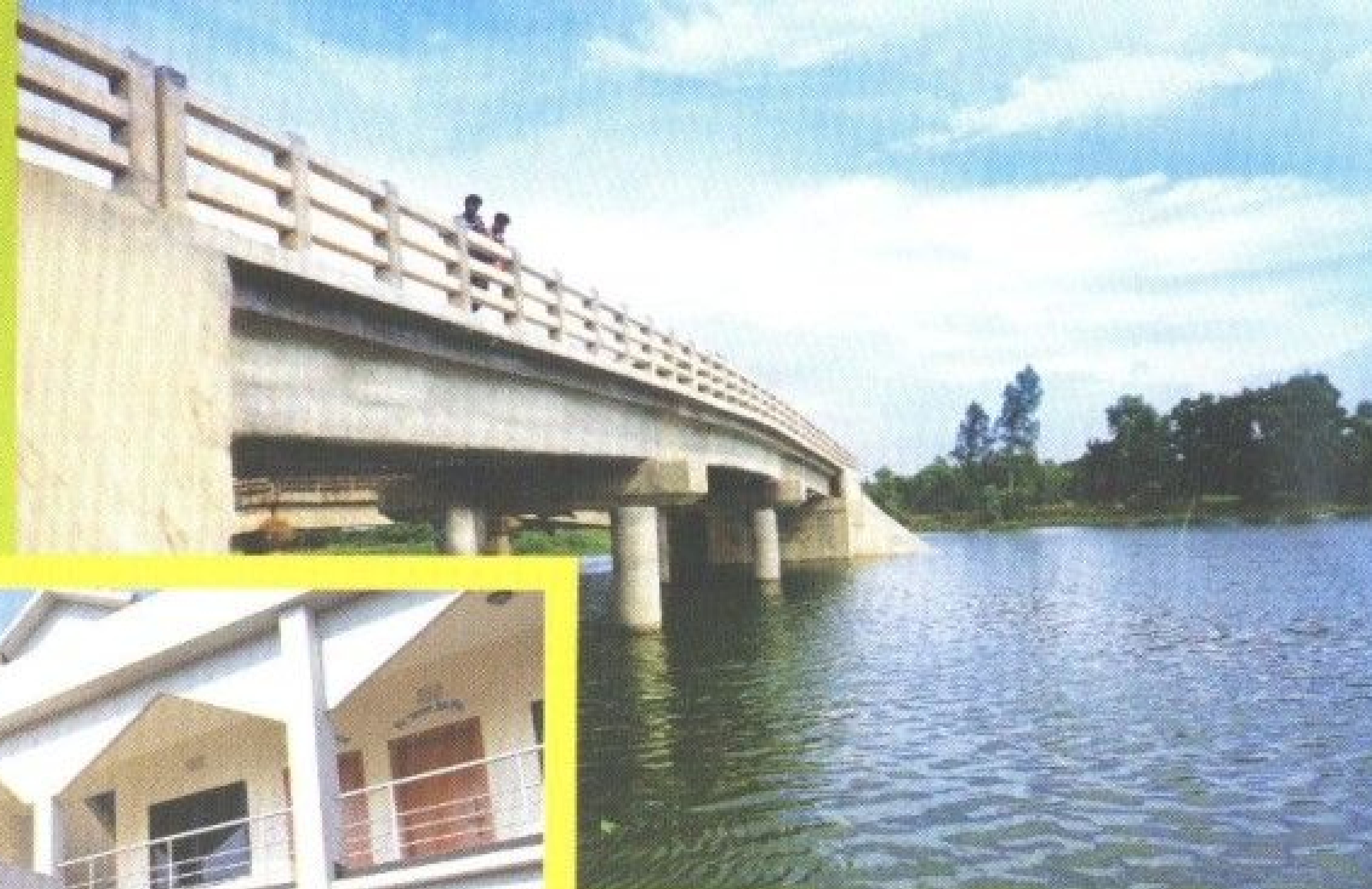
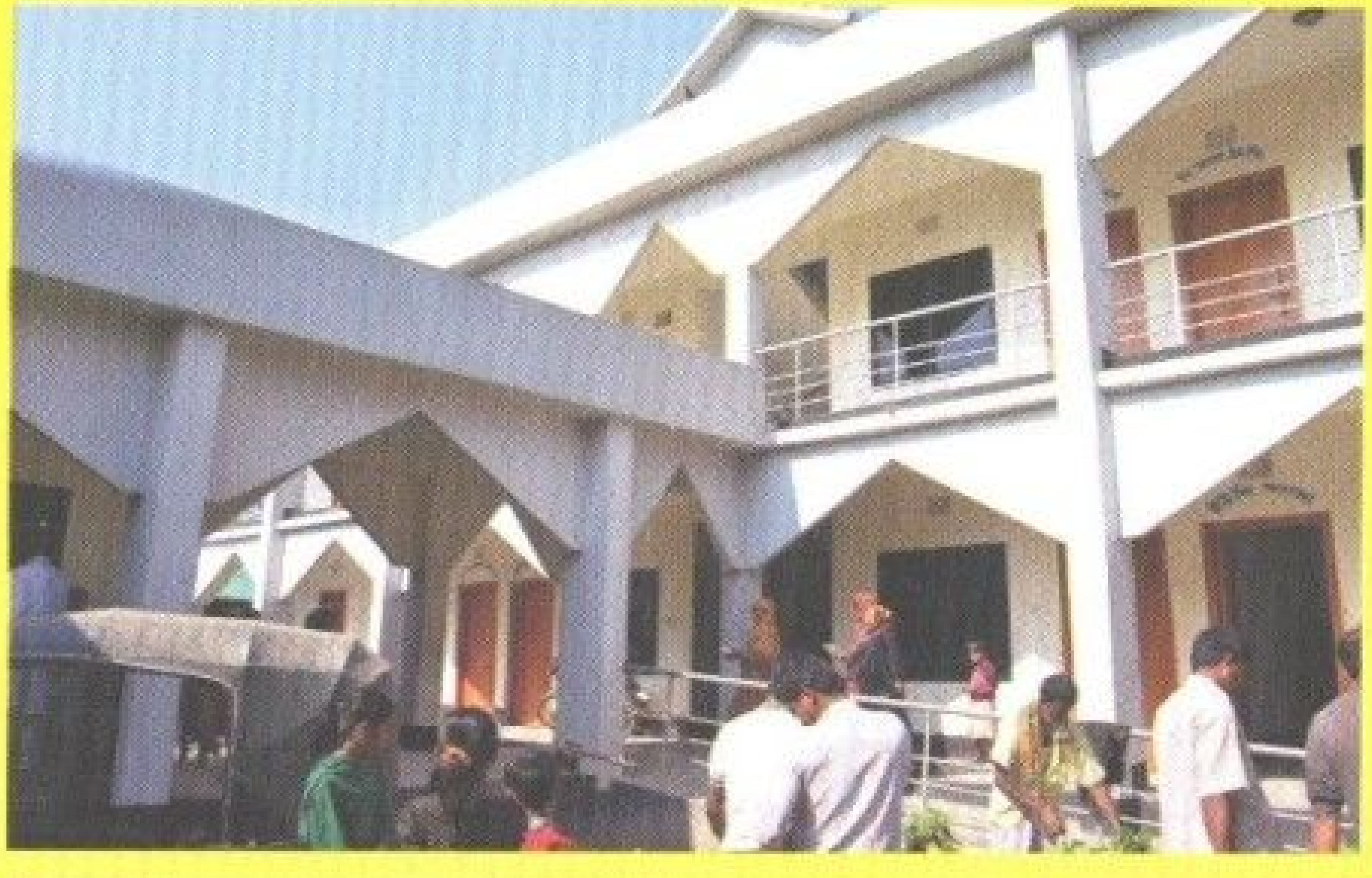
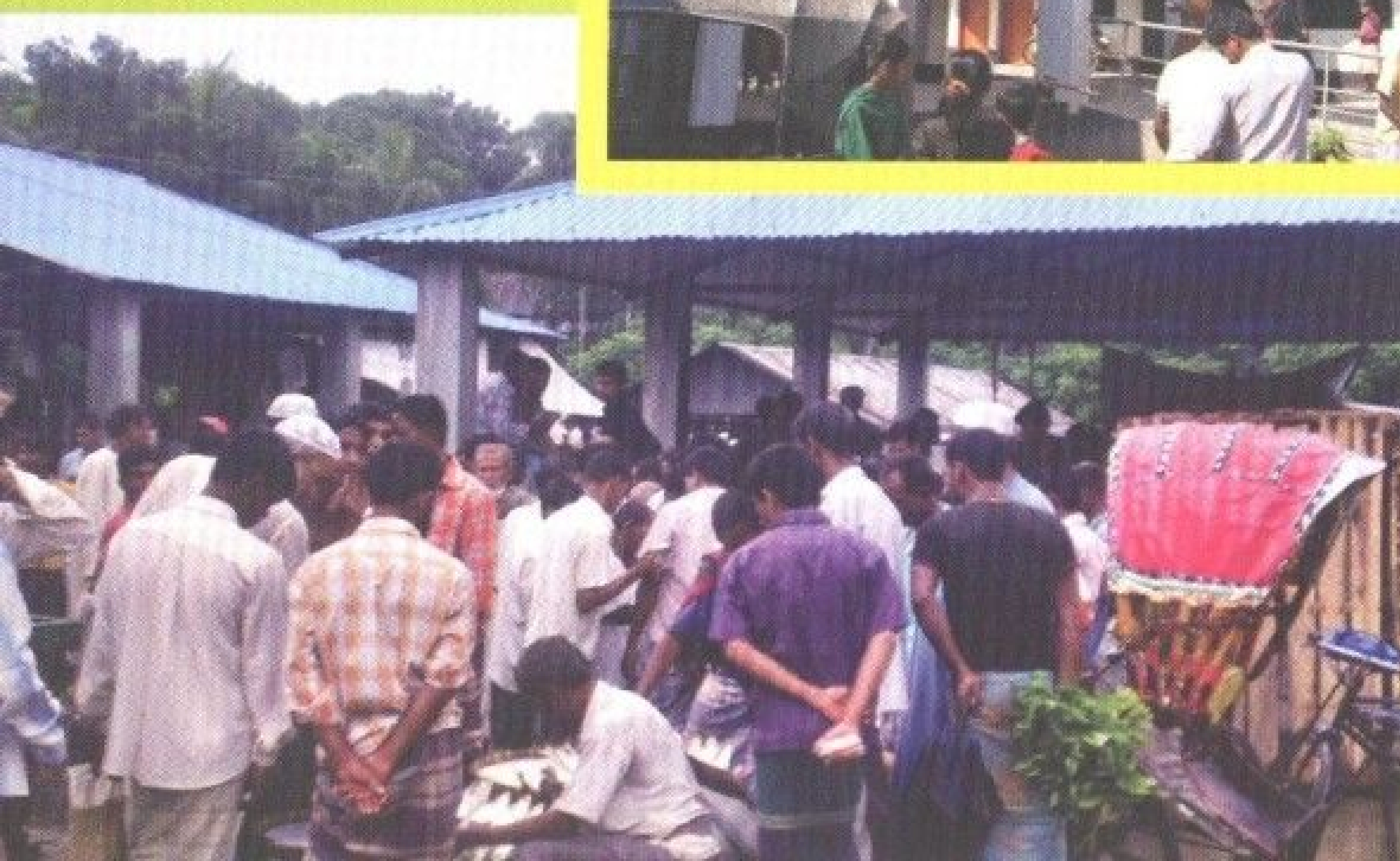

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন

পল্লী উন্নয়ন ও এলজিইডি

বাংলাদেশের পল্লী জনপদ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি। পল্লী জনপদ কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে সারা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি নানা অকৃষিজ কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে দেশের সার্বিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেও বিবিধ কারণে পল্লী অঞ্চলেই দেশের দারিদ্র্যের হার সর্বাধিক। তাই পল্লী জনপদের উন্নয়ন কৌশল হলো একটি সমন্বিত কৌশল, যাতে একই সাথে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণসহ পল্লী জনগণের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত হয়। রূপকল্প ২০২১ এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় এই কৌশলই গ্রহণ করা হয়েছে। 'দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান কৌশল হবে কৃষি ও পল্লী জীবনে গতিশীলতা আনয়ন', 'পল্লী উন্নয়ন, নাগরিক সুযোগ সুবিধার পরিধি বিস্তৃতিকরণ' এবং 'সড়ক নেটওয়ার্ক - গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা সদরকে সংযুক্ত করার কার্যক্রম সম্পন্নকরণ' এই অঙ্গীকারগুলোর মাধ্যমে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়নে সরকারের সমন্বিত কৌশলের সাথে এলজিইডি একাত্ম হয়ে পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে।

এলজিইডি বর্তমানে একটি অনুমোদিত মাস্টারপ্ল্যান অনুসরণ করছে যাতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর পল্লী সড়ক, সেতু এবং হাট-বাজার নির্মাণের বছরওয়ারী একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা রয়েছে। মাস্টারপ্ল্যান অনুসরণ করে এক বিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে এলজিইডি দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখার ক্ষেত্রে এবং একই সাথে একটি দীর্ঘমেয়াদী দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার ধারাবাহিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে কৃষি অর্থনীতির একটি শক্ত ভিত্তি তৈরী হয়েছে

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের প্রভাব

দেশের ৭০ ভাগ জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের সাথে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। একই সাথে, কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন দ্বারা প্রভাবিত হয় বিধায় দেশের ১৬ কোটিরও অধিক অধ্যুষিত জনগণের ভাগ্য এবং দেশের সমৃদ্ধি -এর উপর অধিকাংশই নির্ভরশীল। এ কারণেই, সরকারের রূপকল্প ও পরিকল্পনায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের শাসনামলে বিগত ৫ বছরে দেশের সার্বিক প্রবৃদ্ধি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, মাথাপিছু আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ইত্যাদি অর্জনসমূহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত যথার্থই দূরদর্শী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

কৃষিজ অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশে উন্নয়নের জন্য স্থিতিশীলতা কৃষি সেক্টর প্রদান করেছে। কৃষিজ অর্থনীতির উত্তরণে পল্লী অবকাঠামোর অবদান বিভিন্ন গবেষণা কর্মে একটি স্বীকৃত বিষয়। বাংলাদেশে কৃষিজ ও পল্লী অর্থনীতির উত্তরণে এলজিইডি'র কার্যক্রম নিয়েও অনেক গবেষণা রিপোর্ট রয়েছে। বিগত ৫ বছরে দেশে ব্যাপক পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সরকার কৃষি অর্থনীতির একটি শক্ত ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। বর্তমানে দেশের জিডিপিতে কৃষি সেক্টরের অবদান ১৮% হলেও, এই খাত দেশের ৪৫% জনগণের কর্মসংস্থান করছে।

অকৃষিজ অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান

অপার সম্ভাবনাময় এই দেশের পল্লী অঞ্চলে কৃষিজ অর্থনীতির পাশাপাশি অকৃষিজ অর্থনীতির একটি বিরাট ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহণ ইত্যাদি মিলে এই বিশাল অর্থনীতির সৃষ্টি হয়েছে, যা জিডিপি'র একটি বড় অংশ এবং দেশের সার্বিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। বর্তমানে, দেশের ৪০% এর অধিক পল্লী কর্মসংস্থান এবং ৫০% এর অধিক পল্লী পরিবারের আয়ের উৎস হলো অকৃষিজ অর্থনীতি। পল্লী অবকাঠামোই হলো এই অকৃষিজ অর্থনীতি গড়ে উঠার সবচেয়ে বড় ভিত্তি। এই অকৃষিজ অর্থনীতির সম্প্রসারণের উপর পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ ও পল্লী জীবনমান উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই এই খাতকে আরও সম্প্রসারিত করে পল্লী জীবনমান উন্নয়ন এবং পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি অন্যতম মেকানিজম হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সরকার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অকৃষিজ অর্থনীতি গড়ে উঠার ভিত্তি তৈরী করে দিয়েছে।

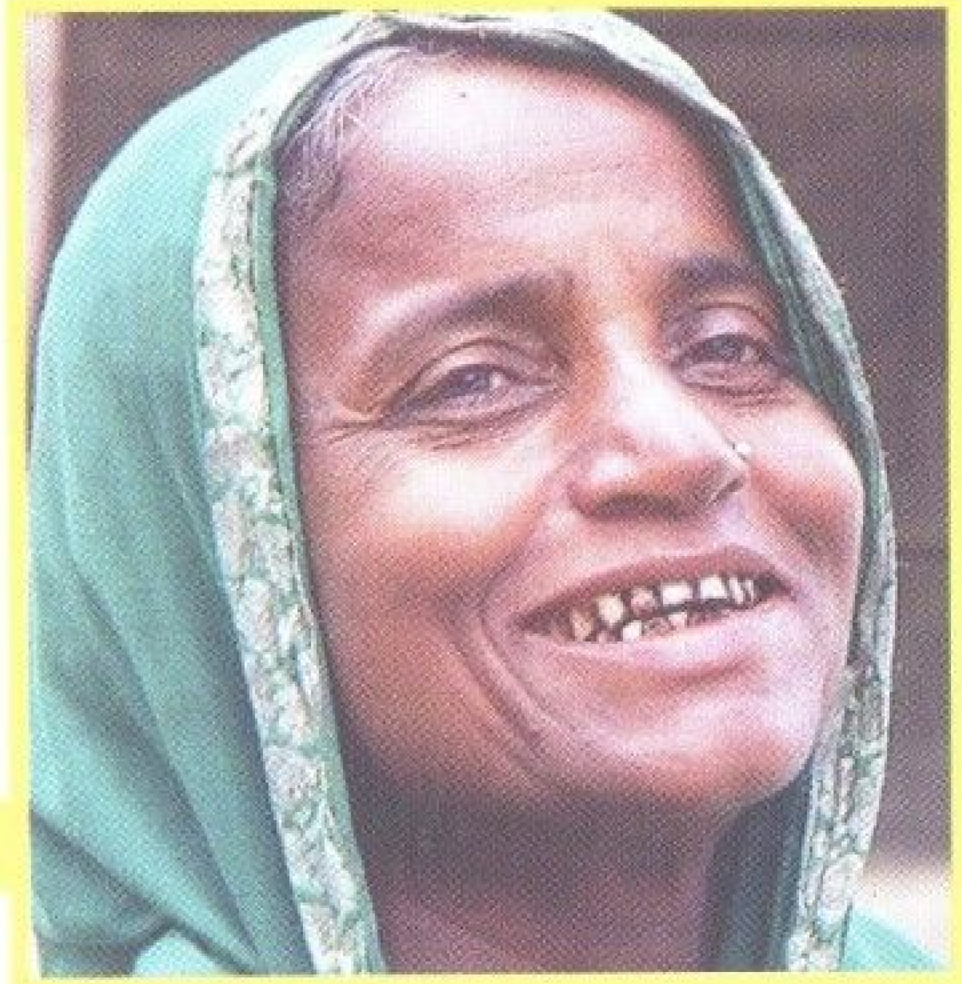

২০০০-২০১০ সময়কালে প্রায় ২.৮০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যের বৃত্ত থেকে মুক্তি পেয়েছে

পল্লী জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

দেশে নগর পল্লীর বৈষম্য কমানো, নগরীতে অভিবাসনের হার হ্রাস, উন্নয়নের সমতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য পল্লী জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। অপরদিকে, কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনেও পল্লী জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন জরুরী। এ কারণে, বর্তমান সরকার পল্লী জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে এই খাতে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ প্রদান করেছে।

দেশের ৪০% এর অধিক পল্লী কর্মসংস্থান এবং ৫০% এর অধিক পল্লী পরিবারের আয়ের উৎস হলো অকৃষিজ অর্থনীতি

স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা ও অন্যান্য

রূপকল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে মানব উন্নয়নের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা ও আয়বৃদ্ধি মানব উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা ও আয়বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অর্জন থাকায় বিগত কয়েক বছরে, বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন সূচকের ধারাবাহিক অগ্রগতি হয়েছে। সরকারের অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করায় এই অর্জন সহজতর হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য হ্রাস

পল্লী দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মূল ভিত্তি হলো পল্লী অবকাঠামো। পল্লী অবকাঠামো দরিদ্রের ভৌত সম্পদ (physical asset), যা তাদেরকে দারিদ্র্যের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার মহাসড়ক নির্মাণ করে দেয়। দারিদ্র্যমুক্তির অন্যান্য প্রভাবকগুলোকে সঠিক ও সমন্বিতভাবে ব্যবহার করা গেলে, বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে দারিদ্র্যকে জয় করতে পারে। বর্তমান সরকারের সময়কালে, দারিদ্র্য বিমোচনের এই সমন্বিত কৌশলকে আরও কার্যকর করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে, দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

২০০০-২০১০ সময়কালে, বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪৯% থেকে ৩১.৫% এ নেমে এসেছে। অর্থাৎ এ সময়কালে প্রায় ২.৮০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যের বৃত্ত থেকে মুক্তি পেয়েছে ।

দারিদ্র্য হ্রাসের এ হার অব্যাহত থাকলে ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৩.৩৪-২৬.৫১% এর মধ্যে নেমে আসবে।

নারী প্রতি সন্তান জন্ম হার ৩.৩ জন থেকে ২০১১ সালে ২.৩ জনে নেমে এসেছে।

পল্লীতে শ্রমিক মজুরী বেড়েছে-কৃষিখাতের শ্রমিক অধিকতর মজুরীতে শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান পেয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে এ সাফল্যের ধারাবাহিকতা থাকলে, বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals) অর্জনে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন

সারা বিশ্বের জনগোষ্ঠীর সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য ৮টি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০০০ সালে জাতিসংঘ নির্ধারণ করে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে তা অনুসরণের জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। এই ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাস, অপুষ্টি দূরীকরণ, শিশু-মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ের সংখ্যায় সমতা, ম্যালেরিয়া-এইডস-ডায়রিয়া ইত্যাদি ঘাতক ব্যাধি নির্মূল, পরিবেশ রক্ষা করে টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে, বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনে যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছে। বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের এই অর্জনকে ব্যতিক্রমী অর্জন বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

এমডিজি'র ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে, ৬টি লক্ষ্যের সাথেই পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। পল্লী অবকাঠামোতে সরকারের গুরুত্ব প্রদান এবং ধারাবাহিক বিনিয়োগ এমডিজি'র এ লক্ষ্য অর্জন সহজ করে দিয়েছে। এই বিনিয়োগের সুষ্ঠু ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এলজিইডি একটি শক্তিশালী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে, বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনে যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছে। এমডিজি'র ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে, ৬টি লক্ষ্যের সাথেই পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত।

এলজিইডি'র পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা ও দৃঢ় সংকল্পের কারণে, বর্তমান সরকার এলজিইডিকে উল্লেখযোগ্য অর্থবরাদ্দ প্রদান করেছে যার পরিমাণ ৩৯,০১২ কোটি টাকা। ইতোমধ্যেই ৩৩,০৪১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং বরাদ্দের অবশিষ্ট অর্থ ব্যয় প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমান সরকারের আমলে এলজিইডি'র অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দের তথ্য পরবর্তী পাতায় সারনিতে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের নগর উন্নয়নের জন্য এলজিইডি'র অনুকুলে ৩,৬৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। অবশিষ্ট বরাদ্দ পল্লী অঞ্চলে পল্লী ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে।

এ সময়কালে এলজিইডি'র আওতায় ৬৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ৮৭টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে উন্নয়ন ব্যয় এবং ২০০১-২০০৬ সময়কালে তৎকালীন সরকারের উন্নয়ন ব্যয় যথাক্রমে সারনি-২ ও সারনি-৩ এ দেখানো হলো। বিগত ৫ বছরে এলজিইডি'র আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণী সারণী-৪ এ দেখানো হলো ।

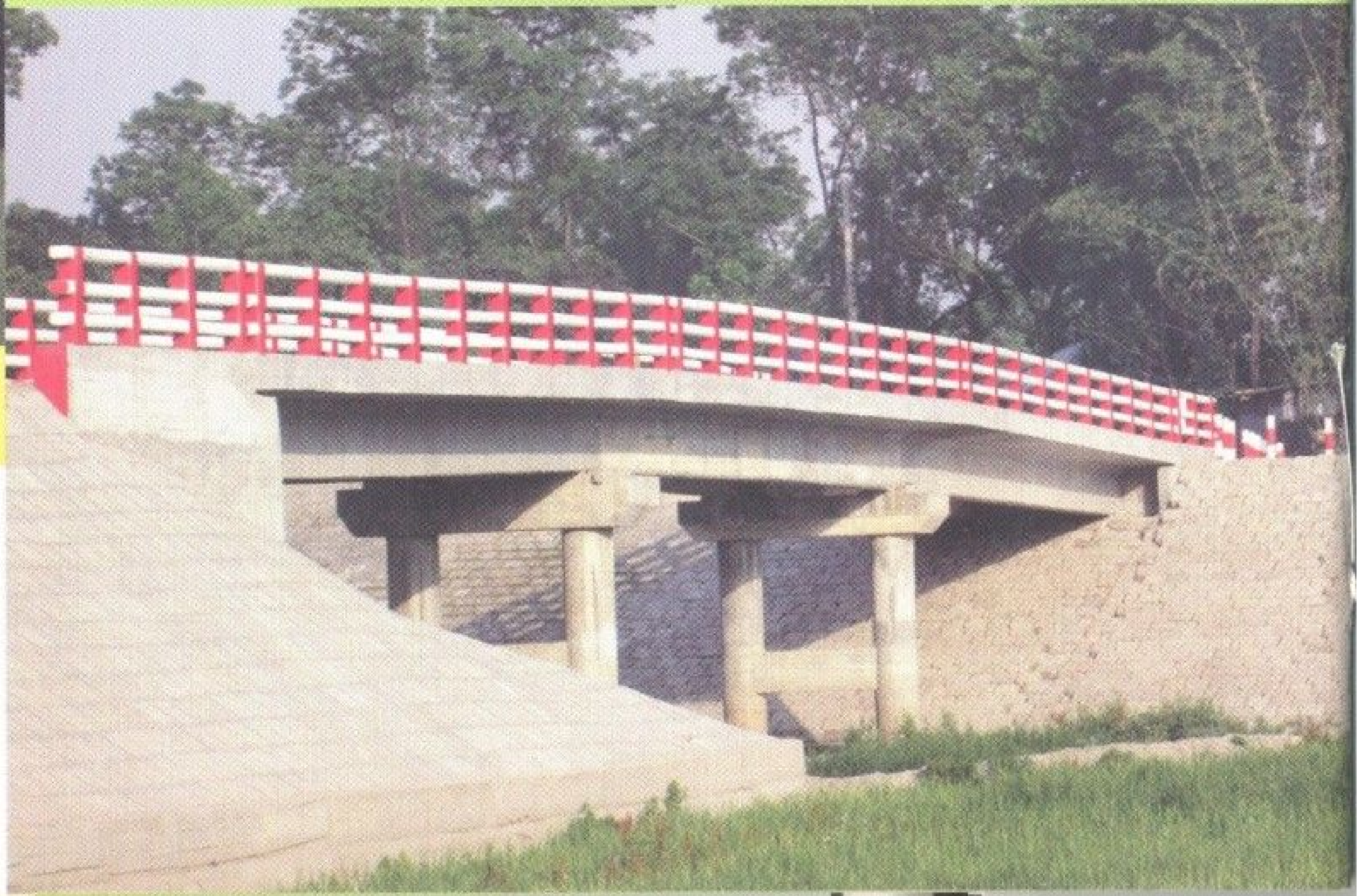

সারনি-২ বর্তমান সরকারের আমলে উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়

ক্র: নং	অর্থ বৎসর	প্রকল্প, স্থানীয় সরকার বিভাগ		রক্ষণাবেক্ষণ		অন্যান্য মন্ত্রণালয়		মোট (কোটি টাকায়)	
		বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়
১	২০০৮-০৯	৩,১৫৪.৩৬	২,৯৯৬.১১	৫০৯.৪০	৫০৮.৮২	১,০৩৫.১২	১,০০৯.৩২	৪,৬৯৮.৮৯	৪,৫১৪.২৫
২	২০০৯-১০	৩,৯১৯.৬২	৩,৮৩৬.৬২	৫০৮.৫০	৫০৮.৪৮	১,৩৯৩.১৬	১,২৭২.১৯	৫,৮২১.২৮	৫,৬১৭.২৯
৩	২০১০-১১	৩,৮৮৩.০৫	৩,৮৫৩.৪৯	৬০৫.৭৯	৬০৫.২২	১,১৯০.৫৫	১,১৬১.৪৪	৫,৬৭৯.৩৯	৫,৬২০.১৬
৪	২০১১-১২	৪,৩৫০.৮২	৪,২১২.৯০	৬৩৮.৬৯	৬৩৭.১৯	১,১৪৯.৭৭	১,১০১.৮০	৬১৩৯.২৭	৫,৯৫১.৮৯
৫	২০১২-১৩	৫,৭৩৮.১৮	৫,৬৬৯.৯২	৭৭৪.০৫	৭৭৩.৪৬	১.৮৬৫.২৪	১,৮২১.৫৩	৮,৩৭৭.৪৮	৮,২৬৪.৯১
৬	২০১৩-১৪ অক্টোবর - ১৩	৫,২৫৮.৬৫	২,০৭২.৭৩	৮১৫.৮৩	৬২.৬৮	২,২২১.৫৩	৯৩৬.৯২	৮,২৯৬.০০	৩,০৭২.৩৩
সর্বমোট (২০০৮ - ১৪)		২৬,৩০৪.৮৬	২২,৬৪১.৭৭	৩,৮৫২.২৫	৩,০৯৫.৮৫	৮,৮৫৫.৩৬	৭,৩০৩.২১	৩৯,০১২.২৯	৩৩,০৪০.৮২

সারনি-৩ ২০০১-২০০৬ সময়কালে উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়

ক্র: নং	অর্থ বৎসর	প্রকল্প, স্থানীয় সরকার বিভাগ		রক্ষণাবেক্ষণ		অন্যান্য মন্ত্রণালয়		মোট (কোটি টাকায়)	
		বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়
১	২০০১ - ০২	১,৬৭৪.০২	১,৫৩২.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	৪৬৭.৯৫	৩৩১.২২	২,২৬৬.৯৭	১,৯৮৮.২২
২	২০০২ - ০৩	১,৭২৩.৮৬	১,৬২২.১১	১৬৫.০০	১৬৫.০০	৪১১.৬৯	৩৮৪.১১	২,৩০০.৫৫	২,১৭১.২৩
৩	২০০৩ - ০৪	২,২৬৩.৭৩	২,১৭৫.৫৪	২০০.০০	১৯৯.৮৮	৩৩৬.৪১	৩০০.২৩	২,৮০০.১৪	২,৬৭৫.৬৫
৪	২০০৪ - ০৫	২,৫৪২.৩১	২,৪৪৩.৬১	৩৮০.০০	৩৭৯.৮৯	২৬৩.৭০	২৪০.০৮	৩,১৮৬.০১	৩,০৬৩.৫৯
৫	২০০৫ - ০৬	৩,০৬৮.৯৯	৩,০২৫.৯০	৪০০.০০	৩৯৯.৯২	৯৮৫.০৫	৭৩৬.০৬	৪,৪৫৪.০৪	৪,১৬১.৮৮
সর্বমোট ঃ		১১,২৭২.৯১	১০,৭৯৯.১৬	১,২৭০.০০	১,২৬৯.৬৯	২,৪৬৪.৮০	১,৯৯১.৭১	১৫,০০৭.৭১	১৪,০৬০.৫৬

সারনি-৪ বর্তমান সরকারের আমলে নির্মিত অবকাঠামোর সংক্ষিপ্ত তথ্য

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	একক	নির্মিত অবকাঠামো						মোট
			২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪ (অক্টোবর পর্যন্ত)	
১	সড়ক নির্মাণ	কিঃমি ঃ	৩,৭৭২	৪,০২৩	৪,৬১৪	৪,৯০৫	৬,৬০৯	৩,৬৯১	২৭,৬৪৪
২	ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	৩৩,৮০০	২৯,০৬৩	৩৮,৫০২	২৬,৪১৫	২৭,০৫৭	১৪,০৫৩	১৬৯,১৯০
৩	গ্রোথ সেন্টার/হাট - বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	২০৫	৩৬২	২০৪	২৬৫	১২০	৫৪	১,২১০
৪	ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	২৩২	২৮৫	২৫৫	১৭	৬৭	২০	৮৭৬
৫	উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ	সংখ্যা	১	২	৭	১	৩	১৭	৩১
৬	সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ	সংখ্যা	-	৩৮২	৪৯	-	-	৭০	৫০১
৭	সাইক্লোন শেল্টার পুনর্বাসন	সংখ্যা	-	-	-	২১০	৩০	-	২৪০
৮	বৃক্ষরোপণ	কিঃমিঃ	১,৭২৮	১,৪৬৫	৪৯৬	৭০৪	৪৬৪	৭৫	৪,৯০২
৯	ঘাট/জেটি নির্মাণ	সংখ্যা	৪৩	১৫	১০	-	২৬	-	৯৪
১০	পাকা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ/বন্যা পুনর্বাসন	কিঃমিঃ	১৪,৬৪৮	৯,১৯১	৯,০৪২	৬,৯১৫	৭,৫৩৭	৪,৭৪৩	৫২,০৭৬
১১	ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ/বন্যা পুনর্বাসন	মিঃ	৩৮,৫১৬	২০,৯০৭	২৪,৬২৯	১১,৪০০	৩,৬০০	৯৫	৯৯,১৪৭

২০০৯-২০১৩ সালে নির্মিত
২৭,৬৪৪ কিঃমিঃ সড়ক
দেশের দ্রুত দারিদ্র হ্রাসে সহায়তা করেছে

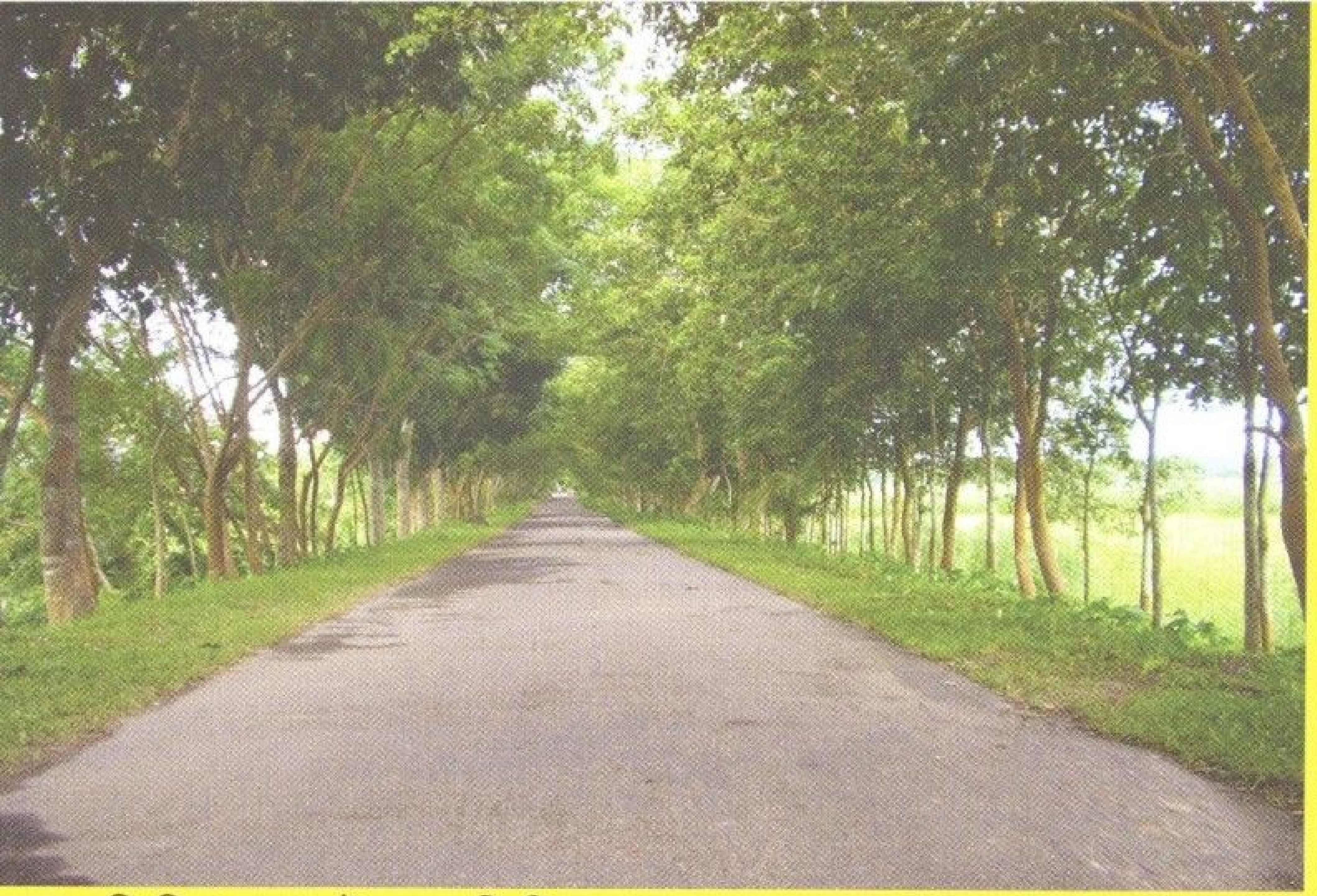

দিঘলিয়া-নাগেরহাট সড়ক, দিঘলিয়া, খুলনা

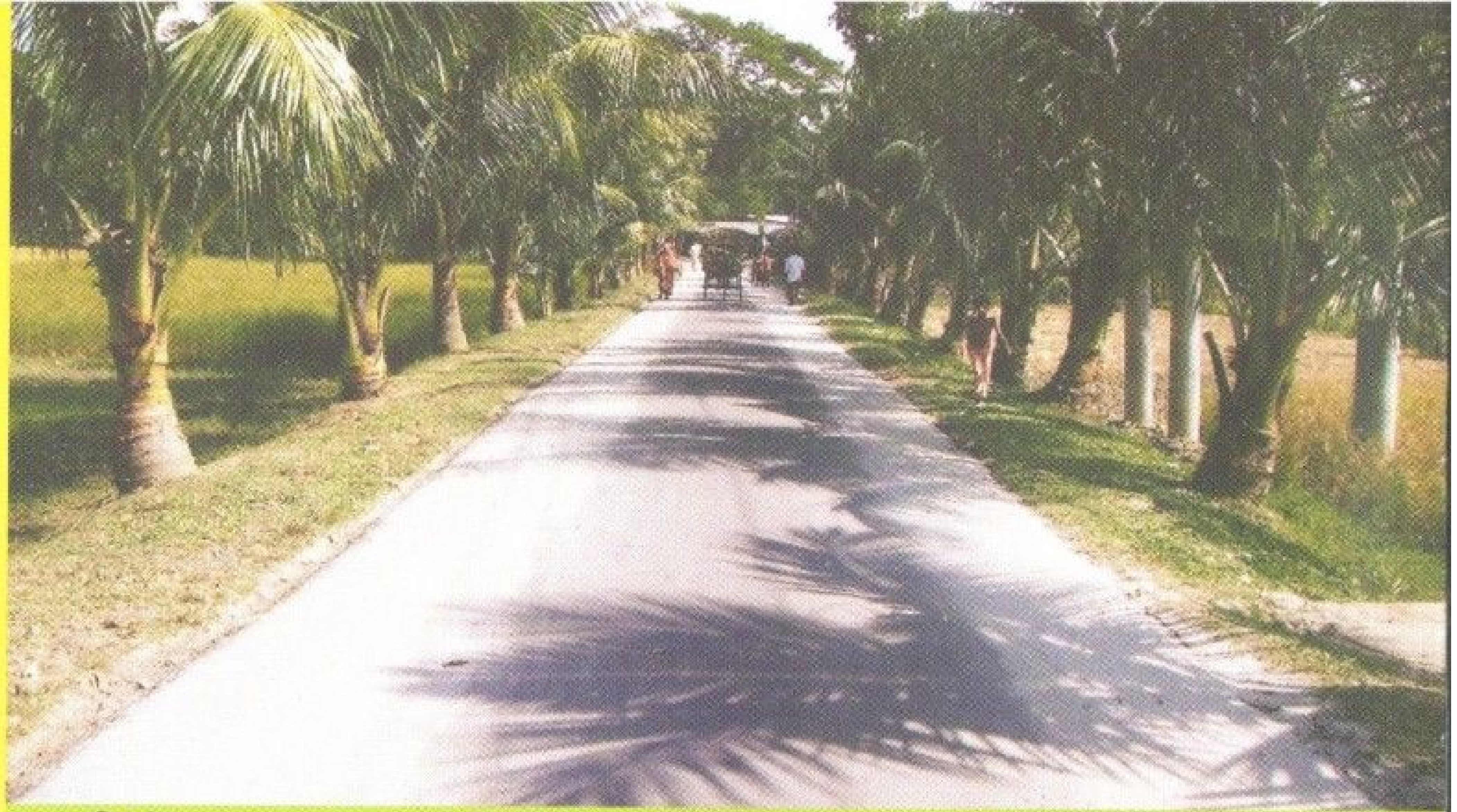

দিরাই-শ্যামারচর সড়ক, দিরাই, সুনামগঞ্জ

লতিফপুর-কাপাসতিয়া সড়ক, কিশোরগঞ্জ সদর

সড়ক উন্নয়ন

পল্লী অবকাঠামোর মধ্যে পল্লী সড়ক উন্নয়ন এলাকার জনগণের ও জনপ্রতিনিধিদের চাহিদার মধ্যে সর্বোচ্চ। পল্লী অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের ব্যাপারে পল্লী সড়কের গুরুত্ব অপরিসীম। এরূপ গুরুত্বের প্রেক্ষিতে পল্লী সড়ক উন্নয়ন তথা উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং প্রধান প্রধান গ্রাম সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এরূপ গুরুত্ব বর্তমান সরকার যথার্থই উপলব্ধি করে পল্লী সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য হারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করায় পল্লী সড়ক উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রচেষ্টা বেগবান হয়েছে এবং বর্তমান সরকারের আমলে তুলনামূলকভাবে অধিক পরিমাণ বিভিন্ন শ্রেণীর পল্লী সড়ক উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩ সময়ে বর্তমান সরকার পল্লী সড়ক উন্নয়ন বাবদ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ১০,১৭৫.৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে, যার দ্বারা ৬,৭৫৭ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ৯,৬৯৯ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক ও ১১,১৮৮ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক উন্নয়ন করেছে। ফলে, গ্রামীণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্তমান সরকারের আমলে অধিক সহজতর, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, হাট-বাজারসমূহের পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহণ সুবিধা বৃদ্ধিসহ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটেছে। সর্বোপরি এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে এবং গ্রামীণ এলাকায় নাগরিক সুবিধাদি পৌঁছে দেয়া সহজতর হয়েছে।

সারনি- ৫ বর্তমান সরকার ও পূর্ববর্তী সরকারের আমলে সড়ক উন্নয়নে বরাদ্দের একটি তুলনামূলক চিত্র

২০০৯ থেকে ২০১৩	২০০১ থেকে ২০০৬
আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১,০১৭৫.৭০	৪,৭৪৮.২৫

১,৬৯,১৯০ মিটার

সেতু/কালভার্ট নির্মাণ খুলে দিয়েছে

সম্ভাবনার নতুন দ্বার

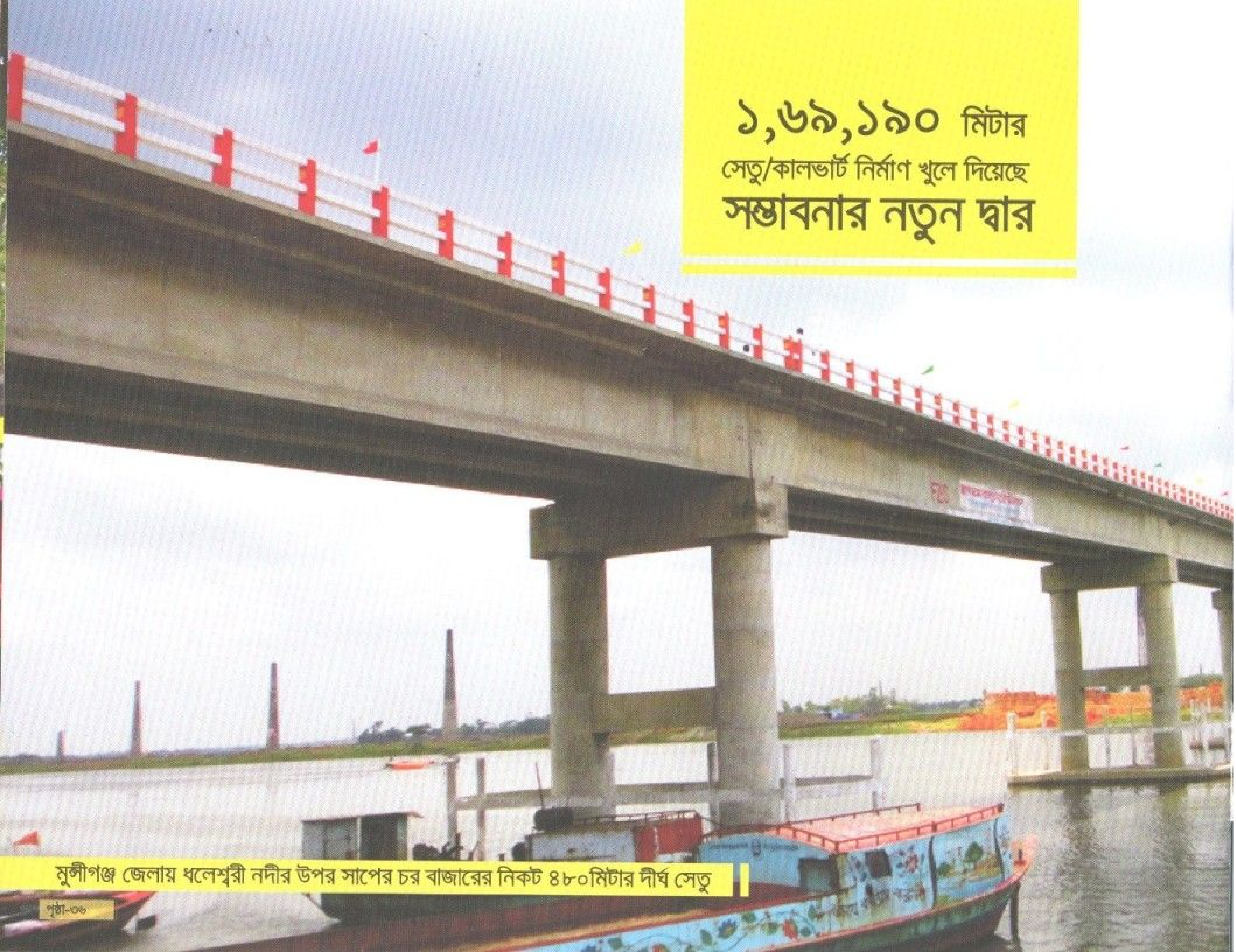

মুন্সীগঞ্জ জেলায় ধলেশ্বরী নদীর উপর সাপের চর বাজারের নিকট ৪৮০মিটার দীর্ঘ সেতু

দীর্ঘ সেতু- রূপকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ

নদীমাতৃক বাংলাদেশে, সড়ক যোগাযোগ স্থাপনে সেতু নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেতু হলো অধিকতর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে সংযোগের প্রথম ধাপ। সড়ক যেখানে শেষ, সেতু সেখানে খুলে দেয় নতুন সম্ভাবনার দ্বার। এ কারণেই, এলজিইডি'র পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে সেতু নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ।

'নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে জলপথসমূহের উপর দীর্ঘ সেতু নির্মাণ একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ' এটা বর্তমান সরকারের গভীর উপলব্ধি। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এলজিইডি'র সেতু নির্মাণে যথাযথ পরিকল্পনা এবং সল্পব্যয়ি সেতুর পরিবর্তে সড়ক শ্রেণী/চাহিদা বিবেচনা করে ভারী যানবাহন চলাচল উপযোগী সেতু নির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন।

দেশের সীমিত সম্পদে পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা সহায়িকা (Tools) অপরিহার্য। এলজিইডি, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহে দেশব্যাপী সড়কের শ্রেণীবিন্যাস করে একটি তথ্যসমৃদ্ধ ডাটাবেস তৈরী করেছে, যা এলজিইডি'র সড়ক পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। সর্বাধুনিক তথ্যসমৃদ্ধ জেলা ও উপজেলা ডিজিটাল ম্যাপ, এলজিইডি'র সড়ক পরিকল্পনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়িকা - যা সড়ক পরিকল্পনায়, রোড ডাটাবেসের পরিপূরক। এই ডাটাবেস, ম্যাপ ইত্যাদির সমন্বয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনায় অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে গড়ে উঠছে পরিকল্পিত জনপথ। এলজিইডি'র অবকাঠামো পরিকল্পনায় তৃণমূল জনগণের অংশগ্রহণ আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষত: সেতু/কালভার্ট পরিকল্পনায়, জনগণের অংশগ্রহণই পরিবেশ সংরক্ষণসহ নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অতীতে তৃণমূল জনগণের অংশ-গ্রহণ ব্যতীত গৃহীত পরিকল্পনায় যত্র তত্র সেতু/কালভার্ট নির্মাণের ফলে, দেশের অসংখ্য নদ-নদী নাব্যতা হারিয়েছে এবং জলাধার/বিল এর উৎসমূখ বন্ধ হয়ে গেছে। সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করে প্রকৃতি ও পরিবেশের যেন বিপর্যয় না হয়, এলজিইডি এ বিষয়ে এখন আরও সচেতন।

দেশের সীমিত সম্পদে গ্রামীণ অবকাঠামোর পরিকল্পিত এবং সার্বিক উন্নয়নে, এলজিইডি'র বিশ বছর মেয়াদী গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বর্তমান ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং রূপকল্প-২০২১ এর সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনায় সরকারের স্বীকৃত শ্রেণী বিন্যাস (উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, গ্রাম সড়ক) অনুযায়ী সড়ক ও সেতু নির্মাণের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের সকল উপজেলা সড়কে সেতু নির্মাণ এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল ইউনিয়ন সড়কে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

নিরবচ্ছিন্ন গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হলো দীর্ঘ সেতু। ২০০৯ সাল পর্যন্ত এলজিইডি'র নির্মিত সেতুর তালিকায় দীর্ঘ সেতু ছিল অত্যন্ত কম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় এলজিইডি দীর্ঘ সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে বর্তমান সরকারের সময়কালে এলজিইডি বিগত ৫ বছরে ৩২০টি দীর্ঘ সেতুর নির্মাণ কাজ হাতে নিয়ে ইতোমধ্যে ১৮৫টি ১০০মিঃ এর বেশী দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করেছে, যার মধ্যে ২৪টি ৩০০মিঃ এবং ৮টি ৫০০ মিঃ এর অধিক দীর্ঘ এবং অবশিষ্ট

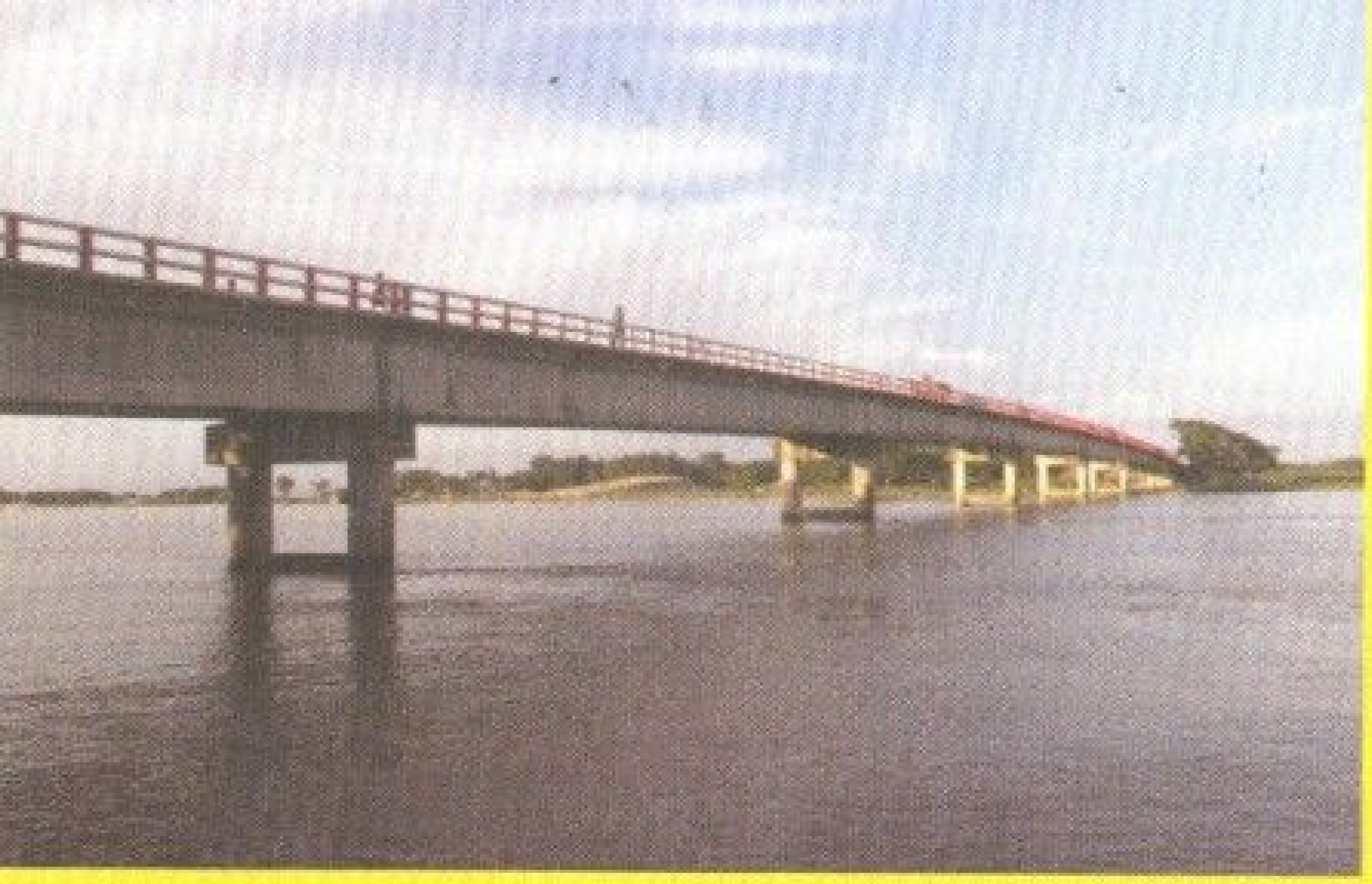

নেত্রকোনা জেলায় কংস নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ

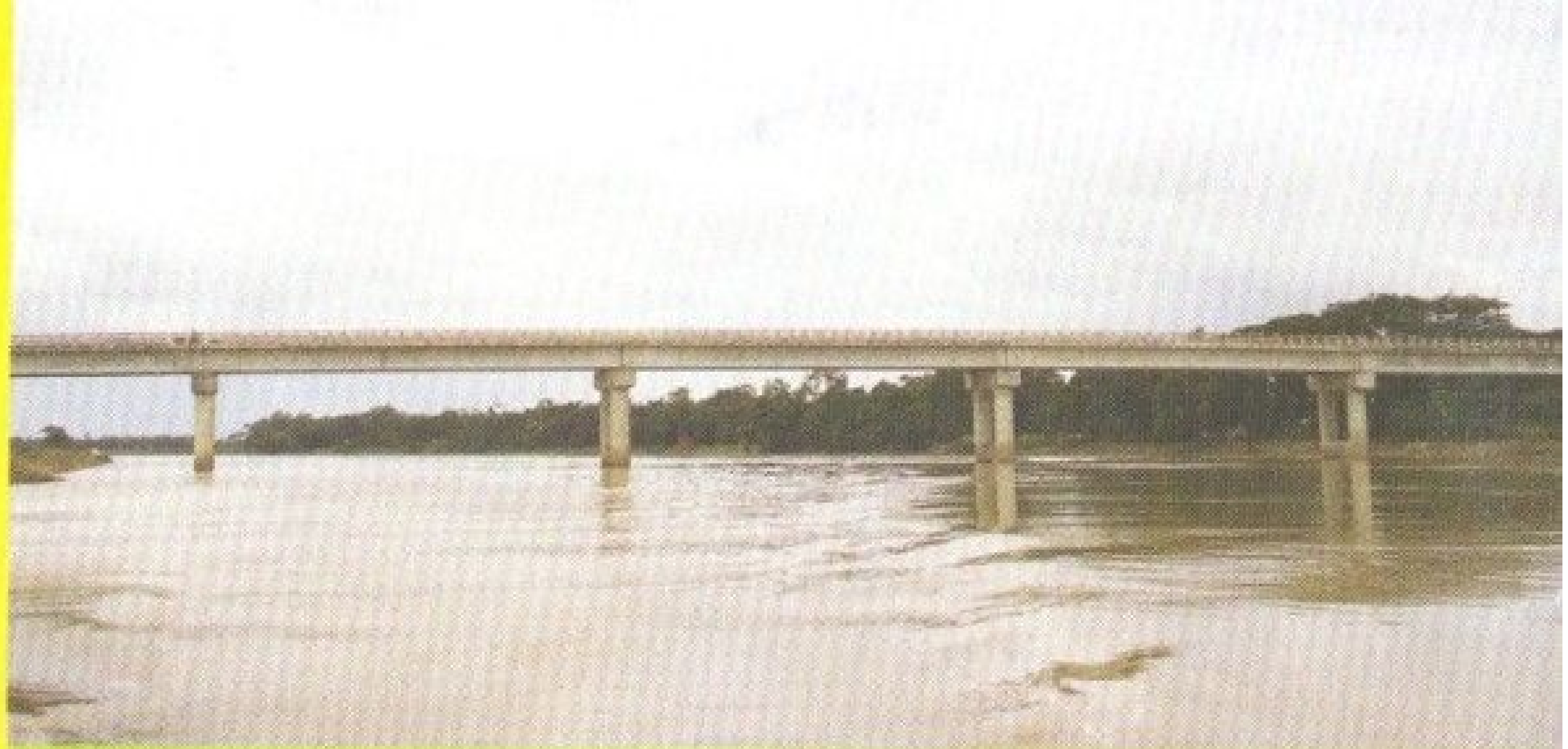

সিলেট জেলার সুরমা নদীর উপর ২৯৪ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ

১৩৫টির অনেকগুলো সমাপ্ত প্রায়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে রংপুর জেলার তিস্তা নদীর উপর ৮৫০ মিটার, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ৮১০ মিটার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্চারামপুর উপজেলার তিতাস নদীর উপর ৭৭১ মিটার, নরসিংদী জেলার মেঘনা নদীর উপর ৬৩০ মিটার, গোপালগঞ্জ জেলার মধুমতি নদীর উপর ৫৮৯ মিটার, নারায়ণগঞ্জ জেলার শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ৫৭৬ মিটার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদীর উপর ৫৪৭মিটার এবং মুন্সীগঞ্জ জেলার ধলেশ্বরী -১ নদীর উপর সাপের চর বাজারের নিকট ৪৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু। এগুলোর অধিকাংশই চলতি অর্থবছরে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হবে।

পূর্ববর্তী সরকারের সময়ে দেশব্যাপী অসংখ্য সেতু নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হলেও কার্যস্থান নির্ধারণে ব্যর্থতা, নির্মাণ কাজে দুর্বল ব্যবস্থাপনা, ঠিকাদারের গাফিলতি, ব্রীজ এ্যাপ্রোচ রোড নির্মিত না হওয়া ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতার কারণে বিশাল অংকের অর্থ বিনিয়োগের পরও সেগুলো যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী অবস্থায় দীর্ঘদিন পরিত্যাক্ত ছিল। বিষয়টির উপর বর্তমান সরকারের

বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলায় নয়াভাঙ্গুনী নদীর উপর ৪২০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ

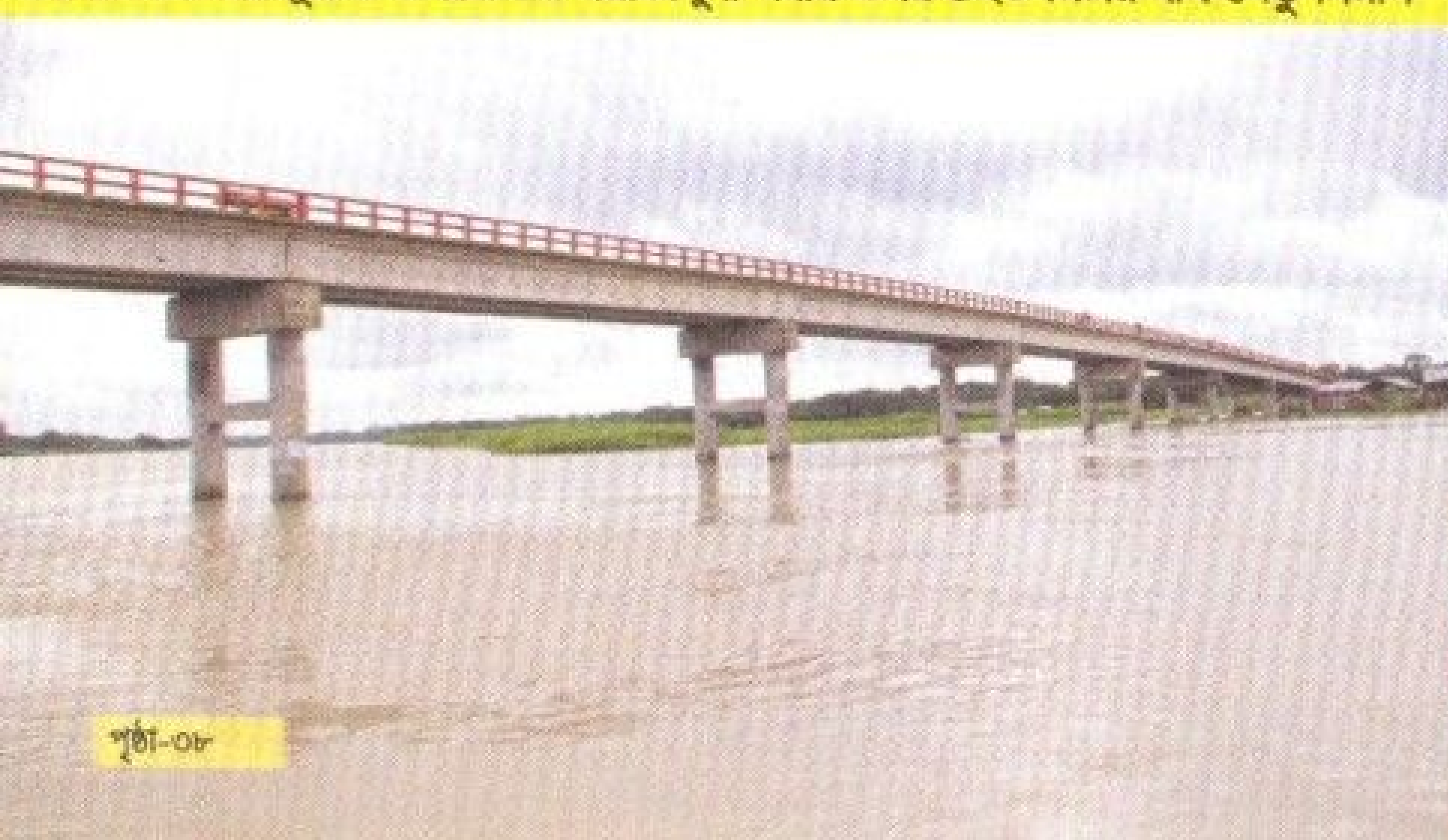

লালমনিরহাট জেলায় ধরলা নদীর উপর ২১৬ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ

দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টির আশু সমাধানে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকল্পে ২০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত 'সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ রোড উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প এলজিইডি ২০০৯-১০ অর্থবছরে গ্রহণ করে ইতোমধ্যে এর যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে সেতুসমূহকে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতোপূর্বের সম্পূর্ণ ব্যবহার অনুপযোগী ১,০০৩টি সেতু বর্তমানে ব্যবহারযোগ্য হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বিপণনসহ তাদের বিভিন্ন সামাজিক সেবা প্রাপ্তি সুগম করেছে তথা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সেতুগুলো খুবই সহায়ক হয়েছে।

নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলায় আত্রাই নদীর উপর নির্মিত ৪০০ মিটার দীর্ঘ সেতু

সড়কের শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী এলজিইডি'র সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা এবং অর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি নিচে প্রদর্শিত সারনিতে প্রদান করা হয়েছে।

সারনি- ৬ ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়কালীন এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত সেতু সম্পর্কিত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	সড়কের শ্রেণী বিভাগ	প্রয়োজনীয় ব্রিজের মোট দৈর্ঘ্য	অদ্যাবধি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (অক্টোবর/২০১৩ পর্যন্ত)	বর্তমান সরকারের সময়কালে ব্রীজ/ কালভার্ট নির্মাণ (অক্টোবর /২০১৩ পর্যন্ত)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	উপজেলা সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ	৪,৯১,২৩১	৩,৯৯,৭৯৪ (৮১%)	৮৩,৯৭২	২০১৫ সালের মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।
২।	ইউনিয়ন সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	৪,৫১,৩৮৯	৩,৩৩,৯২৩ (৭৪%)	৫৭,৫৭৫	২০২১ সালের মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।
৩।	গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	৮৫,১৫৮	৫,৩২ ৭৩৬ (৫৪%)	২৭,৬৪৩	
	মোট	১৯,২৭,৭৭৮ মিটার	১২,৬৬,৪৫৩ মিটার	১,৬৯,১৯০ মিটার	

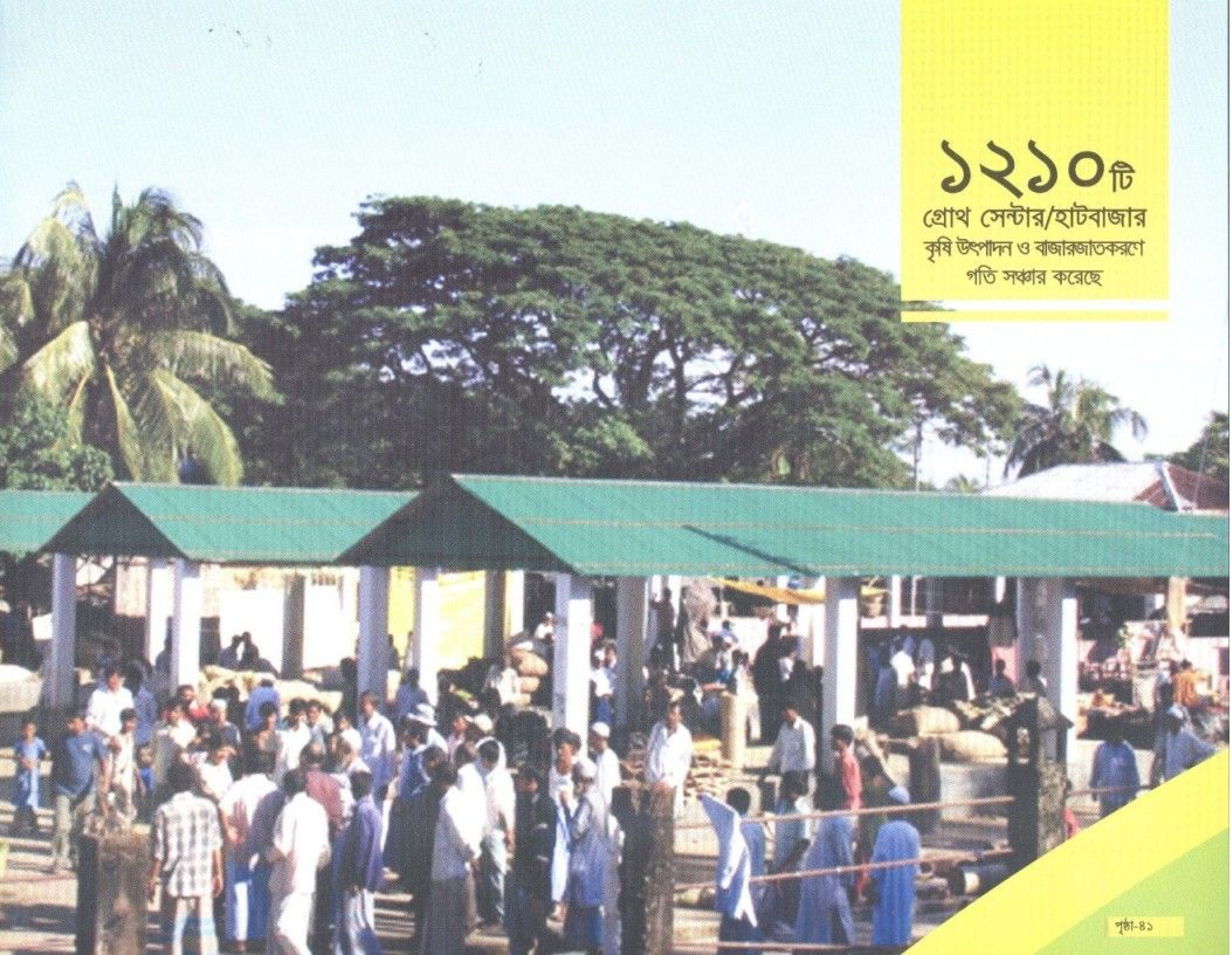

১২১০টি

গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার

কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে গতি সঞ্চার করেছে

পৃষ্ঠা-৪১

গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন

গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার হ'লো গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করার পাশাপাশি বেকার যুবক ও নারীদের ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায় উৎসাহিত করার মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ গ্রোথ-সেন্টারের উন্নয়ন অপরিহার্য বিবেচনা করে এর উন্নয়ন এলজিইডি'র প্রধান প্রধান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরূপ গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নের মূখ্য বিষয়াদি হচ্ছে গ্রোথ সেন্টারে বিভিন্ন ছাউনি নির্মাণ, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার্থে গ্রোথ সেন্টারের নির্দিষ্ট খোলা জায়গার উন্নয়ন, মহিলা ব্যবসায়ীদের জন্য স্বতন্ত্র বিপণী কেন্দ্র নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টারের অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও পয়ঃনিষ্কাশনের উন্নয়ন ইত্যাদি। বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩০৪.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২১০ টি গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার এলজিইডি উন্নয়ন করেছে যেখানে ২০০১-২০০৬ সময়ে তৎকালীন সরকারের আমলে এক্ষেত্রে প্রাপ্ত মাত্র ১৫৪.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৫১ টি গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমান সরকারের আমলে এক্ষেত্রে অধিক অর্থের ব্যবস্থা থাকায় অধিক হারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা প্রদান, এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ এ সকল কর্মকাণ্ডে দরিদ্র ও বেকার লোকদের সম্পৃক্তকরণের সুযোগ বৃদ্ধি তথা পল্লী এলাকার অর্থনীতি ও বাণিজ্যের অধিক প্রসার দারিদ্র্য বিমোচনে অধিকতর সহায়ক হচ্ছে।

ধরাবাসাইল হাট, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

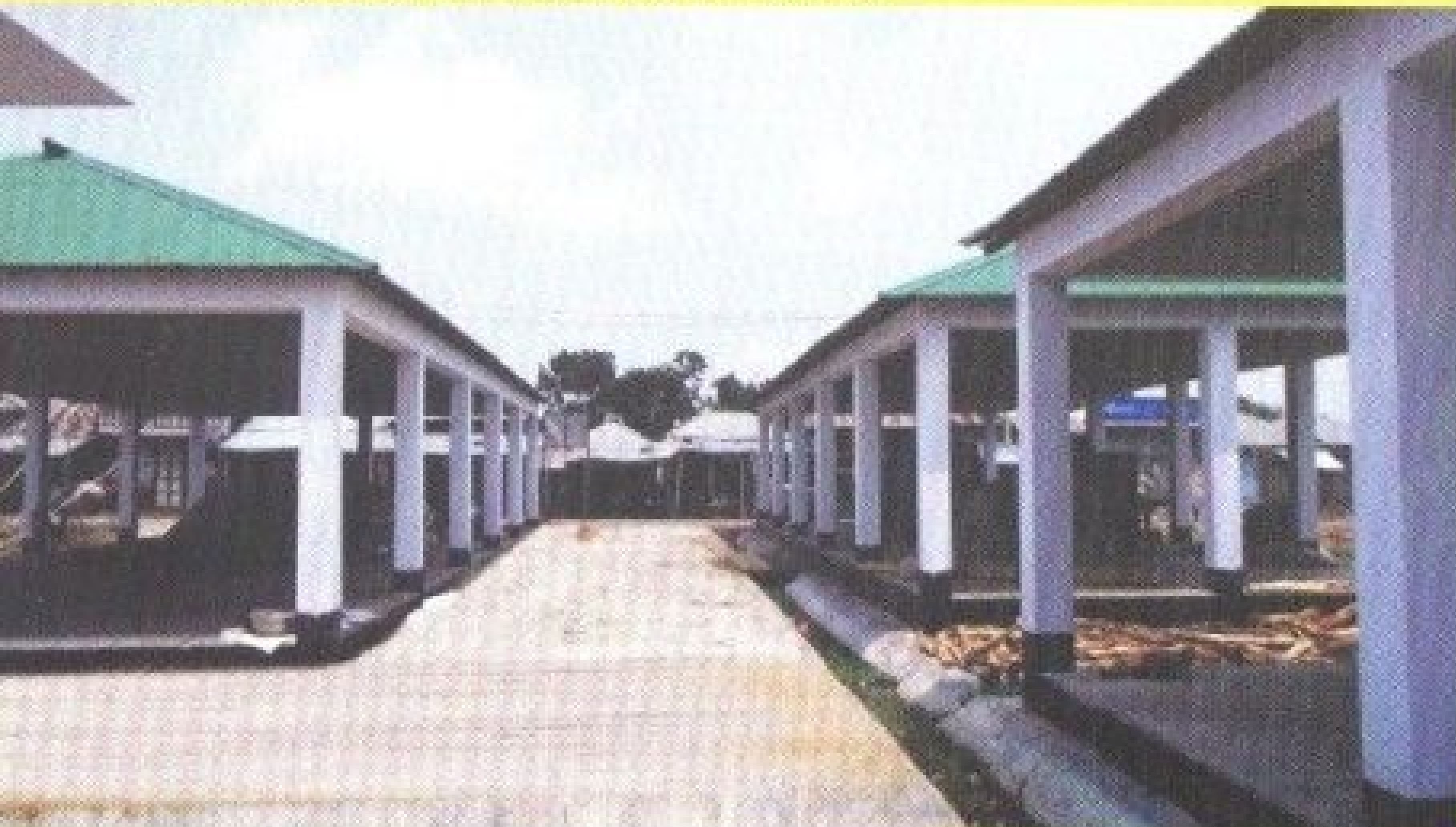

নাজিরপুর হাট, মুলাদী, বরিশাল

সারনি- ৭ বর্তমান সরকার ও পূর্ববর্তী সরকারের আমলে গ্রোথ সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়নের একটি তুলনামূলক চিত্র

২০০৯ থেকে ২০১৩		২০০১ থেকে ২০০৬	
উন্নয়নকৃত গ্রোথ সেন্টার/হাট-বাজার (সংখ্যা)	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)	উন্নয়নকৃত গ্রোথ সেন্টার/হাট-বাজার (সংখ্যা)	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১,২১০	৩০৪.৯৩	৭৫১	১৫৪.২৩

৮৭৬টি

নতুন ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স
জনগণের কাছে সরকারের
সেবা পৌঁছানো সহজতর করেছে

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স এবং উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ

পল্লী উন্নয়ন একটি সামগ্রিক বিষয়। এতে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর ও বিকাশ জরুরী। বর্তমান সরকার উপরোক্ত বিষয়সমূহে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আরও বিকাশ সম্ভবপর হচ্ছে। দেশে ৪,৫৫৩ টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। এর মধ্যে, এ যাবত ২,৫৩৩ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে, বিগত পাঁচ বছর সময়কালে ৮৭৬ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৩২১টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের কাজ চলমান রয়েছে।

মুড়িয়া ইউপি কমপ্লেক্স, বিয়ানীবাজার, সিলেট

ঈশ্বরগঞ্জ ইউপি কমপ্লেক্স, ময়মনসিংহ

দেশের জরাজীর্ণ উপজেলা কমপ্লেক্সসমূহ সম্প্রসারণে ইতোমধ্যে ২০০ উপজেলায় ৭৭৪.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারিত ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনপূর্বক বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৭টির নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলো অচিরেই সমাপ্ত হবে। উল্লেখ্য, এইরূপ সম্প্রসারণের কারণে পূর্বে নির্মিত ভবনগুলো গড় পড়তায় বিদ্যমান ১৯,০০০ বর্গফুট থেকে ৪০,০০০ বর্গফুটে আয়তনে উন্নিত হবে। এছাড়া নদী ভাঙ্গন ও নবসৃষ্ট উপজেলায় নতুনভাবে ১০টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণে ৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত একটি প্রকল্প ২০০৫-০৬ অর্থবছরে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে এই সংখ্যা ১৯ এ উন্নীত করা হয় যার সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১৮৯ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে ১৪টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টির নির্মাণ কাজও অচিরেই সমাপ্ত হবে।

সম্প্রসারিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নীলফামারী সদর

সোনাইমুড়ী উপজেলা কমপ্লেক্স, নোয়াখালী

সাশ্রয়ী যোগাযোগের জন্য

নৌপথের উন্নয়নে

১৪টি নৌ-ঘাট/ জেটি নির্মাণ করা হয়েছে

৫০১টি সাইক্লোন শেল্টার

উপকূলীয় মানুষের দূর্যোগকালীন নতুন আশ্রয়স্থল

ডুমুরিয়া-থুকরা-রংপুর সড়কে বৃক্ষরোপণ, ডুমুরিয়া, খুলনা

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি একটি অন্যতম প্রধান অংগ। সড়কের উভয় পাশে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে একটি সমন্বিত কর্মকাণ্ড হিসেবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এলজিইডি বাস্তবায়ন করে।

সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে এলজিইডি ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল সময়ে ৫২.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪,৯৩২ কিলোমিটার সড়কে ৫৪,২৫,০০০টি গাছের চারা রোপণ করেছে। বর্তমান সরকারের আমলে এলজিইডি কর্তৃক এরূপ ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে পরিবেশ উন্নয়ন ও পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়নের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

টেংগনমারী-মির্জাগঞ্জ সড়কে বৃক্ষরোপণ, জলঢাকা, নীলফামারী

পল্লী সড়কের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণই পল্লী অর্থনীতি ও পল্লী জীবনকে চাঙ্গা রাখে।

পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ

বাংলাদেশের সড়ক নেটওয়ার্ক অনেক বিস্তৃত। জাতীয় সড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক, জেলা সড়ক, উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রাম সড়ক সমন্বয়ে এই সড়ক নেটওয়ার্কের অধিকাংশ জুড়ে আছে এক বিশাল পল্লী সড়ক নেটওয়ার্ক যা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সংযোগ স্থাপন করেছে। এই পল্লী সড়ক নেটওয়ার্কের সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা, বিশেষ করে উন্নীত পল্লী সড়কসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের উপর একদিকে যেমন গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ তথা দেশের অধিকাংশ জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন অনেকটাই নির্ভরশীল অপরদিকে , ভৌত অবকাঠামোসমূহের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি এবং ব্যবহারের উপযোগীতা নিশ্চিতকরণে রক্ষণাবেক্ষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের গুরুত্বের ভিত্তিতে এবং বাস্তব প্রয়োজনীয়তার নিরীখে সৃষ্ট বাংলাদেশে পল্লী সড়ক ও সেতুর বিশাল এক নেটওয়াকে বর্তমানে ৩০,৬৮৬ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ২৪,১৬০ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক ও ৩৫,৯৫১ কিলোমিটার গ্রাম সড়কসহ মোট প্রায় ৯০,৭৯৭ কিলোমিটার বিভিন্ন শ্রেণীর পাকা সড়ক এবং ১২,৬৬,৪৫৪ মিটার সেতু/কালভার্ট রয়েছে। এই বিশাল সড়ক নেটওয়ার্ক যোগাযোগের অন্যতম উপায় বিধায় তা বিশাল এক জাতীয় সম্পদ। এই বিশাল জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর রূপকল্পের লক্ষ্য ও সার্বিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অনেকটা নির্ভর করে এই বিবেচনায় বর্তমান সরকার ক্রমবর্ধমান হারে বরাদ্দ প্রদান করে পল্লী অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বেগবান করেছে।

এ খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম আরো কার্যকর করা হয়েছে।

নিচে প্রদর্শিত অনুচিত্রে সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ থেকে বিগত দশ বছরে এলজিইডি'কে প্রদত্ত রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দের তথ্য পাওয়া যাবে।

অনুচিত্র রাজস্ব বাজেটের অধীন বিগত ১০ বছরে এলজিইডি'কে প্রদত্ত বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

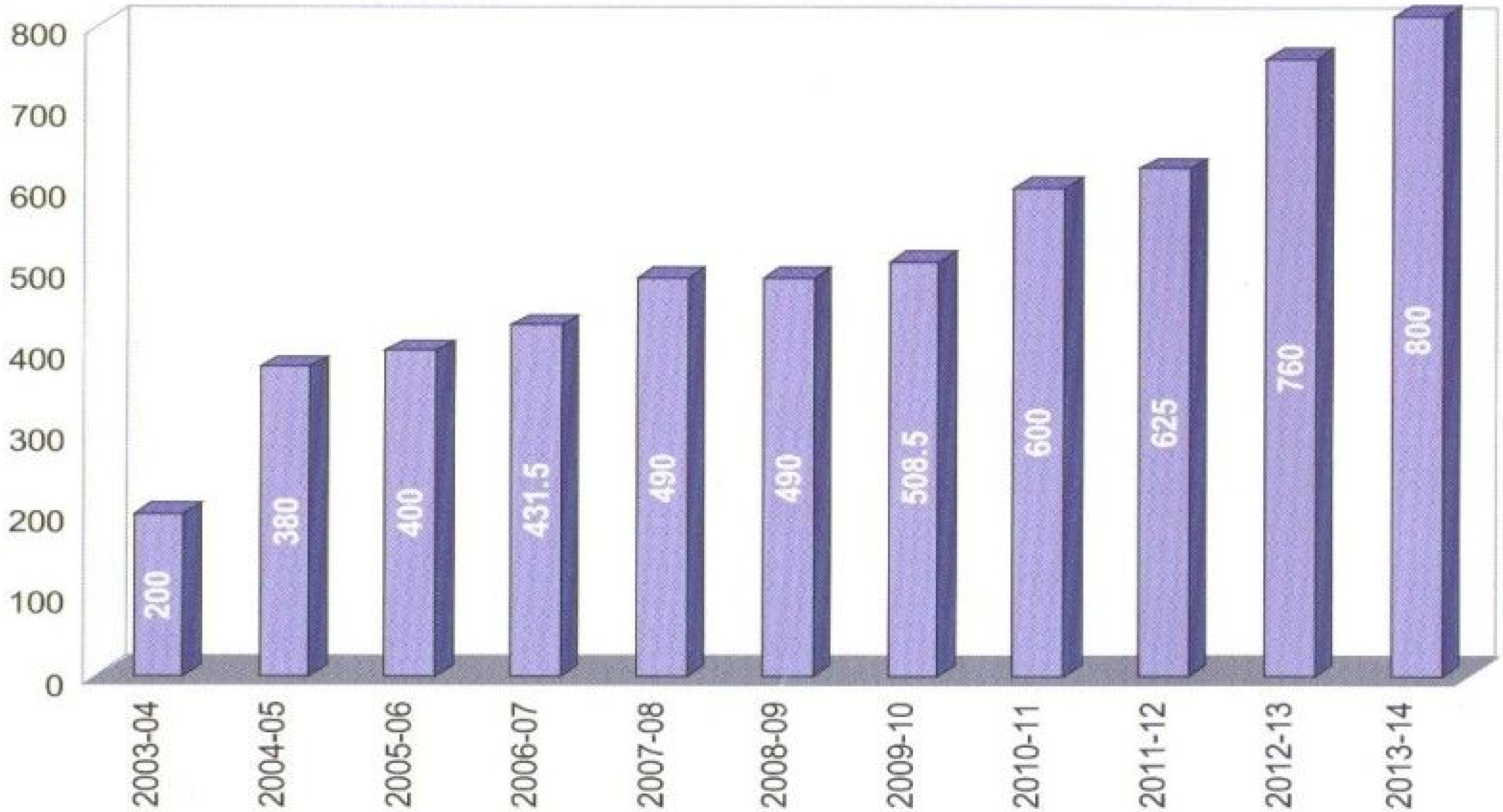

রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন 'Best Practice' সফলভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে এলজিইডি বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলশ্রুতিতে, এলজিইডি'র আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভবপর হয়েছে।

পল্লী সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা অনুমোদন -সুশাসনের পদক্ষেপ

বর্তমান সরকার রাজস্ব বাজেটে রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ যথেষ্ট বৃদ্ধি করলেও, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপূরক আর্থিক সম্পদের সংস্থান সম্ভবপর না হবার কারণে ইতোমধ্যে পাকা করা পল্লী সড়কের সঠিক জ্যামিতিক পরিমাপ ও কারিগরি মান সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানসহ অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এলজিইডি যে বিশেষ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে সে গুলোর সুরাহার লক্ষ্যে একটি যৌক্তিক ও নির্ভরযোগ্য নীতিমালা প্রণয়ন ও অবলম্বন সময়ের চাহিদা ছিল। এ ব্যাপারে আগে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা না হলেও বর্তমান সরকার বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এ প্রেক্ষিতে বিগত ২৮ জানুয়ারী ২০১৩ তারিখে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক "পল্লী সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, জানুয়ারী ২০১৩" অনুমোদিত হয়েছে। পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা ২০১৩ অনুমোদন, বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

উক্ত নীতিমালা অনুমোদিত হওয়ায় অন্যান্য উৎস হতে অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা ছাড়াও এলজিইডি'র বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ সুনির্দিষ্ট অর্থ দিয়ে প্রকল্প এলাকার উন্নয়নকৃত সড়কসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হবে। এছাড়াও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নির্ণয়, বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা, সড়ক নিরাপত্তা, পরিবেশ, মান নিয়ন্ত্রণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশনা উক্ত নীতিমালায় রয়েছে। ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব খাত হতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধির সুযোগ এ নীতিমালায় রাখা হয়েছে। এছাড়াও বিগত সময়ে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ও অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ভারী যানবাহন চলাচলের ফলে অধিকতর ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা সংশ্লিষ্ট সড়কসমূহের পুঞ্জিভূত রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও জ্যামিতিকমান উন্নয়ন কার্যক্রম বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের সুযোগ এ নীতিমালায় রাখা হয়েছে। তাছাড়াও গ্রাম সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ) আর্থিক সক্ষমতা ও স্থানীয় জনগণের চাহিদা বিবেচনায় উন্নয়ন বাজেট হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করার নির্দেশনা এ নীতিমালায় আছে। অন্যদিকে, বেসরকারী খাত যথা স্থানীয় যানবাহন মালিক/পরিচালনাকারী ও ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অর্থায়ন করার সুযোগও রাখা হয়েছে। সর্বোপরি, সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব (পিপিপি) পদ্ধতিতে সড়ক ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার সুযোগ এ নীতিমালায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

এ নীতিমালা অনুমোদিত হওয়ায় নির্মিত সড়কগুলোর একটি সু-উন্নত পল্লী সড়ক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সহজতর হবে। ফলশ্রুতিতে নিরাপদ, আরামদায়ক ও দ্রুত পরিবহন নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবহন সময় তুলনামূলক কমিয়ে আনা সম্ভব হবে, যানবাহন পরিচালনা ব্যয় হ্রাস পাবে এবং দুর্ঘটনার হার কমে আসবে। সম্পূর্ণ বিষয়টি রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের পূর্ণ পরিপূরক।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি, কিশোরগঞ্জ জেলায় হোসেনপুর উপজেলা কমপ্লেক্সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি, নোয়াখালী জেলায় সুবর্ণচর উপজেলা পরিষদ ভবন এর শুভ উদ্বোধন করেন

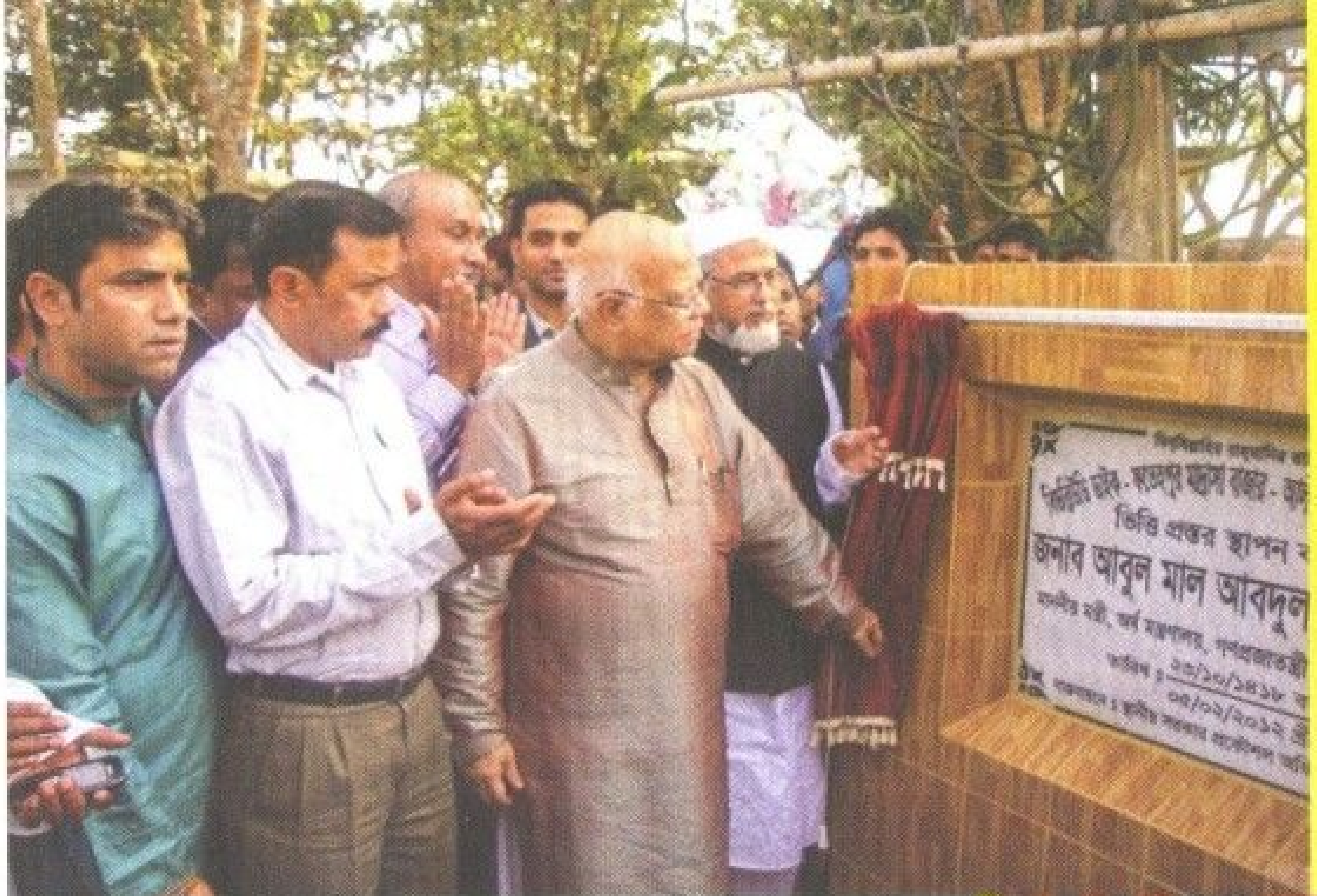

অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি, সিলেট জেলায় সদর উপজেলাধীন সিলেট সদর- ফতেহপুর-আলীনগর সড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার (বীর উত্তম), এমপি, পাবনা জেলায় সুজানগর উপজেলাধীন মাদারতলা- ফকিরের মোড় সড়কে ৬০ মিটার দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেন, এমপি, মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন কালীগঙ্গা নদীর উপর ২৯৭ মিটার দীর্ঘ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি, সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলায় দেওয়ানবাগ খালের উপর ৪২ মিটার দীর্ঘ কমলগঞ্জ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

জাতীয় সংসদের প্রাক্তন হুইপ এবং বর্তমান রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মুজিবুল হক মুজিব, এমপি, কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর ৭০ মিটার দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন

মাননীয় মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত , এমপি, বানিয়াচং-আজমিরিগঞ্জ সড়কের শুভ উদ্বোধন করেন

হয়দেবপুর-পারুলিয়া বাজার সড়কে খিরু নদীর উপর ১০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি আলহাজ্ব এডভোকেট মোঃ রহমত আলী, এমপি

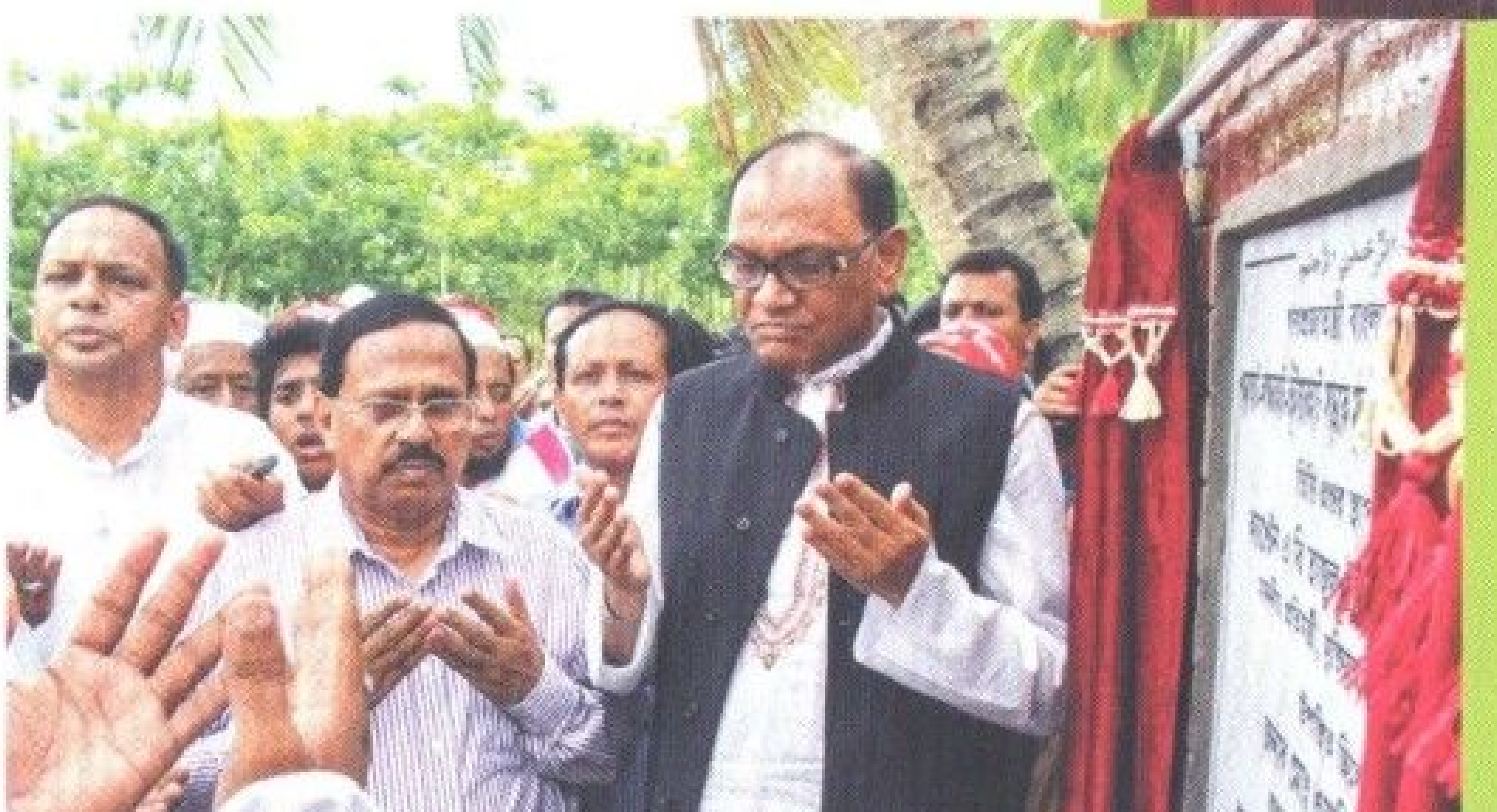

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম, এমপি, ফেনী জেলার ছাগ-লনাইয়া উপজেলায় মুহুরী নদীর উপর ৮৪ মিটার দীর্ঘ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

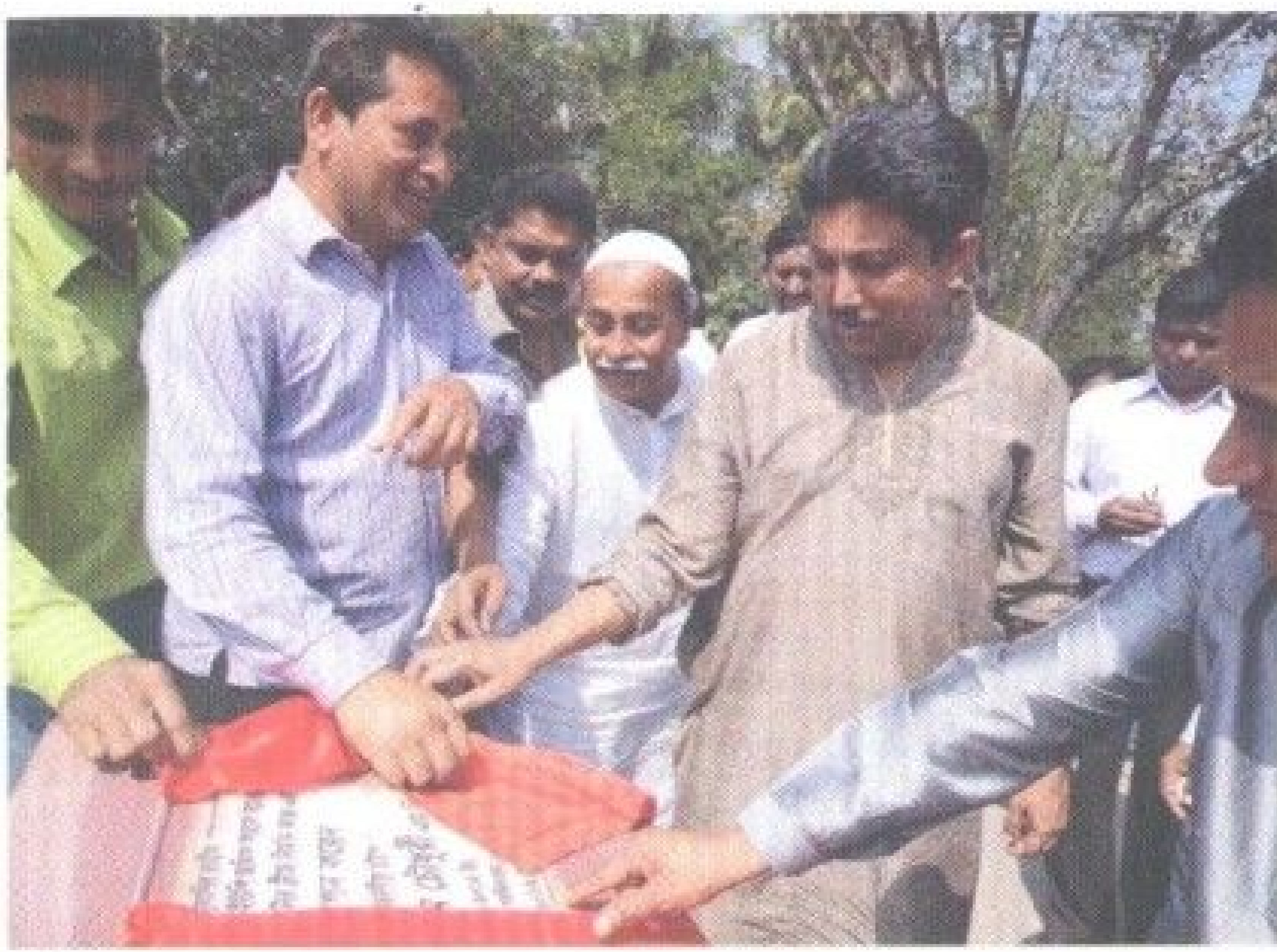

মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় বাঁশকান্দি ইউপি অফিস-চৌধুরীর হাট রাস্তায় ৯২ মিটার দীর্ঘ গাড়ীরহাট সেতু নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী, এমপি

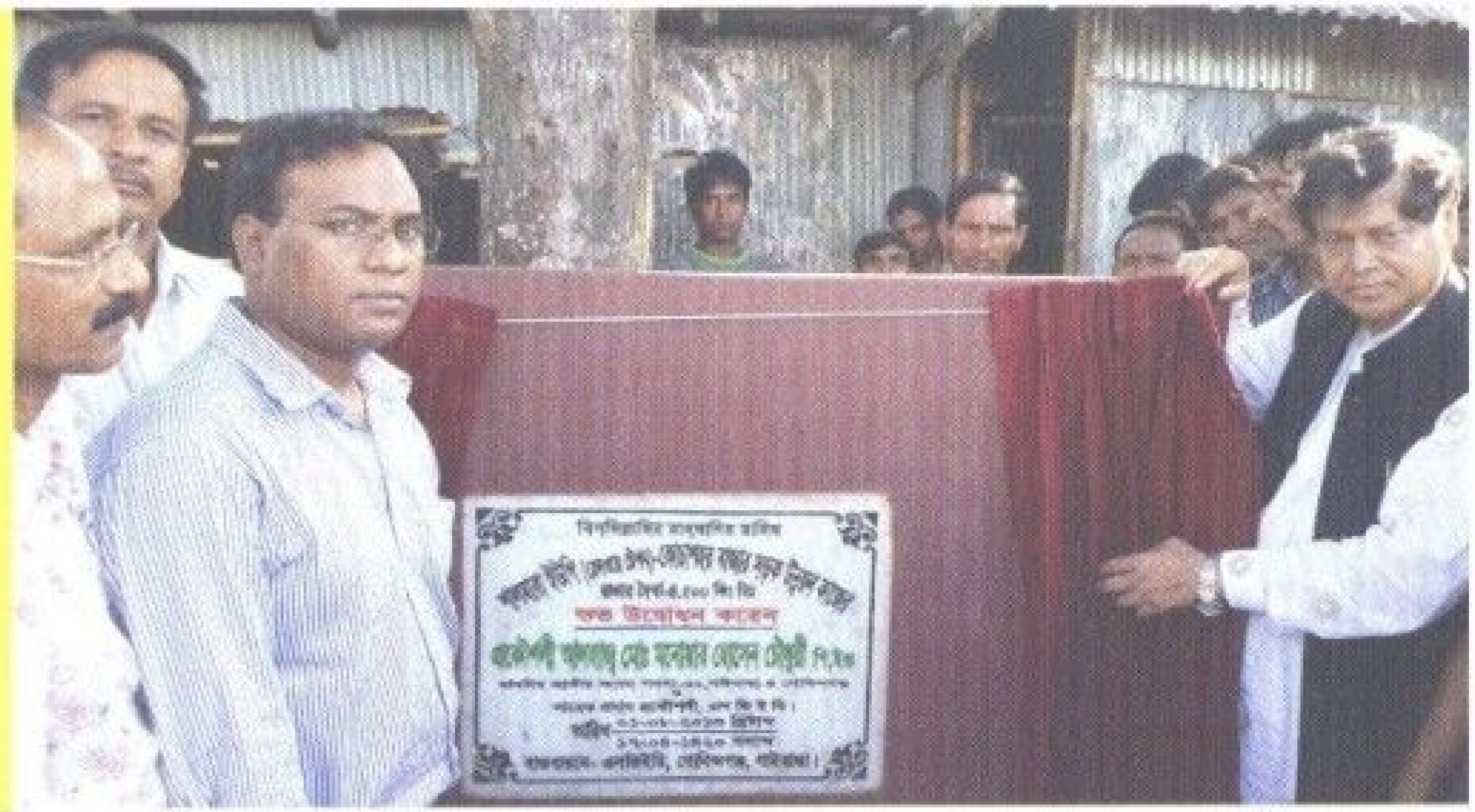

জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য প্রকৌশলী আলহাজ্ব মোঃ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী পি,ইঞ্জ, শালমারা ইউপি (রেলওয়ে ষ্টেশন)-কোচাশহর বাজার সড়ক উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ একরামুল করিম চৌধুরী, এমপি সুবর্ণচর উপজেলার ৭০ মিটার দীর্ঘ ইমাম আলী সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন

ক্ষুদ্রাকার
পানি সম্পদ উন্নয়ন

হালদা নদীর উপর
রাবার ড্যাম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফটিকছড়ির হালদা নদীতে নির্মিত রাবার ড্যামের শুভ উদ্বোধন করেন

পানি সম্পদ উন্নয়ন কৌশল-এলজিইডি'র ভূমিকা

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং একই সাথে সার্বিক দারিদ্র্য হ্রাসকরণ তরান্বিত করাকে সামনে রেখে, এলজিইডি ১৯৯৫ সালে থেকে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। এলজিইডি, বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ), নেদারল্যান্ড সরকার ও জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) আর্থিক সহায়তায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে আসছে। এলজিইডি'র এই প্রচেষ্টাকে ১৯৯৯ সালে "জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯" অনুমোদনের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে প্রণীত এ পানি নীতিতে এলজিইডিকে ১০০০ হেক্টরের নীচে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন করার Mandate প্রদান করা হয়। সে সময় থেকে, জাতীয় পানি নীতি অনুসরণে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর একটি অন্যতম কার্যক্রম। পরবর্তীতে, পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (IWRM) ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। পানি সম্পদ উন্নয়নে নীতি সংক্রান্ত, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় মূলত: ০৪(চার) ধরণের কর্মকাণ্ড যেমন (১) বন্যা ব্যবস্থাপনা, (২) নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, (৩) পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং (৪) সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও চাষ এলাকা বৃদ্ধির জন্য উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। চার ধরণের উপ-প্রকল্প এর আওতায় এলজিইডি এ যাবত মোট ৬৬৮ টি পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যার আওতাধীন জমির পরিমান প্রায় ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে বিগত পাঁচ বছরে ৬৯,৩৮০ হেক্টর (১১৭ টি উপ-প্রকল্পে) জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি সংরক্ষণ, সেচ সুবিধা ও সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। । এই সময়ে এলজিইডি ২৬৩ টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ, ১৬৫ কিলোমিটার বাঁধ উন্নয়ন ও পুনঃনির্মাণ এবং ৯৪৮ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন করে। বর্তমানে চলমান ১২৩ টি উপ-প্রকল্প এর আওতায় ৬৭,৭৫০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনা হচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে ফসলের জমিতে সেচের পানির নিশ্চয়তা দেয়া ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্ষা পরবর্তী মৌসুমে অতিরিক্ত পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডি নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে রাবার ড্যাম নির্মাণ করে আসছে। এলজিইডি বিগত পাঁচ বছরে ৮ টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করেছে। আরও ১৪টি রাবারড্যাম বর্তমানে নির্মাণাধীন আছে।

রূপকল্প, প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় পানি সম্পদ উন্নয়ন

সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ, ২০১৩ সালের মধ্যে দেশকে পুনরায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করণ, ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, নদী খনন, পানি সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বনাঞ্চল রক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্বাচনী ইশতেহার এবং রূপকল্পের অন্তর্ভুক্ত। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও সুলভকরণ সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। নির্বাচনী ইশতেহারে নদী খনন, পানি সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ, বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র রক্ষার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। বিভিন্ন ব্যবহারে পানির যথোপযুক্ত বন্টনের নিমিত্তে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ, ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধি, উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন, পরিকল্পিত নদী খনন ও নদী শাসন, সেচের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, নদী ভাঙ্গন রোধ ও ভূমি পুনরুদ্ধার বৃদ্ধিকরণের বিষয়ে প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় উল্লেখ রয়েছে।

রাবার ড্যাম শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির নিশ্চয়তা দেয়। বর্তমান সরকারের সময়কালে, ২২ টি রাবার ড্যাম নির্মান করা হচ্ছে। এর মধ্যে ৮টি ইতোমধ্যে চালু হয়েছে।

শানিয়াজান নদীতে ১০০ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যাম, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট

পানির অপচয় কমানোর জন্য নতুন প্রযুক্তির ফেরো সিমেন্ট ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

দেশ জুড়ে এ রকম অসংখ্য ক্ষুদ্র পানি সম্পদ অবকাঠামো খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পথ সুগম করেছে।
বর্তমান সরকারের আমলে আরো ২৬৩টি রেগুলেটর/স্লুইস গেট নির্মাণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের প্রভাব

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

এলজিইডি নির্মিত ৬৬৮ টি পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প বর্তমানে চালু আছে যার আওতাধীন জমির পরিমান প্রায় ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার হেক্টর। এই জমিগুলির অধিকাংশই ইতোপূর্বে জলাবদ্ধ, বন্যাকবলিত অথবা সেচের সুযোগের অভাবে অনুৎপাদনশীল অথবা কম উৎপাদনশীল ছিল। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, এই জমিতে বর্তমানে গড়ে ২-৩ গুণ বেশী ফসল উৎপাদন করা সম্ভবপর হচ্ছে , যা দেশে উৎপাদিত মোট খাদ্যশস্যের ৮ ভাগের ও বেশী। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি অতিরিক্ত মৎস্য উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে যার পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় ৪ হাজার টন। বর্তমান সরকারের আমলে, এ ধরণের আরো ১২৩টি উপ প্রকল্প চালু করা হয়েছে । সরকারের কৃষি বান্ধব অন্যান্য নীতিমালাসহ উপ-প্রকল্পভুক্ত এই বাড়তি জমির উৎপাদন দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পথ সহজ করে দিয়েছে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পগুলি কৃষির পাশাপাশি মাছ চাষেরও বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

দারিদ্র্য বিমোচন

দেশের ৬৬৮টি পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পে প্রায় সাত লক্ষ সদস্য রয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় এবং প্রকল্পের মুল্যায়নে দেখা গেছে, উপ-প্রকল্পের সদস্য এবং তাদের পরিবারে উল্লেখযোগ্যভাবে দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে। উপ-প্রকল্পের সাথে সংশিষ্ট হয়ে, তারা তাদের অনুৎপাদনশীল/কম উৎপাদনশীল জমিতে ফসল পাচ্ছেন। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তারা কৃষি মৎস্য বিভাগের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহ, আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে, প্রশিক্ষণ লাভ করছেন। একই সাথে, সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন ঋণ সুবিধা নিয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্নপ্রকাশ করছেন। ফলে, এদের একটি বড় অংশ স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যমুক্তির পথে সাফল্য পেয়েছেন। অন্যরাও ক্রমশ: আত্নর্নির্ভরশীলতার পথে অগ্রসর হচ্ছেন।

অনুৎপাদনশীল/কম উৎপাদনশীল জমিতে ফসল এনে দিয়েছে কৃষকের মুখে হাসি

পরিবেশ সংরক্ষণ

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পসমূহ, ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন না করে ভূ-উপরিস্থত পানি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সংরক্ষণে বড় ভূমিকা পালন করছে। এসব পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যরা কৃষি অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব কৃষিকাজ করছে। যেমন, কীটনাশকের পরিবর্তে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) এর মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন, মাত্রাতিরিক্ত সার ব্যবহার না করা ইত্যাদি। ফলে, এ সকল উপ-প্রকল্পে পরিবেশ বান্ধব কৃষিকাজের প্রভাবে এলাকার অন্যান্য কৃষিকাজে পড়ছে এবং দেশে সার্বিক পরিবেশ বান্ধব কৃষির প্রসার বাড়ছে।

কীটনাশকমুক্ত পরিবেশ সম্মত চাষাবাদ এখন সময়ের দাবী। এলজিইডি'র পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিগুলো এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কাঁচনা বিল উপ-প্রকল্প, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহ

বর্তমানে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে এলজিইডি'র আওতায় বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ২টি এবং বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১টি প্রকল্প চালু আছে। প্রকল্প ৩টি হলো ঃ (১) বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২) অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প এবং (৩) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। বর্তমান সরকারের আমলে এই প্রকল্পসমূহের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ সালের মধ্যে এই ৩টি চলমান প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ সমাপ্ত হলে আরও প্রায় ২,৫০,০০০ হেক্টর জমি সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতায় আসবে।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা

বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতায় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমি অনাবাদী,অনুর্বর কিংবা কম উৎপাদনশীল থাকলেও বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ইতিহাস সমৃদ্ধ নয়। পানি ব্যবস্থাপনায় প্রকৌশল কেন্দ্রিকতা, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্ভরতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের সম্পৃক্ততা না থাকায় বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য সুফল থেকে দেশ বঞ্চিত ছিল। উপরন্তু, বৃহদাকৃতির পানি সম্পদ প্রকল্পে জনগণের অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়াও খুব একটা সহজসাধ্য না হওয়ায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প সমূহের সার্বিক অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছিল। দক্ষিণ এশিয়া এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণের পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকার প্রকল্প গ্রহণের উপযোগিতা বাড়ছিল। ১৯৯৫ সালে দেশী-বিদেশী উপদেষ্টাদের সহযোগিতায় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের পানি সম্পদ বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে, ১৯৯৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহে জাতীয় পানি নীতি অনুমোদিত হয় যাতে ১০০০ হেক্টরের নীচের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ম্যান্ডেট এলজিইডিকে প্রদান করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অনেক সাফল্য এসেছে, যা আজ দেশে এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে স্বীকৃত।

এলজিইডি'র আওতাধীন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পসমূহের বৈশিষ্ট হলো : ১) পরিকল্পনা-ডিজাইন-বাস্তবায়ন পর্যায়ে জনগণ/উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ ২) নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর উপকারভোগীদের নিকট উপ-প্রকল্প হস্তান্তর এবং ৩) সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত উপকারভোগীদের নির্বাচিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা । এ কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত

ক্ষমতাবান মানুষদের কাছে সমবায় সমিতিগুলো আর জিম্মি নেই

অর্থ হলো, জনগণ/উপকারভোগীদের মালিকানা, ক্ষমতা প্রদান করে তাদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা।

বাংলাদেশে সমবায়ের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। একই সাথে, ক্ষমতাবান মানুষদের কাছে সমবায় সমিতিসমূহ জিম্মি থাকার উদাহরণও কম নয়। কাজেই, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহ নিয়ে অনেক গবেষণা করা হয়েছে যেন এরা সত্যিকারের জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে ভূমিকা রেখে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখতে পারে। এলজিইডি'র আওতাধীন পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহ সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সমবায় অধিদপ্তরে প্রাণের সঞ্চার করেছে। শুরু থেকে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে একটি আত্মনির্ভরশীল স্থানীয় বহুমূখী সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করা হয়। সদস্যদের সঞ্চয় ও শেয়ার ক্রয় বাবদ অর্থ থেকে সমিতি নিজস্ব তহবিল গঠন করে থাকে। এই পুঁজি ব্যবহার করে সমিতি বিভিন্ন উপার্জনশীল ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম করে থাকে। এ সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে সমিতির দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা অন্যতম। এইভাবেই এই সব সমিতি দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এনে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ সহ এই সেক্টরে সার্বিক সুশাসনের পথ সুগম করেছে।

পানিসম্পদ অবকাঠামোসমূহ পরিচালন-রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি সমিতিসমূহের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হলো, কৃষি-মৎস্য-পশুপালন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেন সংগঠনের সদস্যরা আধুনিক পরিবেশ সম্মত কৃষি কার্যক্রম আয়ত্ব করে উৎপাদন বাড়াতে পারে। একই সাথে, নেতৃত্ব বিকাশ-সাংগঠনিক কার্যক্রম-ঋণদান ইত্যাদি বিষয়ে ও তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যেন সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও জোরদার হয়।

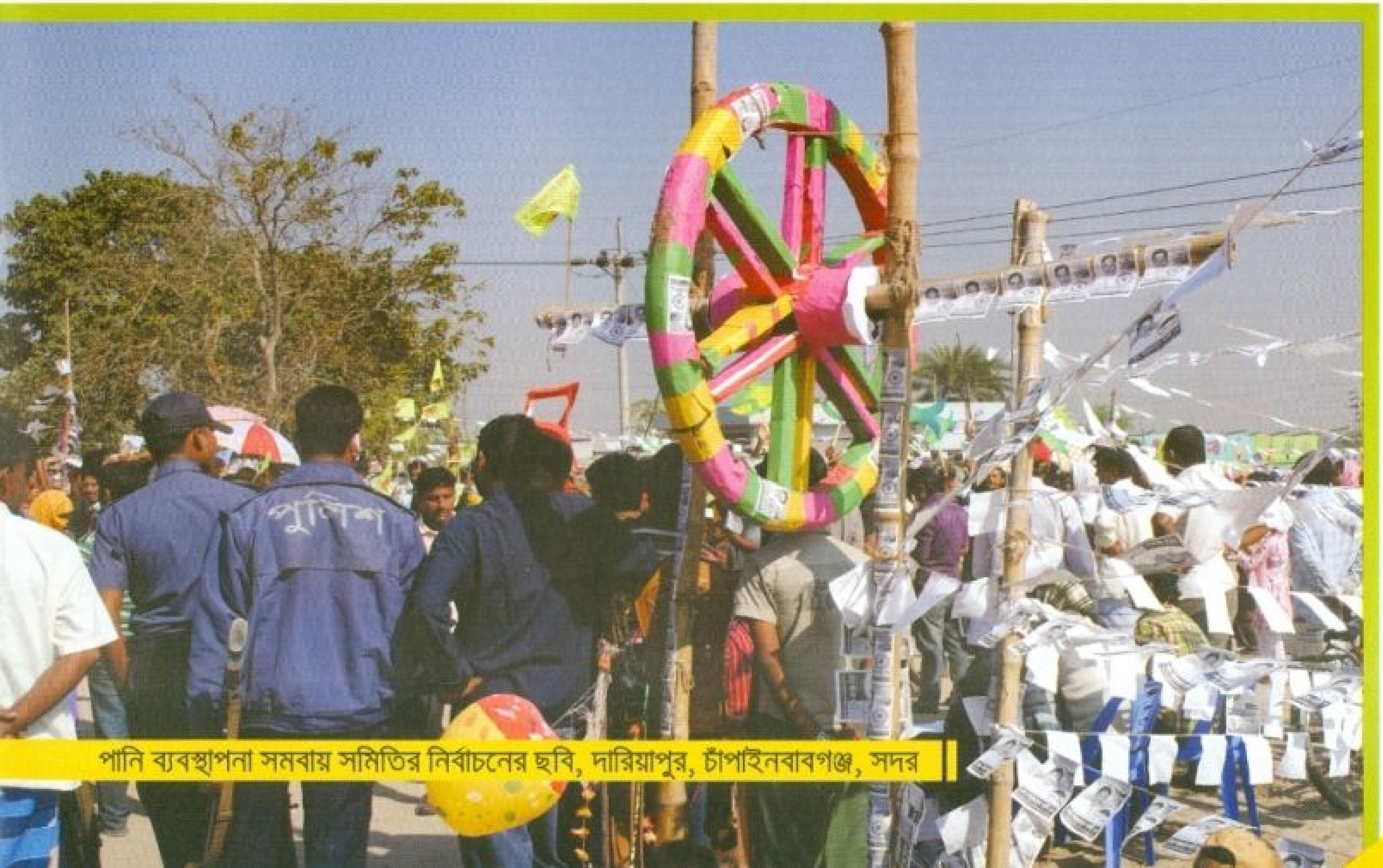

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নির্বাচনের ছবি, দারিয়াপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সদর

নগর পরিচালন ও উন্নয়ন

নগর উন্নয়ন ও নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা

বর্তমানে দেশের নগর জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৪.৮ কোটি। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে নগর এলাকায় বসবাসকারীর সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ২০৩০ সালে প্রায় ৯ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করা যায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে বর্তমানে নগর জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, যার এক-তৃতীয়াংশই হতদরিদ্র। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নকল্পে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন নগর সম্পর্কিত অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি বছর বাস্তবায়ন করে আসছে।

দেশের সার্বিক প্রবৃদ্ধি কৃষি খাতের উপর থেকে ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি ক্রমশঃ শিল্প-সেবা নির্ভর অর্থনীতিতে রূপ নিতে যাচ্ছে। যার ফলে দেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হবার ব্যাপারে নগরসমূহের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। এই ক্রমবিকাশমান অর্থনীতিতে প্রয়োজন সুষ্ঠু নগর পরিকল্পনা যা শিল্প উৎপাদনের পরিবেশ সৃষ্টি, প্রাকৃতিক পরিবেশরক্ষাসহ নগরবাসীর বিনোদনের চাহিদা মেটায়।

নগর উন্নয়ন একটি বহুমুখী চ্যালেঞ্জ। নগর জনগোষ্ঠীর আবাসন-স্বাস্থ্য-যোগাযোগ ব্যবস্থা-স্যানিটেশন নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদেরও কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য হ্রাস এসব বিষয়ও নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ। শিল্প দ্রুত অর্থনৈতিক উত্তরণ ঘটায় যা জনগণের জীবনমান বাড়ায়। অন্যদিকে, শিল্প-ই পরিবেশ ধ্বংস করে জীবন মান কমায়। তাই, বাংলাদেশের জন্য বর্তমান কৃষি-শিল্প উত্তরণের ক্রান্তিকালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্রান্তিকালে টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, শিল্প উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন-যেন শিল্প দীর্ঘ মেয়াদে ও অর্থনৈতিক উত্তরণসহ জনগণের জীবন-যাত্রার মান বাড়াতে পারে। কাজেই, দেশের নগরসমূহের সীমিত ভূমিতে, নগরবাসীর আবাসন-টেকসই শিল্প উৎপাদন-বিনোদন ইত্যাদির জন্য পরিসর সৃষ্টি করা প্রয়োজন যেন একটি সুষ্ঠু ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি টেকসই অর্থনীতিতে প্রবেশ এবং তা ধরে রাখতে পারে। এই বিবেচনা থেকে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় নগরীর সুশাসন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, গৃহায়ণ, পরিবহন ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ - এক কথায় দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়সমূহ নগর উন্নয়নের কর্মকৌশল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অন্যান্য প্রকৌশল সংস্থাগুলোর মত নিজেদের শুধু অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আবদ্ধ না রেখে, নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমন্বিত কর্মকৌশল তথা রূপকল্পের সাথে এলজিইডি নিজেদের সম্পৃক্ত করে নগর অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি বিষয়ে সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে।

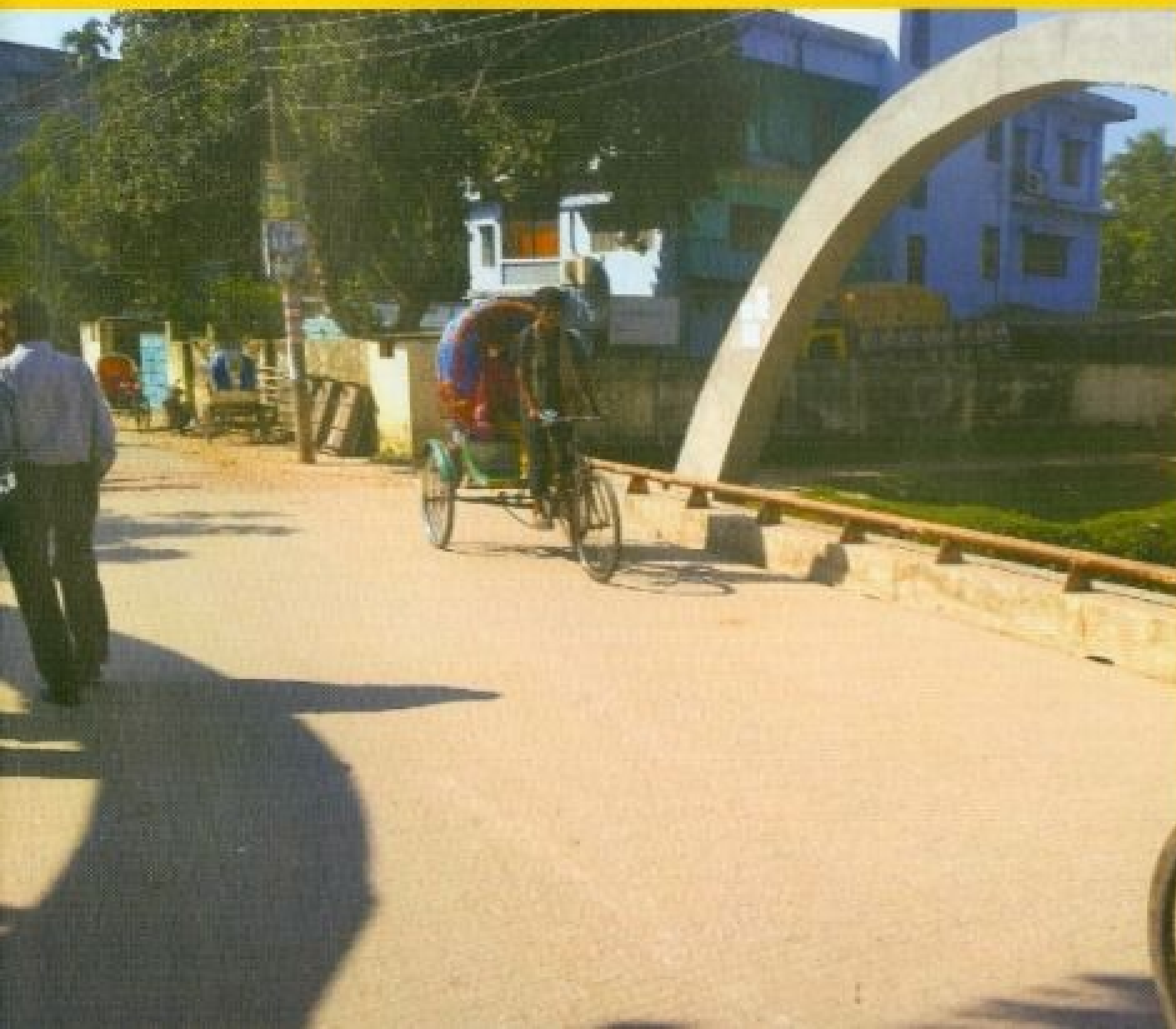

Inauguration of
SOLAR STREET LIGHT
Pilot Scheme
Under

নগরীর মাস্টারপ্ল্যান ঃ বিশ্বমানের নগর গড়ার পদক্ষেপ

প্রতিটি নগরীতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নকল্পে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন নগর সম্পর্কিত অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি বছর বাস্তবায়ন করে আসছে। তবে বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী সময়ে এরূপ উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন গতি না পাওয়ায় এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনামাফিক সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত না হওয়ায় নগরসমূহের জনগোষ্ঠী পূর্ণ সুফলপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। সকল নগরসমূহের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে সুব্যবস্থার মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে নগরসমূহ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যকীয় বলে বর্তমান সরকার বিবেচনা করে এবং তদানুসারে সিদ্ধান্ত প্রদান করে। এরূপ বিবেচনার প্রেক্ষিতে মাঝারী ও ছোট শহরগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও নান্দনিকভাবে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার মাধ্যমে শহরগুলোর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে এলজিইডি তিনটি স্তরে প্রত্যেকটি নগরের জন্য মহা পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেগুলি হচ্ছে ১) স্ট্রাকচারপ্ল্যান- দীর্ঘ মেয়াদী (২০ বছর) কৌশলগত পরিকল্পনা, ২) আরবান এরিয়া প্ল্যান- মধ্য মেয়াদী (১০ বছর) তিনটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার সমন্বয়, যথা, ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান, ট্রাফিক এন্ড ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান এবং ড্রেইনেজ এন্ড এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, এবং সর্বশেষ স্তর ৩) ওয়ার্ড এ্যাকশন প্ল্যান - স্বল্প মেয়াদী (৫ বছর) ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়নের নির্দেশনাসহ পরিকল্পনা। মেধা, শ্রম ও প্রযুক্তি প্রয়োগে নির্ভুলভাবে জিআইএস নির্ভর তথ্য ভাণ্ডার প্রস্তুতকরণ, বেইজ ম্যাপ তৈরী এবং সুবিধাভোগীগণের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে এরূপ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ের ২১৮টি শহরের মধ্যে ৪১টি শহরের এবং জেলা পর্যায়ের ২২টি শহরের মধ্যে ৭টি শহরের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন কাজ সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়েছে। ১৭৭টি উপজেলা পর্যায়ের এবং জেলা পর্যায়ের ১৫টির মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত প্রায়। এছাড়া ২টি সিটি কর্পোরেশনের এরূপ মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান আছে যা চলতি বছরের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। মাস্টারপ্ল্যানের মূল বিষয় হচ্ছে চূড়ান্ত ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন ও মানচিত্র প্রণয়ন। এ ধরনের ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে একটি যুগান্তকারী মাইল ফলক হিসাবে রূপ নিয়ে এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

মানচিত্রঃ ছাতক পৌরসভার প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার

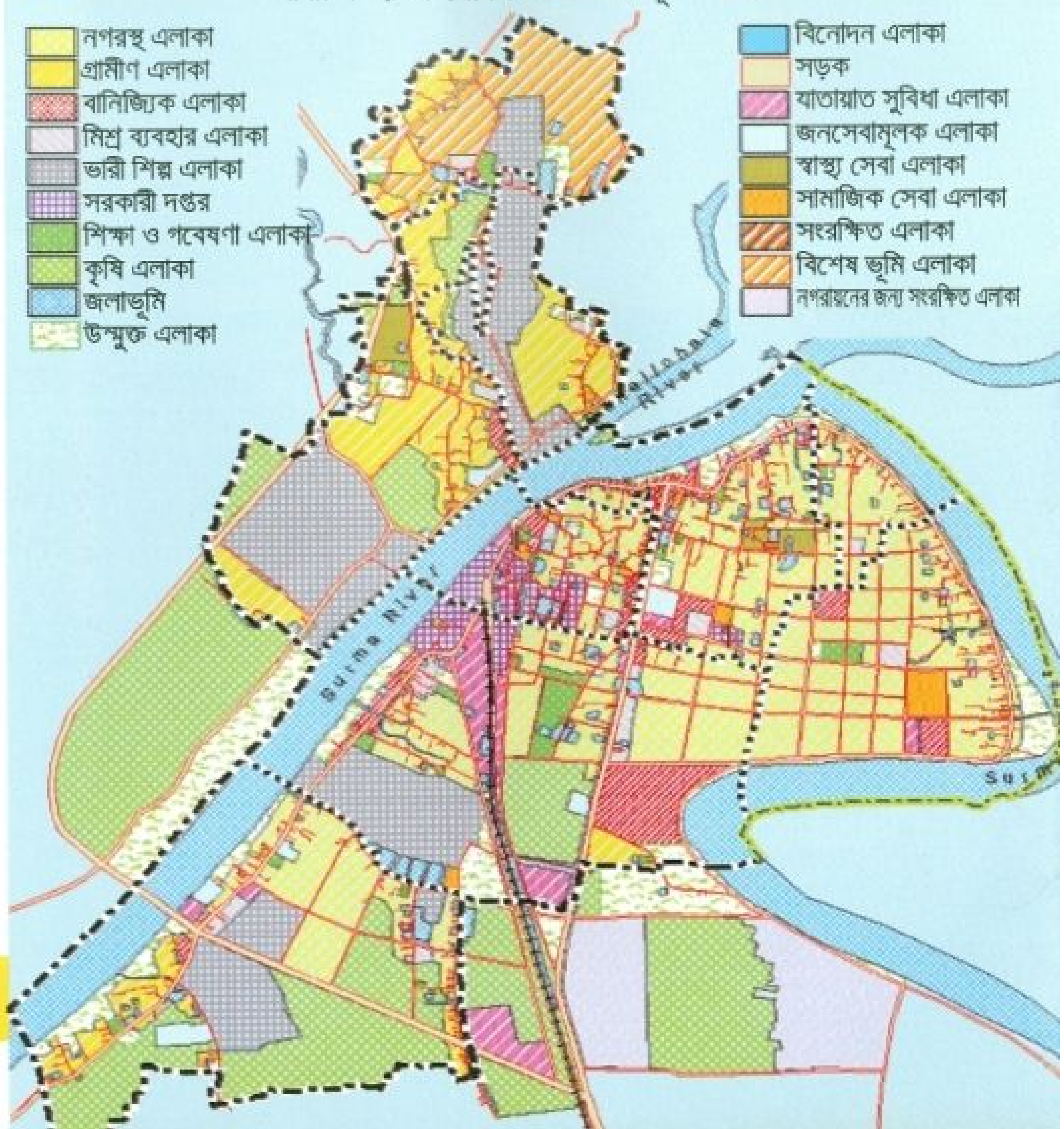

২৪০টি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নগরীর মাষ্টার প্ল্যানের কাজ চলছে, যা বিশ্বমানের নগর গড়তে সহায়তা করবে

নগর উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ অবকাঠামো নির্মাণ , পরিচালন ব্যবস্থা-সুশাসন, দারিদ্র্য বিমোচনের সমন্বিত কার্যক্রম

এলজিইডি 'র নগর উন্নয়ন কার্যক্রম অবকাঠামো নির্মাণ , নগর পরিচালন ব্যবস্থা-সুশাসন উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের সমন্বিত কার্যক্রম। বর্তমান সরকারের আমলে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এ সময়ে বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৭৪১ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও ২,২৩৫ কিলোমিটার রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, ৩,১৯৮ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ১,০২১ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, ৩৩ কিলোমিটার পানি সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপন, ১০,২৪৭টি নলকূপ স্থাপন, ৪০,৩৪৯টি ল্যাট্রিন/কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ, ১৪টি বাস টার্মিনাল নির্মাণ, ৭৯টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ কাজ এলজিইডি বাস্তবায়ন করেছে। একই সঙ্গে বস্তি এলাকায় বসবাসকারী ৭৬,৫৮৪টি পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন করাও সম্ভব হয়েছে। সারনি-৭ এ প্রদত্ত ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল সময়ে নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের সঙ্গে ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল সময়ে সম্পাদিত কাজের একটি তুলনামূলক চিত্র থেকে বিগত ৫ বছরে নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিক হারে অগ্রগতি অর্জনের প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন বস্তিতে বসবাসরত দুঃস্থ জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নসহ সামগ্রিক জীবনমান ও জীবনযাত্রার উন্নয়নকে বর্তমান সরকারের আমলে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জন বাড়িয়ে এবং আয় সংশ্লিষ্ট নয় অথচ দারিদ্র্যের কারণ এমন বিষয় যেমন- স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাক্ষরতা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অনিশ্চিত জীবন জীবিকা, সরকারী-বেসরকারী সেবার অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মহিলাসহ সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা এলজিইডি কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। কমিউনিটি নিজেদের কাজ নিজেরাই বাস্তবায়ন করে। জীবনমান ও আবাসস্থলের উন্নয়নের জন্য ফুটপাথ, ড্রেন, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল, বাথরুম, কমিউনিটি সেন্টার, বাজার ছাউনি, মজা পুকুর পুনঃখনন, স্ট্রিট লাইট, ডাস্টবিন, বন্ধুচুলা ইত্যাদি অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং জীবিকা উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য অনুদান প্রদান, নগর খাদ্য উৎপাদনের জন্য অনুদান প্রদান, শিক্ষা অনুদান প্রদানসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রহণ করেছে। দারিদ্র্য মোকাবিলায় এলজিইডি'র উদ্যোগে কমিউনিটি জনগোষ্ঠী সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ (SCG) গঠন করে নিজেরা অর্থ সঞ্চয় করে এবং তা থেকে কমিউনিটি সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে। জীবিকার উন্নয়নের জন্য তারা এ ঋণের টাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসা করার উদ্যোগ নেয়।

সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত নগরকেন্দ্রিক প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যার মধ্যে হোল্ডিং ট্যাক্স, পানি বিল ও ট্রেড লাইসেন্স বিল আদায় এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়গুলো মূখ্য। এছাড়া সরকার কর্তৃক গৃহীত তথ্য প্রবেশাধিকার প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টারসমূহকে শক্তিশালী করা সম্পর্কিত গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার সঙ্গে এলজিইডি সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত।

পৌর মার্কেট, সিরাজগঞ্জ

সারনি-৮ ২০০১-২০০৬ এবং ২০০৯-২০১৩ সময়ের মধ্যকার এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত নগর উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	কাজের প্রকৃতি (গুরুত্বপূর্ণ অংগসমূহ)	২০০৯ থেকে ২০১৩ ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	২০০১ থেকে ২০০৬ ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ
১	সড়ক নির্মাণ ও পুনর্বাসন	১,৭৪১	১,১৪২
২	ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ও পুনর্বাসন	৩,১৯৮	২,৯৬৭
৩	নর্দমা নির্মাণ	১,০২১	৪৫৭
৪	কমিউনিটি ল্যাট্রিন/ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪৪,৭১৫	৪১,৮৭৩
৫	বস্তি উন্নয়ন/ পুনর্বাসন	৭৬,৫৮৪	৪,৯০৮
৬	টিউবয়েল স্থাপন	১০,২৪৭	৩,২০৯
৭	বাস টার্মিনাল	১৪	৩৮
৮	কমিউনিটি সেন্টার	৭৯	-
৯	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ/ বন্যা পুনর্বাসন	২,২০৫	১,৩৮২
১০	ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষনাবেক্ষণ/বন্যা পুনর্বাসন	৭৫১	১২০
১১	নর্দমা রক্ষণাবেক্ষণ/বন্যা পুনর্বাসন	১৭৮	-

১৭৪১ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ/পুনর্বাসন নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি করেছে

১০২১কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ/পুনর্বাসন নগরগুলোকে জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষায় ভূমিকা রাখছে

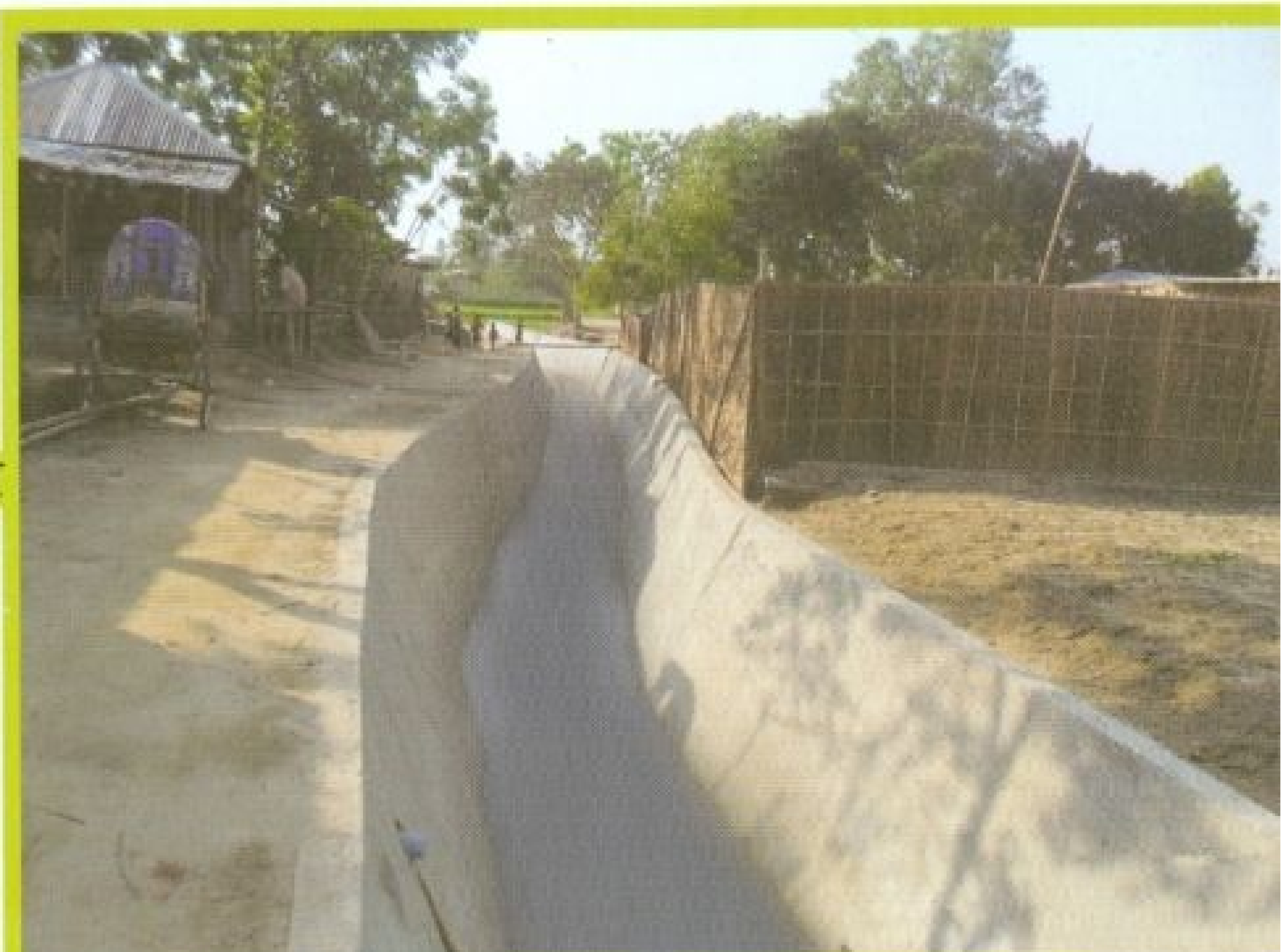

১৪টি বাস টার্মিনাল নগরসমূহের যানযট নিরসনে সহায়তা করছে

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি, নরসুন্দা নদী পুনঃ খনন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনঃ খনন ও সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন কার্যক্রম

নদী ও নগরের সমন্বিত উন্নয়নে এলজিইডি

প্রতিটি সমৃদ্ধ নগরের সাথে একটি নদীর নাম জড়িত থাকে যেমন, লন্ডনে টেমস, ঢাকায় বুড়িগঙ্গা, চট্টগ্রামে কর্ণফুলী ইত্যাদি। পৃথিবীর সব বিখ্যাত নগরী তার পার্শ্ববর্তী প্রবহমান নদীর সৌন্দর্য, পরিবেশ - প্রকৃতি অক্ষুন্ন রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় দেশের দ্রুত বিকাশমান নগরসমূহ এই আদলে গড়ে তোলার সংকল্প থেকে এলজিইডি গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং রংপুরে নদী ও নগরীর সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে মডেল টাউন উন্নয়নে কাজ করছে, যার ধারাবাহিকতায় দেশের অন্যান্য জেলা-উপজেলা শহরগুলোকে পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন করা হবে। গোপালগঞ্জ জেলার এরূপ উন্নয়ন কাজ এলজিইডি ইতোমধ্যেই সমাপ্ত করেছে এবং অন্য দু'টি শহরে এ ধরণের প্রকল্পের কাজ বর্তমানে চলমান আছে। এ সমস্ত প্রকল্পের আওতায়, মৃতপ্রায় নদীগুলোকে পুনরায় স্রোতস্বিনী নদীতে পরিণত করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। একই সাথে নদীর পাড় ও সংলগ্ন এলাকা উন্নয়নসহ শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

গোপালগঞ্জ শহর এবং মধুমতি নদীর সমন্বিত উন্নয়ন

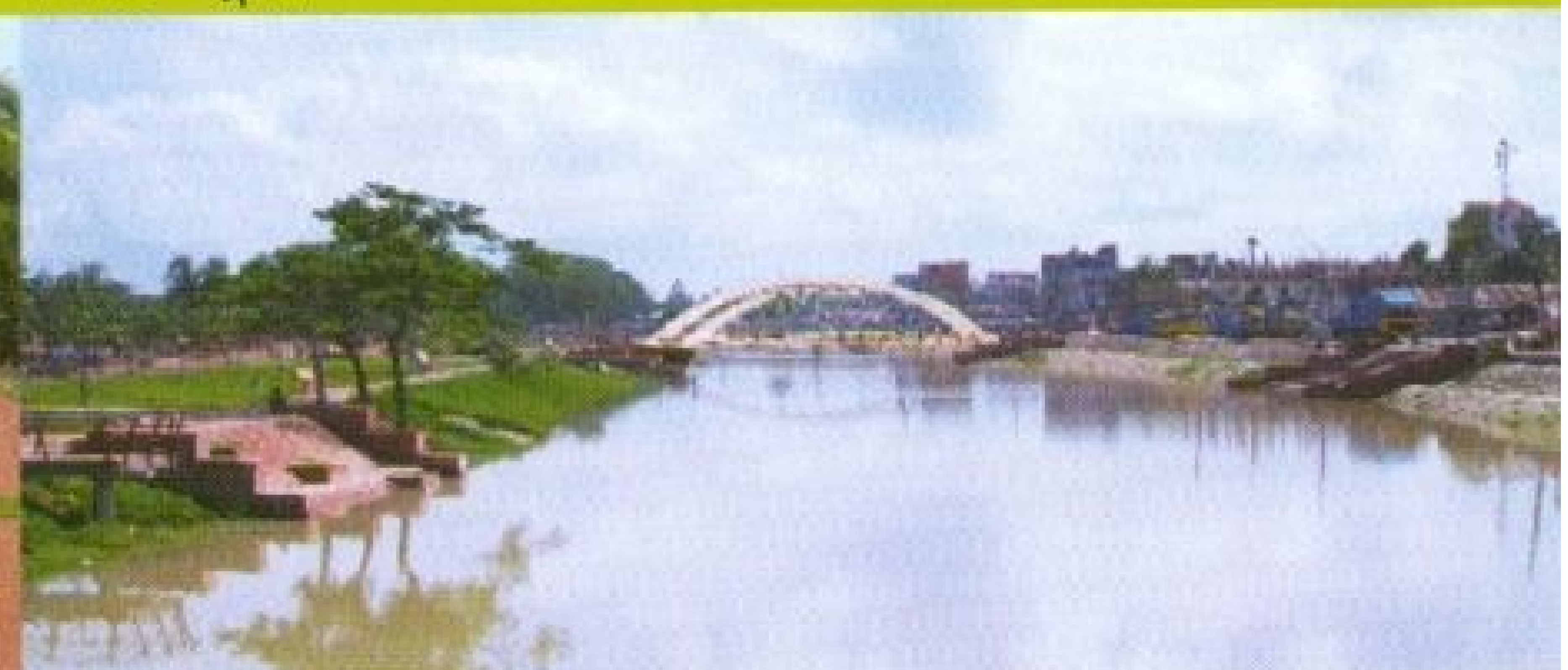

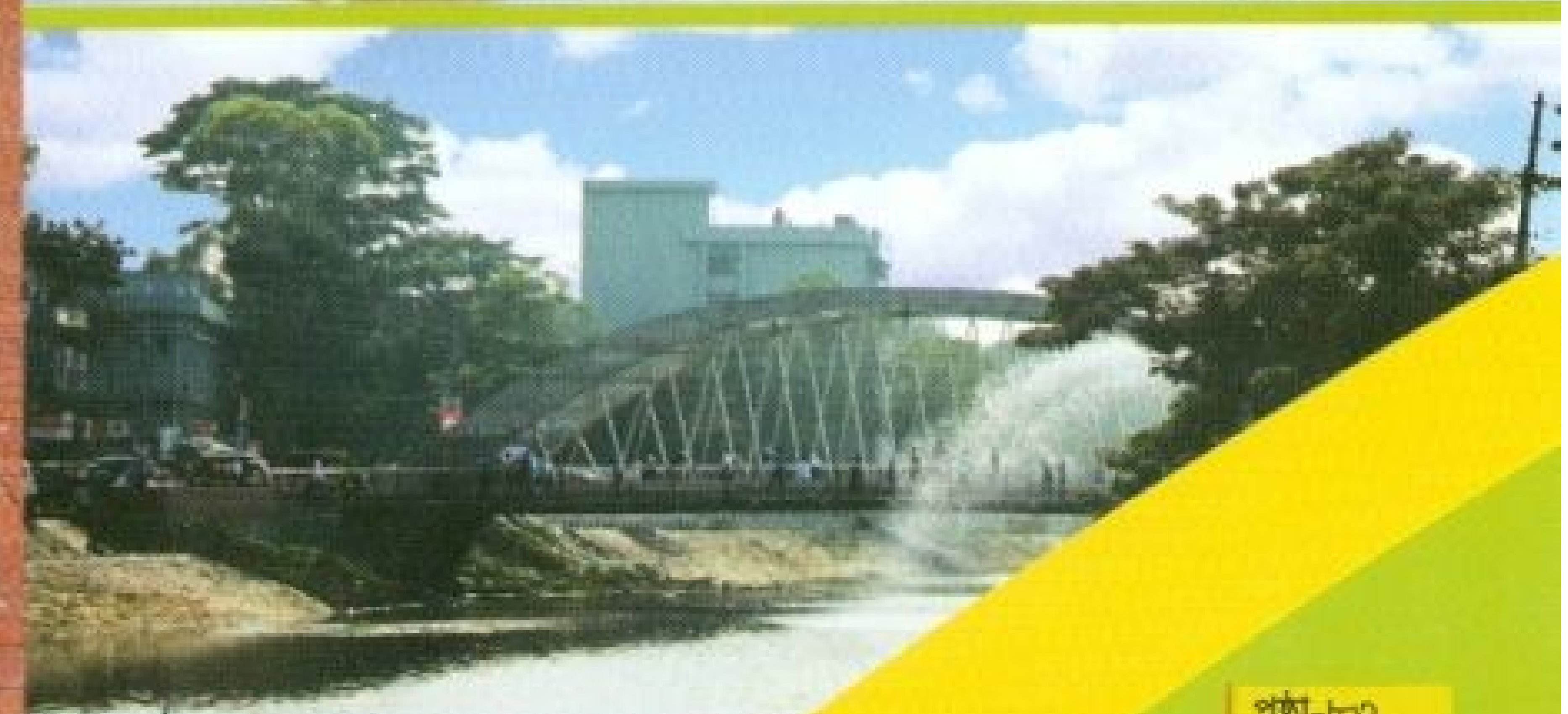

হাতিরঝিল প্রকল্পে সাফল্যের অন্যতম অংশীদার এলজিইডি

এ প্রকল্পে ১৬.৮০ কিলোমিটার রাস্তা, ৯.৮০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে, ৮.৮০ কিলোমিটার ফুটপাথ,
৪টি দৃষ্টিনন্দন সেতু, ৪টি ওভার পাস, ২৬০ মিটার ডায়াডাকট নির্মাণ করেছে এলজিইডি

ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন

একটি গতিশীল প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে প্রকৌশল ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষের কারণে, সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে এলজিইডি তার নিয়মিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাইরেও ঢাকা মহানগরীর বেশ কিছু যুগান্তকারী বৃহৎ স্থাপনা নির্মাণে সম্পৃক্ত হয়েছে। সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আগ্রহ এলজিইডি'কে আরো অনুপ্রাণিত করেছে।

১৯৯৮ সালে ধানমন্ডি লেকে পরিবেশ দূষণ ও সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন বিষয়ে নাগরিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি (তৎকালীন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী) প্রয়াত মোঃ জিল্লুর রহমানের এবং বর্তমানের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ আগ্রহে এলজিইডি ধানমন্ডি লেকে স্থাপত্য-সমৃদ্ধ ২টি দৃষ্টি নন্দন ব্রিজ নির্মাণ করে ঢাকা মহানগরীতে দৃষ্টি নন্দন ব্রিজ স্থাপনের শুভ সূচনা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় অনুপ্রেরণা ও সুস্পষ্ট নির্দেশে এলজিইডি ১৯৯৯ সালে ঢাকা মহানগরীর প্রথম উড়াল সড়ক "খিলগাঁও ফ্লাইওভার" নির্মাণ কাজ শুরু করে। সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে, দেশীয় প্রযুক্তিতে, দেশীয় পরামর্শক সংস্থা এবং দেশীয় নির্মাতার মাধ্যমে এলজিইডি এ ফ্লাইওভার সফলভাবে নির্মাণ করে এক্ষেত্রে কর্মদক্ষতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে বনানী ও গুলশানের সংযোগস্থলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুর নির্মাণ কাজ মাত্র ১৩ মাসেই এলজিইডি সম্পন্ন করে। ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ এবং জলাধার সংরক্ষণ এবং পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত সমন্বিত প্রকল্প বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়নেও এলজিইডি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। বুয়েট, রাজউক ও সেনাবাহিনীর সাথে যৌথ বাস্তবায়নে সম্পাদিত এ প্রকল্পের সকল দৃষ্টিনন্দন সেতু , সংযোগ সড়ক, ল্যান্ডস্কেপিং এবং পার্ক উন্নয়নের দায়িত্ব এলজিইডি পালন করেছে।

হাতিরঝিল প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন
শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪ ফাল্গুন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ
বাস্তবায়নেঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মগবাজার- মৌচাক ৮.২৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ ঢাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্লাইওভার
এলজিইডি'র তত্ত্বাবধানে এর দ্রুত নির্মাণ কাজ চলছে

মগবাজার- মৌচাক ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী,এলজিইডি

ঢাকা মহানগরীর কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা এবং মগবাজার-মৌচাক সমন্বিত ফ্লাইওভার প্রকল্প

ঢাকা মহানগরীর যানযট সমস্যা বরাবরই অত্যন্ত প্রকট যা ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এ বিষয়ে সচেতন বর্তমান সরকার। এ সমস্যার একটি সুপরিকল্পিত এবং স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে গঠিত ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটি (DTCA) কর্তৃক একটি কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (Strategic Transport Plan) প্রণীত হয়, যেখানে অন্যান্যের মধ্যে Mass Rapid Transit (MRT), বিভিন্ন পয়েন্টে ইন্টারচেঞ্জ /আন্ডারপাস, ফ্লাইওভার ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত। এরই অংশ হিসেবে মগবাজার-মৌচাক সমন্বিত ফ্লাইওভার প্রকল্পটি এলজিইডি বর্তমানে বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের অধীনে ৮.২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মিত হচ্ছে। মগবাজার-মৌচাক, মালিবাগ, শান্তিনগর এলাকা ঢাকা মহানগরীর সবচেয়ে যানজট কবলিত স্থান। ঢাকার উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম অভিমুখী বেশ কয়েকটি সড়কের সংযোগস্থলও এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু, মগবাজার ও মালিবাগে ২টি রেলক্রসিং এই স্থানের যানজটকে আরও ভয়াবহ করে তুলছে। এই ফ্লাইওভারটির নির্মাণ সম্পন্নের পর এই এলাকার এরূপ তীব্র যানযট সমস্যা উল্লেখযোগ্য হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। এ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৭৭৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩৭৫ কোটি টাকা Saudi Fund for Development (SFD) এবং ১৯৭ কোটি টাকা OPEC Fund for International Development (OFID) ঋণ হিসেবে প্রদান করছে। অবশিষ্ট ২০১ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার বহন করবে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে ঢাকা মহানগরীর উত্তর-দক্ষিণ অভিমুখী যানবাহন চলাচল সহজ হবে, ৮টি মোড় ও ২টি রেলক্রসিং এর স্থান যানযট মুক্ত হবে। ফ্লাইওভারটি নির্মিত হলে প্রায় ৫০ হাজার মোটর যান প্রতিদিন এর উপর দিয়ে চলাচল করতে পারবে। ফলে উত্তর-দক্ষিণমূখী একটি আধুনিক ও তৃতীয় বিকল্প সড়ক ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে।

ঢাকা মহানগরীর প্রথম সমন্বিত ফ্লাইওভার 'খিলগাঁও ফ্লাইওভার' ১৯৯৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে এলজিইডি নির্মাণ করে। এই ফ্লাইওভারটি আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে এলজিইডি সায়দাবাদ প্রান্তে বর্তমানে আরো একটি লুপ নির্মাণ করছে । এসব কাজ শেষ হলে, ঢাকা মহানগরীতে সৃষ্ট অসহনীয় যানজট থেকে মহানগরবাসী অনেকাংশেই মুক্তি পাবে।

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার

বাস্তবায়নে ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বস্তি জীবনে নাগরিক সুবিধা

নগর ভিত্তিক অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়নের বিষয়ে বস্তিসহ অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এলজিইডি'র দু'টি নগর উন্নয়ন প্রকল্প, "দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও উন্নতিকরণ প্রকল্প" এবং "নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন প্রকল্প" এর মাধ্যমে দেশের ৫১টি পৌরসভার বস্তি এলাকায় নাগরিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিগত পাচঁ বছরে এই দুই প্রকল্পের আওতায়, ৬৪৯.৪৩ কিলোমিটার ফুটপাথ, ১০২১ কিলোমিটার নর্দমা, ৪৪,৭১৫টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন, ১০,২৪৭টি হ্যান্ড টিউবওয়েল, ৩৩ কিলোমিটার পাইপলাইন, ও ৯৮৯টি স্ট্রীট লাইট স্থাপনের মাধ্যমে বস্তি ও নগর অঞ্চলের দরিদ্র এলাকার সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন করা হয়েছে। বস্তিবাসীর এই নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি তাদের দারিদ্র্য মুক্তির ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।

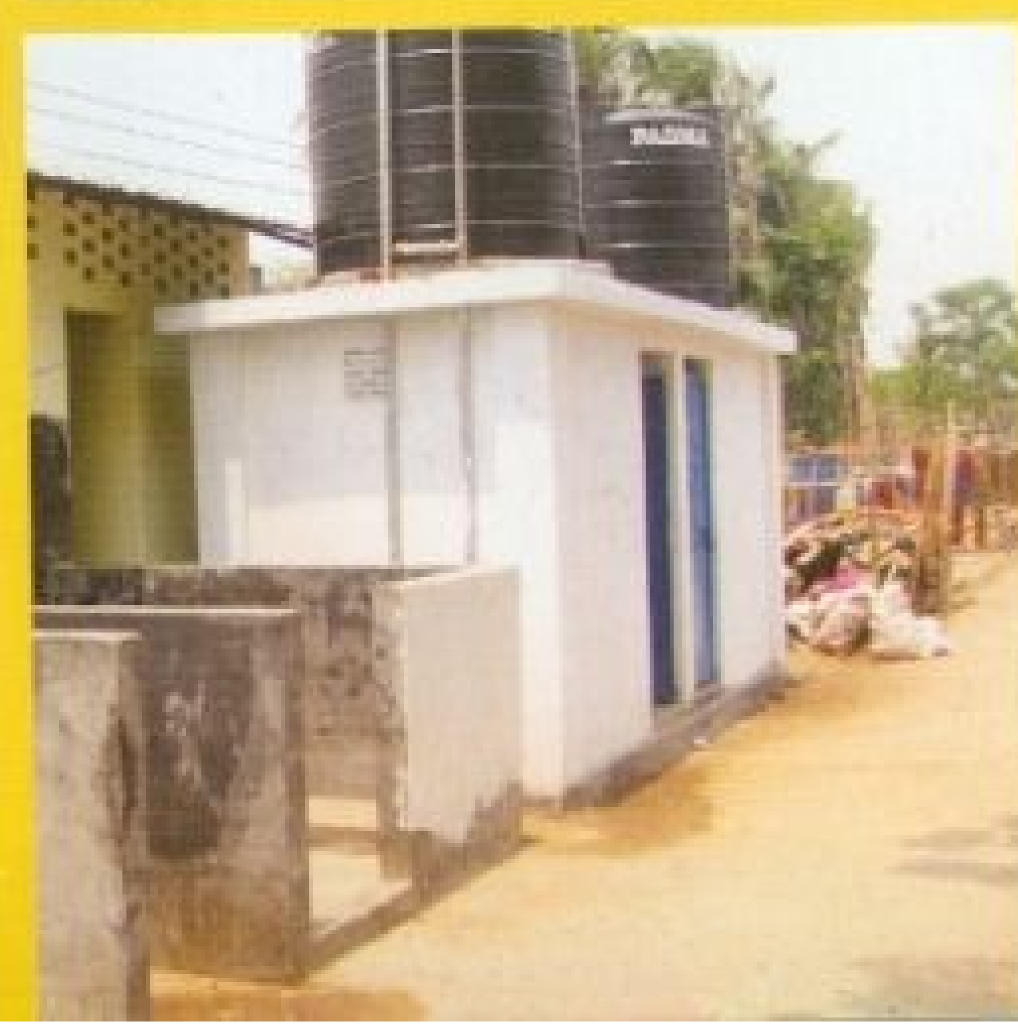

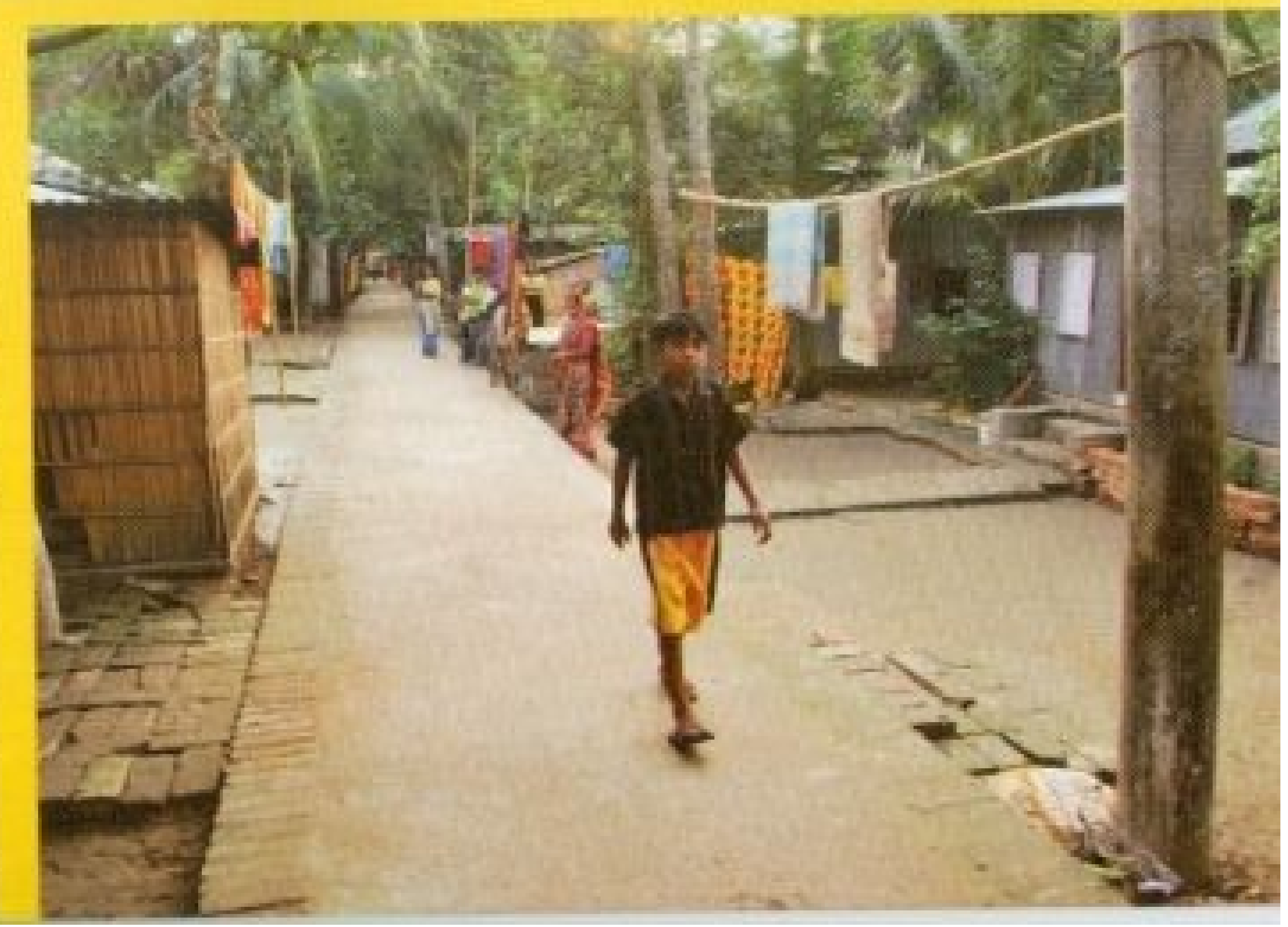

বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের নগরগুলি ক্রমশ: আয়তনে ও জনসংখ্যায় বাড়ছে। সনাতন পদ্ধতির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দিয়ে এ নগরসমূহের সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণসহ নগরী ও এর অধিবাসীদের যথাযথ বিকাশ সাধন সম্ভবপর নয়। তাই, দেশের নগরসমূহকে আধুনিক নগর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এলজিইডি'র দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও উন্নতিকরণ প্রকল্পভুক্ত ৪৭টি পৌরসভায় আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আবর্জনা ও বর্জ্যদ্রব্য অপসারণের নিমিত্তে জমি অধিগ্রহণসহ উন্নত বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং ময়লা অপসারণের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) গড়ে তোলা হয়েছে। এ কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য প্রকল্প থেকে প্রতিটি 'সিবিও' কে রিকশা ভ্যান ও পৌরসভাসমূহকে 'গারবেজ ডাম্প ট্রাক' সরবরাহ করা হয়েছে।

দেশের ৪৭টি পৌরসভায় গারবেজ ডাম্প ট্রাক সরবরাহ করা হয়েছে

বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা আধুনিক নগর গড়ে তোলার পূর্ব শর্ত

দক্ষতাবৃদ্ধি

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মিউনিসিপ্যাল সহায়তা ইউনিট (MSU) ও নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইউনিট (UMSU) এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং বর্তমানে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে ১০টি অঞ্চলে ১৭৫ পৌরসভা ও ৮টি সিটি কর্পোরেশনে "মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" এর এ কার্যক্রম চালু আছে।

মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রমের আওতায় নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয়।

কম্পিউটারাইজেশন

(ক) পৌরকর শাখার কম্পিউটারায়ন ও পৌরকরের উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা,
(খ) পৌর পানি শাখার কম্পিউটারায়ন ও পানি শাখার উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা,
(গ) ট্রেড লাইসেন্স কম্পিউটারায়ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা,
(ঘ) হিসাব শাখার কম্পিউটারায়ন ও হিসাব শাখার উন্নততর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ,
(ঙ) অযান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারায়ন

বর্তমানে ১৭৫টি পৌরসভা ও ৮টি সিটি কর্পোরেশনে এই কার্যক্রম চলমান আছে। পৌরসভাসমূহে কার্যক্রমে কম্পিউটারায়ন, সফটওয়ার ভিত্তিক সহজ অফিস ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংকের মাধ্যমে কর আদায়ের ফলে আদায়ের হার যেমন উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি স্বচ্ছতার ক্ষেত্রেও উন্নতি এসেছে।

বিগত ৫ বছরে নগরে সুশাসন ও পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২২,০৭১ জন পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারী, ১৮৮ জন জনপ্রতিনিধি এবং ২৫,৯৩৮ জন সুবিধাভোগীসহ মোট ৪৮,১৯৭ জনকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

পৌরসভা সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

কম্পিউটারাইজড বিল প্রচলন

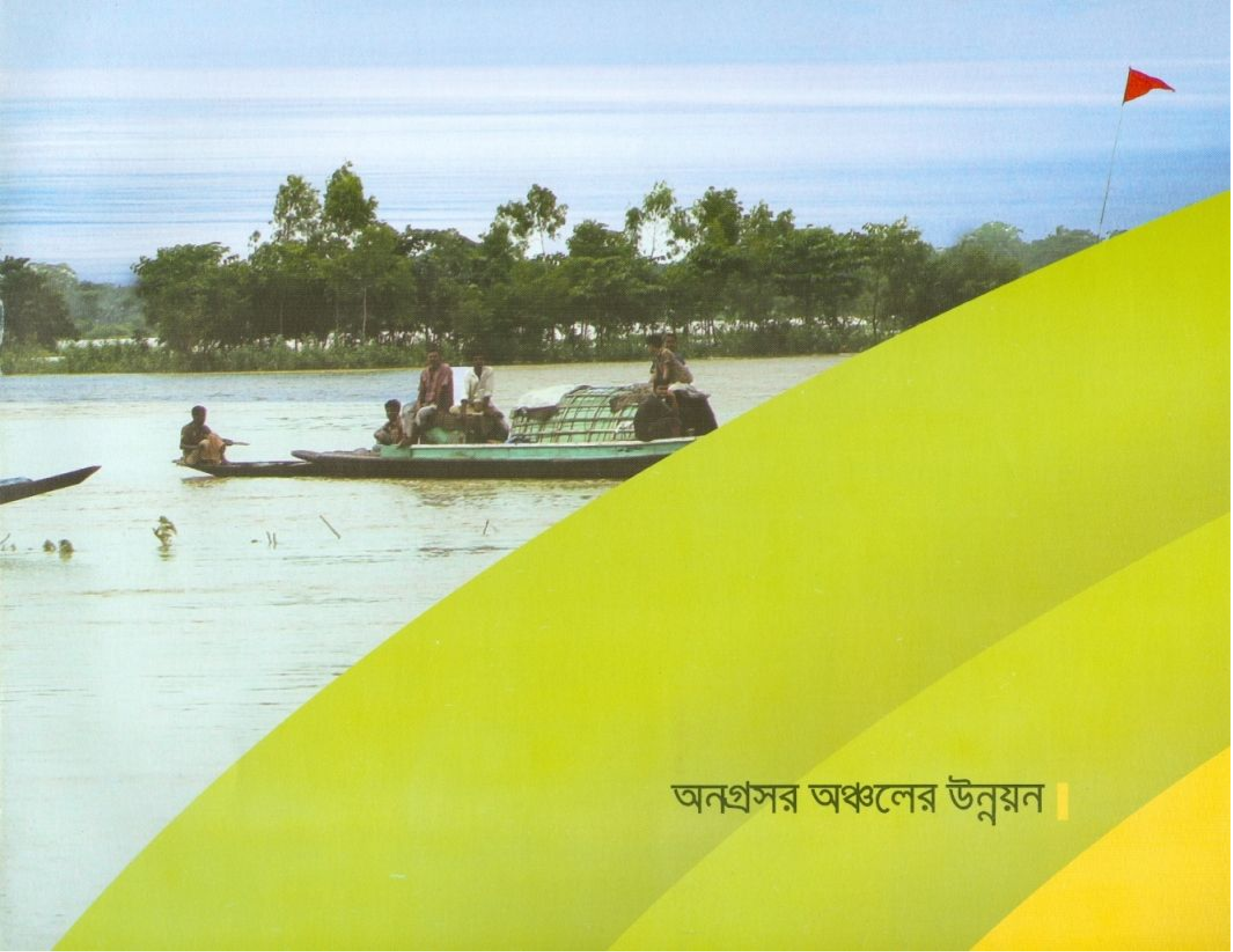

অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন

হাওর অঞ্চল-জীবিকা, জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও দরিদ্রের সম্পদ সৃষ্টির সাফল্য

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অববাহিকা একটি বন্যাপ্রবণ এলাকা যেখানে অত্যন্ত ভিন্ন ও নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ বিরাজমান। সেখানকার ফসলি জমি বছরে ছয় মাসের অধিক সময়ে সম্পূর্ণ পানির নিচে থাকার কারণে অঞ্চলগুলোতে বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারগুলোর জীবনধারণ মৎস্য চাষ এবং খামার বহির্ভূত শ্রমের উপর অপেক্ষাকৃত অধিক নির্ভরশীল। এখানকার যোগাযোগ অবকাঠামোসমূহ অত্যন্ত দুর্বল এবং সেগুলো শুধুমাত্র শুকনো মৌসুমেই খুবই কষ্টসাধ্য যোগাযোগের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা এলাকার উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজারগুলোতে সংযোগ সুবিধা, খামার বহির্ভূত কর্মসংস্থানের সুবিধা সৃষ্টির পাশাপাশি সামাজিক সেবাসমূহ - বিশেষ করে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার সুযোগকে অত্যন্ত সীমিত করেছে। বর্ষা মৌসুমে তীব্র ঢেউয়ের আঘাতে জমি ও বসতবাড়ী ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয় যা তাদের কাছে এক ভয়াবহ আতঙ্ক। বিরাজমান প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার প্রেক্ষাপটে হাওর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নকল্পে এলজিইডি যথাযথ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এলাকার বাজারগুলোতে যোগাযোগ সুবিধা, অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনযাত্রা ও সামাজিক সেবা, গ্রামগুলোতে যাতায়াতের সুবিধার উন্নতি, চরম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও শস্য বহুমূখীকরণ, মৎস্য সম্পদ ব্যবহারকে সুগমকরণ এবং পশু-সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করছে। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিস্থিতির বিবেচনায় এইসব অঞ্চলে সচরাচর পদ্ধতিতে রাস্তা নির্মাণের পরিবর্তে এলজিইডি 'ডুবোসড়ক' নির্মাণ করছে, যেগুলো বর্ষা মৌসুমে পানির গভীরে থেকে ঐ সময়ে জলযান চলাচলে কোনরূপ বিঘ্নিত করে না। বিপরীতে শুকনো মৌসুমে সড়কগুলো জেগে ওঠায় সেগুলো স্থল যানবাহন চলাচল অক্ষুণ্ন রাখে। একইসংগে আকস্মিক বন্যার সময়ে এগুলো বন্যা প্রবাহকেও মারাত্নকভাবে কোনরূপ বাধাগ্রস্ত করে না।

সুনামগঞ্জে ৫৮টি মাছের অভয়াশ্রম নির্মাণ করা হয়েছে। বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতির বিস্তৃতিতে ১৯০টি বিল পুনঃখনন, ৬৩কিঃমিঃ সংযোগ খালও খনন করা হয়েছে

নির্মিত হচ্ছে এগিয়ে যাওয়ার পথ

বর্তমানে এলজিইডি এতদ্‌সম্পর্কিত দু'টি প্রকল্প অর্থাৎ সুনামগঞ্জ জেলায় 'কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প' এবং কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় 'হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। শেষোক্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ চলতি অর্থবছরে শুরু করা হয়েছে যা ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। প্রথমোক্ত প্রকল্পটি সমাপ্ত প্রায়, যার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৩০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে যা প্রকল্প এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে। উল্লেখ্য যে, এর একটি বড় অংশ কমিউনিটি নিজেরাই তৈরী করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেয়েছে। এছাড়া সুপেয় পানির ব্যবস্থা হিসেবে ২,৫৯৫টি নলকূপ স্থাপন করা

হয়েছে এবং ১,২৬১টি সনোফিল্টার বিতরণের মাধ্যমে পানির আর্সেনিক দূরীকরণে সহযোগিতা করা হয়েছে, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থা হিসেবে ৮,৮৪৮টি ল্যাট্রিন স্থাপন এবং সামাজিক ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩০টি বহুমূখী গ্রামকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। গ্রামকে প্রবল ঢেউ এর ভাঙ্গন থেকে রক্ষাকল্পে ১৯টি গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়ালও নির্মাণ করা হয়েছে। এক বিরাট সংখ্যক পরিবারকে মানবিক, সাংগঠনিক ও বিকল্প জীবিকা নির্ভর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে দক্ষ স্বনির্ভর জনশক্তি হিসোব গড়ে তোলা প্রকল্পটির একটি বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত ২,৯৯৫টি ঋণ সংগঠনের মাধ্যমে ৮৬,৭০৭ সংখ্যক পরিবারকে সঞ্চয়ী সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মোট সদস্য সংখ্যা ৮৬,৭০৭ জন। এদের শতকরা ৭০ ভাগের অধিক মহিলা। প্রকল্পটির আরও একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন। ৩০০টি বিলের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এ পর্যন্ত মোট ৪,৯৪৫ একর আয়তন সম্বলিত ২৮৯টি বিল দরিদ্র মৎস্যজীবিদের দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারের জন্য 'লীজ' হস্তান্তরের মাধ্যমে সেগুলো সমাজ-ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন ইজারা মূল্য হিসেবে প্রায় ২৭৭ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে অপরদিকে তেমনি প্রত্যেক মৎস্যজীবি প্রতি বছর সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মাছের আবাসভূমি উন্নয়নের অংশ হিসেবে প্রকল্পটির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৯০টি বিল পুনঃখনন, ৬৩ কিলোমিটার বিল সংযোগ খাল খনন এবং ৫৮টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। উপরন্ত কৃষি ও পানি সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে কৃষকের অংশগ্রহণমূলক মাঠ গবেষণা, গবেষণালব্ধ ফসলের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রদর্শনী ও বীজ সহায়তা কর্মসূচি, পতিত এক ফসলী জমির সুষ্ঠু ব্যবহারের নিমিত্তে সেচ সুবিধা প্রদান, প্রাণী সম্পদের উন্নয়নে উন্নত জাত সৃষ্টি ও কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন, উন্নত ষাঁড় সরবরাহ, অতি দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে ভেড়া, সোনালী মুরগীর বাচ্চা বিতরণ কর্মসূচিও এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে এই প্রকল্পটি প্রকৃতপক্ষে একটি দারিদ্র্য হ্রাস প্রকল্প।

হাওড়ের গ্রামগুলোতে ঢেউ ও বন্যা প্রতিরক্ষা দেয়াল-
হাওড়ের জনগণের সবচেয়ে বড় স্বস্তি

হাওর অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের শুভ সূচনা অনুষ্ঠান

চর এবং উপকূলীয় অঞ্চল-যোগাযোগ, জীবনযাত্রাসহ কৃষি, অকৃষি অর্থনীতির উন্নয়ন

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে বঙ্গোপসাগরের প্রায় ৭১০ কিলোমিটার বিস্তৃত উপকূল রয়েছে। উপকূলীয় জেলা-উপজেলাগুলো দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনগ্রসর, যেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু উপজেলার অবস্থান দারিদ্র্য ম্যাপের (Poverty Map) শীর্ষে। এ উপজেলাগুলোর দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কৃষিতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সহ বাজারজাত করণের অবকাঠামো প্রয়োজন।

আবার, এ বিস্তৃত বঙ্গোপসাগরের সাথে মিশে যাওয়া নদীর মোহনায় রয়েছে বিস্তৃত চরাঞ্চল, জেগে উঠছে নতুন নতুন চর। নতুন চর মানেই কৃষি বিপ্লবের নতুন সম্ভাবনা। একই সাথে, নতুন চর হলো নতুন বসতি। নতুন বসতির জনগোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবেই দরিদ্র ও অসহায়। এজন্য, নতুন চরের জন্য সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা দরকার। এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি বিভাগ, ঋণদানকারী এনজিওসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রয়াস সমন্বিত করে, চর ও উপকূলের পাঁচ জেলার (বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, নোয়াখালী, লক্ষীপুর) ৩৮টি উপজেলায় ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এলজিইডি'র তিনটি প্রকল্প, কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা , চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এবং চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৩/৪ ও অন্যান্য সংস্থার এ সমন্বিত প্রচেষ্টায় চর ও উপকূলীয় এসব অঞ্চলের যোগাযোগ, জীবনযাত্রাসহ কৃষি,

চর, উপকূল ও সমতলে আর পার্থক্য নেই। এলজিইডি'র ৩টি প্রকল্পের আওতায় ৮৯২কিঃমিঃ সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে

অকৃষি অর্থনীতির যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। অন্যান্য সংস্থার কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি, এলজিইডি'র মাধ্যমে বিগত ৫ বছরে এসব এলাকায় ১৬৮ টি গ্রামীণ বাজার, ৮৯২ কিলোমিটার সড়ক, কৃষি এবং অকৃষি পণ্য বিপণনের সুবিধার্থে বাজার সংলগ্ন ৩৯ টি ঘাট নির্মাণ করেছে। নির্মিত সড়কের মধ্যে ৩২৫ কিলোমিটারে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখার জন্য, এ সব প্রকল্পে হতদরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জীবিকায়নের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুঃস্থ মহিলাদের সমন্বয়ে দল (এলসিএস) গঠন করে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয় বৃদ্ধি, ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে স্থায়ীভাবে দ্রারিদ্রমুক্ত করা হয়েছে।

নোয়াখালীর হাতিয়াসহ প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য চরাঞ্চলে বাজার অবকাঠামো ও সংযোগ সড়কসমূহ গড়ে ওঠায় জেলেরা সাগরে মাছ ধরে সহজেই বড় বড় শহরে পাঠাতে পারছে। অন্যান্য কৃষি পণ্যেরও বিপণন সহজ হয়ে গেছে। উপকূল ও চরাঞ্চলে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি হবে।

চর উপকূলে ১৬৮টি গ্রামীণ হাটবাজার নির্মাণ করা হয়েছে

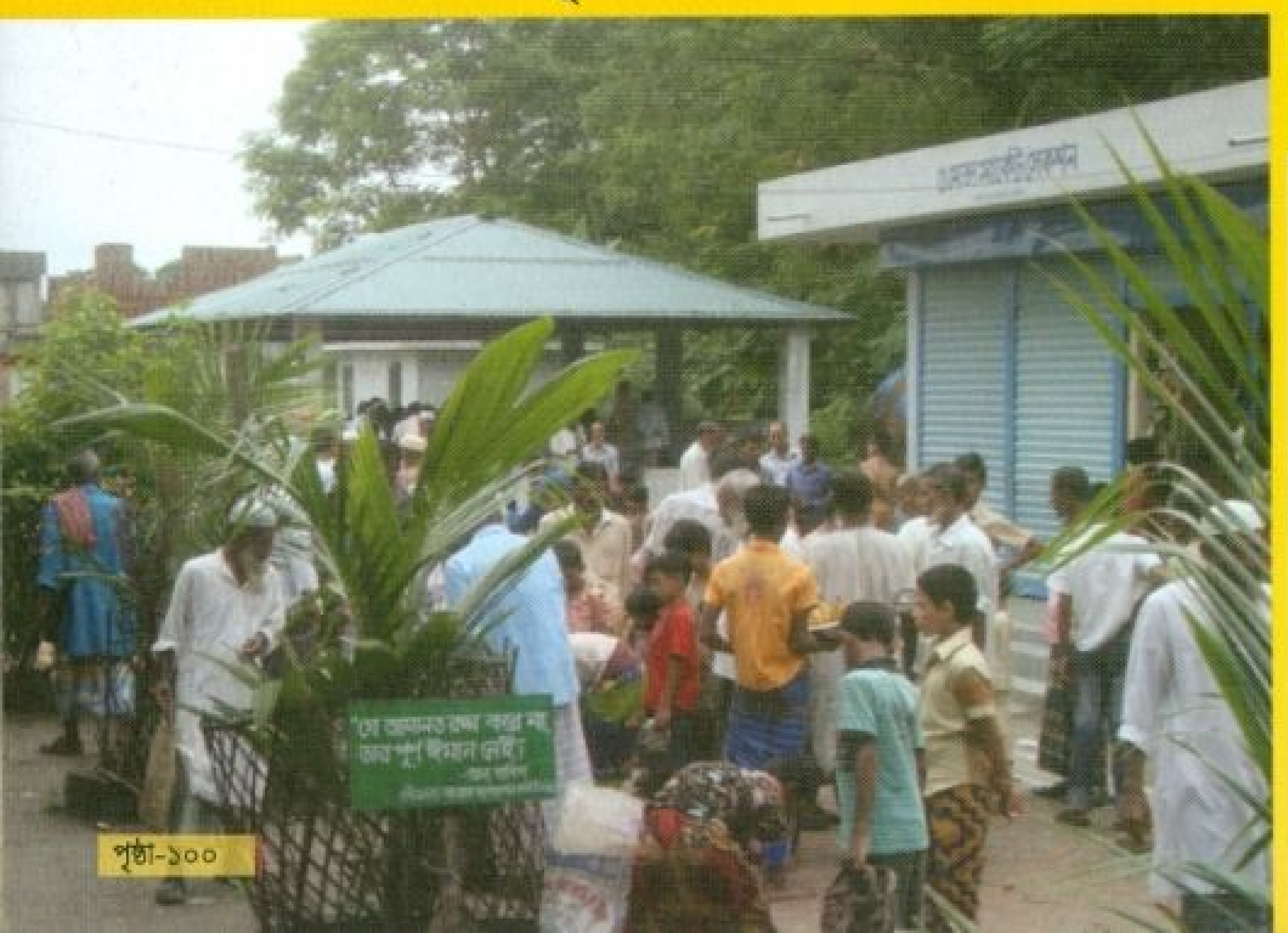

চলনবিল উন্নয়ন - অনগ্রসর উত্তরাঞ্চলের স্বপ্ন

দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এখনও অনগ্রসর। এ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে চলনবিল দেশের খাদ্যভাণ্ডার। চলনবিল বছরের প্রায় ছয় মাস বর্ষার পানিতে প্লাবিত থাকে। আর বাকী ছয় মাস কিছুটা জল কিছুটা স্থল এভাবে কাদা-পানিতে মাখামাখি হয়ে থাকে। এখানকার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্ষা মৌসুমে অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে বিধায় এসব এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ কৃষি, অকৃষি অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। এই অনগ্রসর এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সরকার ৪টি প্রকল্প অনুমোদন করে। এগুলোর মধ্যে দু'টি প্রকল্প ইতোমধ্যে এলজিইডি সমাপ্ত করেছে এবং অপর দু'টির অগ্রগতি সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে চলেছে। প্রায় ১৫৩ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় সম্বলিত এ প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন অনগ্রসর উপজেলায় ৪০.৫৮ কিলোমিটার রাস্তা ও ৭৫০.৭ মিটার সেতু ইতোমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১৫.৭৮ কিলোমিটার রাস্তা ও ৭৭৩.৮ মিটার সেতু নির্মাণাধীন আছে। এসব সড়কের মধ্যে বেশ কিছু ডুবো সড়ক রয়েছে যা বছরের শুকনো মৌসুমের ৬-মাস ব্যবহারযোগ্য থাকবে। এ অঞ্চলের পরিবেশগত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে এ সড়কগুলোর ডিজাইন করা হয়েছে যাতে চলনবিলে মাছের প্রজননকেন্দ্র সহ অন্যান্য পরিবেশ অক্ষুন্ন থাকে।

চলনবিলের উন্নয়ন : অবহেলিত এ জনপদ দেশের সাথে সংযুক্ত হয়েছে

পার্বত্য অঞ্চল-সমতা, শান্তি এবং জীবিকার জন্য উন্নয়ন

রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অধিকাংশ এলাকাই পর্বত সংকুল এবং মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। ভৌত অবকাঠামোর অপ্রতুলতা এখানকার উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যে কারণে কৃষি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ এবং কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণে সৃষ্ট অন্তরায় কৃষি খাতের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে।

এ জেলাসমুহের অধিবাসীদের মৌলিক সেবা প্রদান এবং পর্যটনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক ও বাণিজ্যিক গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ ও গ্রামীণ অবকাঠামো মান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ৩১৪.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন শীর্ষক একটি প্রকল্প ডিসেম্বর ২০০৯ সালে সমাপ্ত হয়। বর্তমান সরকারের সময়কালে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ১১৫.০০ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে "পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম শীর্ষক প্রকল্পটি" জুলাই ২০০৯-জুন ২০১৩ মেয়াদে সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও, বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৫০৪.৩২ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১১ সালে অনুমোদিত হয়ে বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি জুন ২০১৮ পর্যন্ত চলবে। এসব সমাপ্ত এবং চলমান প্রকল্পসমূহের আওতায়, এলজিইডির মাধ্যমে তিনটি পার্বত্য জেলায় ৫৫১ কিলোমিটার সড়ক, ৫৯৫৩ মিটার সেতু/কালভার্ট, ১০টি গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার নির্মাণ ও ৩৮ কিলোমিটার সড়কে বৃক্ষরোপণ করা হয়। নুতন প্রকল্পটিতে, এলজিইডি'র মাধ্যমে তিনটি পার্বত্য জেলায় ১৬৫ কিলোমিটার সড়ক এবং ৩,৮৮৪ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পাহাড়ী জনপদে দীর্ঘ সেতু

এ অঞ্চলে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামীণ এলাকায় প্রবেশগম্যতা এবং স্কুল ও কলেজগামী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, বর্ধিত কৃষি উৎপাদন এবং বিপণন কার্যক্রম ও অনাবাদি জমির আবাদেও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হয়েছে, আয় বর্ধক কার্যক্রমের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, জনসাধারণের যাতায়াত ব্যয় ও সময় হ্রাস পেয়েছে, প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে মুমূর্ষ রোগী দ্রুত নিরাময় কেন্দ্রে স্থানান্তর সহজ হওয়ায় স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, দৃষ্টি নন্দন পাহাড় বেষ্টিত লেক এবং পাহাড়ী ঝরণা থাকায় পর্যটক সমাগম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে। সর্বোপরি পাহাড়ী এবং বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর জীবিকার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, উন্নয়নের সমতা নিশ্চিত হয়েছে এবং শান্তি স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

দুরূহ ও বন্ধুর পথগুলোও সুগম হয়েছে

গুদামের চওড়া সরকা

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ মোঃ আফছারুল আমীন, এমপি, খাগড়াছড়ি জেলায় খাগড়াছড়ি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (পিটিআই) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর, এমপি, চাঁদপুর জেলায় কঁচুয়া উপজেলায় লক্ষিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, এমপি, চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলায় মলিশাভুলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ আ.ফ.ম. রুহুল হক, এমপি, সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় খাঁরহাট কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার এর উদ্বোধন করেন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মোতাহার হোসেন, এমপি, লালমনিরহাট প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) এর শুভ উদ্বোধন করেন

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি

এলজিইডি নিজস্ব মন্ত্রণালয়ের বাইরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৯৯০ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল অবকাঠামো নির্মাণ করে আসছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল স্তরের জনবলের (যেমনঃ জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা কমিটি, উপজেলা পরিষদ, স্কুল শিক্ষক ও স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি) সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষার মান উন্নয়নে স্কুলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অত্যাবশ্যিক এবং অপরিহার্য। বর্তমান সরকার ক্ষমতাগ্রহণ করে শিক্ষার মানোন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন প্রজন্ম গড়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা তথা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করে বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বর্তমান সরকারের আমলে ৯টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৮,১২৭টি স্কুল নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, ২৪,৯৭৭টি শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণ, ৪৫টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ৬টি পিটিআই, ২৭টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ৬টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও ৩৯৫টি সাইক্লোন সেন্টার কাম প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ সহ প্রায় ১২,৮১১টি নলকূপ ও ১১,২০০টি টয়লেট নির্মাণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে যাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৬,৭৮৫ কোটি টাকা। এছাড়া একই ধারাবাহিকতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৮,২৫৯টি বিদ্যালয় নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, ৬,৪৫২টি শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণ, ৪০টি পিটিআই ভবন, ২৩টি উপজেলা ও ১৫টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণের কাজ চলামান রয়েছে যার মোট বরাদ্দ ২,০৫৬ কোটি টাকা।

এছাড়া মানব সম্পদ উন্নয়ন, ভর্তির হার শতভাগে উন্নীতকরণ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে বর্তমান সরকারের সুদক্ষ ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং স্কুলগামী শিশুর হার বর্তমানে প্রায় শতভাগ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়

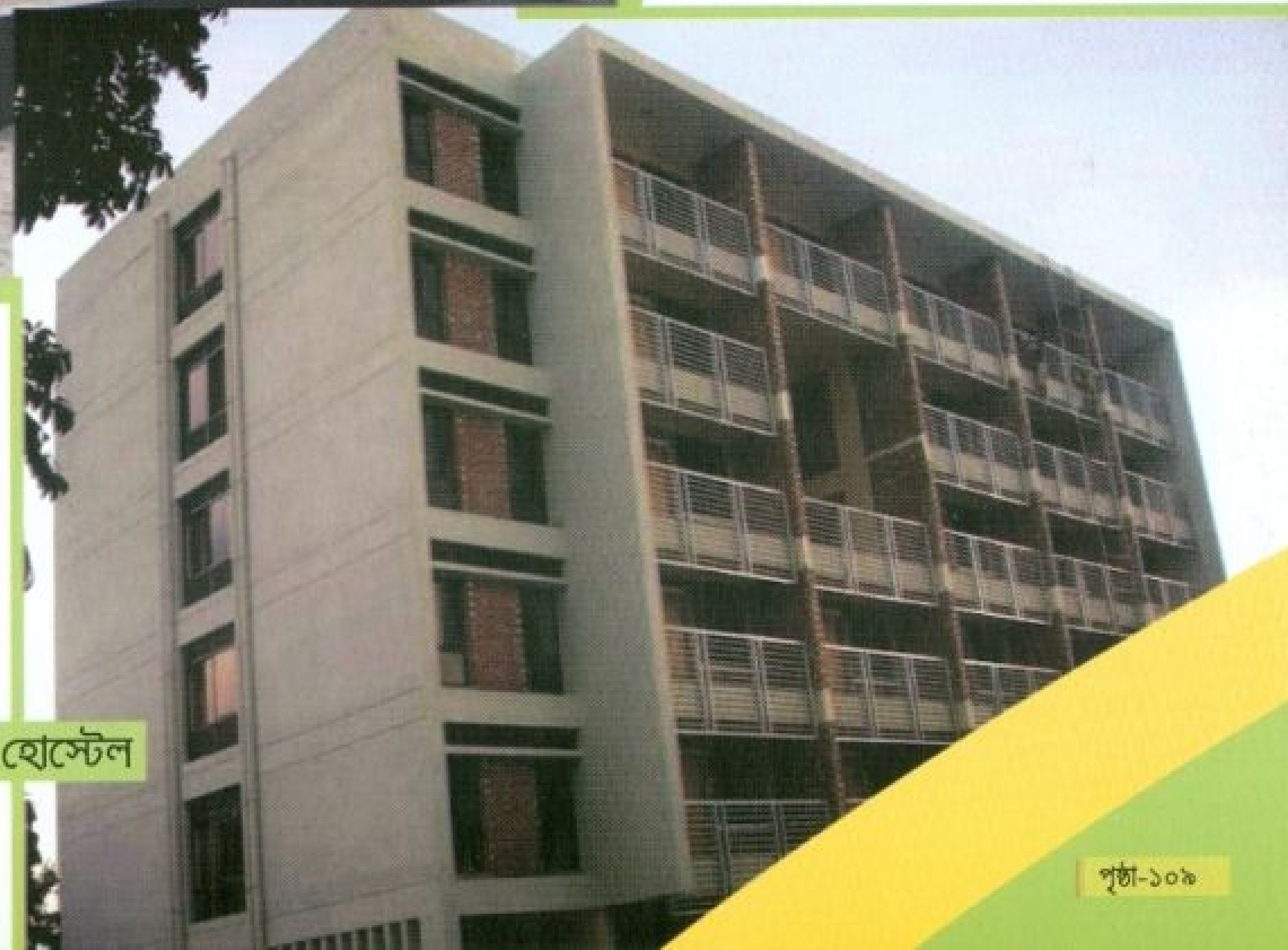

পিটিআই হোস্টেল

সারনি-৯ ২০০১-২০০৬ এবং ২০০৯-২০১৩ সময়ের মধ্যকার এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	খাত	২০০১ থেকে ২০০৬	২০০৯ থেকে ২০১৩
		সংখ্যা	সংখ্যা
১	প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	৬২০	৩৮৬
২	প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ	১,৪১০	৭,৭৪১
৩	শ্রেণীকক্ষ সম্প্রাসারণ	১৭,৮২৬	২৪,৯৭৭
৪	ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল নির্মাণ	-	১০
৫	ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য টয়লেট নির্মাণ	২,০৩০	১১,২০৩
৬	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বড় ধরণের মেরামত	৭০	১,৬০৬
৭	আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন	৬,০৫২	১২,৮১১
৮	পিটিআই সংস্কার/বর্ধিতকরণ	৩১	৬
৯	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস নির্মাণ	৪৭	৬
১০	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সংস্কার	৩৮০	২৭
১১	উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ	২০৫	৪৫
১২	উপজেলা রিসোর্স সেন্টার মেরামত	-	৯৩
১৩	সিডর সাইক্লোন শেল্টার	-	৩৯৫
১৪	নতুন পিটিআই ক্যাম্পাস নির্মাণ	-	১

বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ

দেশের উপকূলীয় প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার অংশ হিসেবে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আপদকালীন সময়ে জনগণের জানমাল রক্ষার্থে ঐ সকল এলাকায় এলজিইডি সরকারের নিজস্ব অর্থ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের আর্থিক সহায়তায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে আসছে যেগুলো প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার সরকারের পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বিপদমুক্তকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিগত ৫ বছরে এলজিইডি পিইডিপি-২, জাইকা ও জরুরী ঘূর্ণিঝড় পূনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় এরূপ ৫০১টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র কাম প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করেছে। তাছাড়া আরও ১৫৬টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র কাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কাজ চলমান আছে যা অচিরেই সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। উপরন্তু, ১৩০টি এরূপ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র কাম প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন আছে। এরূপ প্রতিটি ভবন গড়ে ১,৫০০ লোকের আশ্রয়স্থল হিসেবে ডিজাইন করা হলেও দুর্যোগকালীন সময়ে প্রকৃতপক্ষে এর দ্বিগুণেরও বেশী দুর্যোগপীড়িত লোকজন আশ্রয় নেয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে এলজিইডি

অর্থবছর ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত সময়ে এলজিইডি নিচের সারনিতে প্রদর্শিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৫টি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৩টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত করেছে অথবা বাস্তবায়ন চলমান আছে। এর বাইরেও মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যা পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সারনি-১০ ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর সময়ে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত/চলমান অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্থায়নের উৎস
কৃষি মন্ত্রণালয়				
১	বৃহত্তর রংপুর জেলায় কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	২০০৬-০৭ থেকে ২০১২-১৩	২৭.৯৩	IDB
২	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যামনির্মাণ প্রকল্প	২০০৯-১০ থেকে ২০১৫-১৬	৩১৯.১৭	GOB
৩	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলাধীন গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধা উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩	৩৫.৪৩	GOB
৪	কুমিল্লা জেলার প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ অবকাঠামো নির্মাণ (দাউদকান্দি মডেল)	২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১	১৭.২৬	GOB
৫	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষনা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (অধিগ্রহনকৃত জমির মাটি ভরাট।)	জুলাই ২০১২ থেকে আগষ্ট ২০১৩	২৯.৪৩	GOB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্থায়নের উৎস
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়				
৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন)	২০০১-০২ থেকে ২০০৯-১০	১৮৮.২৫	ADB & GOB
৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়	২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮	২৪০.৪০	GOB
৮	রাঙ্গামাটি চেম্বার অব কমার্স ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প	২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১	১.৩০	GOB
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়				
৯	সেকেন্ডারী টাউন্স্ ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (ফেজ-২) প্রকল্প (এলজিইডি অংশ)	২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২	৩৪৪.৪৬	ADB & OPEC
১০	চর ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট (ফেজ-৩)	২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১	৩৪.১৮	Govt. of Netherlands
১১	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪	২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭	২৩৩.৬১	IFAD & Govt. of Netherlands

মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ, পটুয়াখালী

মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে

বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দৃঢ়ভাবে ধারন করে। বাংলাদেশের আপামর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে স্বীকৃতি ও তাদের প্রাপ্য সম্মান প্রদান এবং তাদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসেবে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ৫টি অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প বর্তমান সরকারের আমলে বাস্তবায়িত হচ্ছে বা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। এগুলির মধ্যে ৩টির কর্মসূচি বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং ২টির অনুমোদন সরকারী সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। এরূপ নির্মাণ প্রকল্পের অনেকগুলির ক্ষেত্রে এলজিইডি'র সরাসরি অংশগ্রহণ ব্যাপক এবং সক্রিয়। ২২.৯৬ কোটি টাকার প্রকল্প ব্যয়ে "মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প, ১,০৭৮.৫০ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে "উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প এবং ২২৭.৯৭ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে "ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প এলজিইডি'র তত্ত্বাবধান ও তদারকিতে বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে ৩৫টি জেলায় ৬৫টি মুক্তিযুদ্ধের স্থাপনা (মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভসহ), ৪২২টি উপজেলায় ২৫০০ বর্গফুট ফ্লোর এরিয়া বিশিষ্ট একটি করে ৩-তলা ভবন (প্রথম পর্যায়) এবং ৪৮৪ উপজেলায় ভূমিহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য তাদের নিজস্ব জমিতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ৫০০ বর্গফুট আয়তনের ৩-কক্ষবিশিষ্ট ২,৯৭১টি পাকা গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ঢাকা মহানগরীর কাকরাইলে প্রস্তাবিত প্রতি ফ্লোর ৭,৫০০ বর্গফুট আয়তনের ১৮-তলা বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ সম্পর্কিত "মুক্তিযোদ্ধা ভবন নির্মাণ" এবং মিরপুরে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এলাকায় "মুক্তিযোদ্ধা পল্লী নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ২টির প্রকল্প দলিল বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে, যেগুলির নির্মাণ কাজ এলজিইডি'র তত্ত্বাবধান ও তদারকিতেও বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্প ২টির প্রকল্প ব্যয় যথাক্রমে ৬৫.৪৭ কোটি টাকা এবং ৬৯০.০০ কোটি টাকা (প্রথম পর্যায়ে ২৪৫ কোটি টাকা)।

এরূপ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি আবহমানকাল বিরাজমান থাকবে, অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত হয়ে নতুন প্রজন্ম নব উদ্দীপনায় দেশমাতৃকার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে। একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ইতোপূর্বে কোন সরকারের আমলেই প্রকল্প গ্রহণে এরূপ কোন গুরুত্বই আরোপ করা হয়নি এবং এরূপ গুরু দায়িত্ব পালনেও এলজিইডি'কে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম, এমপি, মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলায় "তেরশ্রী শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ" এর শুভ উদ্বোধন করেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহিদুর রহমান উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স

দেশের প্রতিটি উপজেলায় ৭,৫০০ বর্গফুট আয়তনের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে

সারনি-১১ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে গৃহীত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন কাল	কার্যক্রম	বাস্তবায়নের পর্যায়
১	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প	২২.৯৬	জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৪	৩৫টি জেলায় ৬৫টি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ	চলমান
২	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প	১,০৭৮.৫০	জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৫	৪২২টি উপজেলায় ৫-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৩-তলা ভবন নির্মাণ। প্রতিটি ভবনের ফ্লোর এরিয়া ২৫০০ বর্গফুট	৫০টি উপজেলায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে
৩	ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প	২২৭.৯৭	জানুয়ারী ২০১২ - জুন ২০১৫	ভূমিহীন ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৪৮৪টি উপজেলায় প্রতিটি ৫০০ বর্গফুট আয়তনের ৩ কক্ষ বিশিষ্ট ২,৯৭১টি বাসস্থান নির্মাণ	সবগুলির কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ৮০টি ভবন নির্মাণ সমাপ্তির পথে
৪	মুক্তিযোদ্ধা ভবন নির্মাণ প্রকল্প	৬৫.৪৭	ডিসেম্বর ২০১৩ - জুন ২০১৫	ঢাকাস্থ কাকরাইলে প্রতি ফ্লোর ৭,৫০০ বর্গফুট আয়তনের ১৮-তলা বিশিষ্ট একটি বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ	প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে
৫	মিরপুরস্থ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এলাকার ৯.২৪ একর জমির উপর 'মুক্তিযোদ্ধা পল্লী নির্মাণ' প্রকল্প	৬৯০.০০	জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৫	প্রতিটি ফ্লোর ১০০০ বর্গফুট আয়তনের ১৫-তলা বিশিষ্ট ২৪টি ভবন নির্মাণ। কমপ্লেক্সে খেলার মাঠ, ধর্মীয় উপাসনালয়, লেক, ওয়াকওয়ে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে। প্রথম পর্যায়ে ২৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮টি ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।	প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা

দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণের উপর বর্তমান সরকার শুরু থেকেই বিশেষ জোর দিয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সেবা প্রদান এবং তাদের নাগরিক সুযোগ সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য 'একই ছাদের নিচে সকল সেবা প্রদান' কে বর্তমান সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠানো নির্মাণ একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের একটি নির্দিষ্ট জায়গা হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সকে সবচাইতে উপযোগী অবকাঠামো হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যাতে বিভিন্ন সেবাসমূহ একই জায়গা থেকে প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌছে দেয়া সম্ভব হয়। এই কমপ্লেক্সসমূহে, সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সেবা প্রদানকারী সংস্থা/বিভাগ যেমন এলজিইডি, বিআরডিবি, ডিপিএইচই, কৃষি বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, প্রাণী সম্পদ বিভাগ এবং আনসার ও ভিডিপি এর দপ্তর রয়েছে। ফলে, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সুবিধাদি যথাসময়ে স্থানীয় জনগনের কাছে পৌছানো, কৃষি-মৎস্য, পশুসম্পদ উৎপাদনে কারিগরী সহযোগিতা, জনস্বাস্থ্য সেবা প্রদান সহ বিভিন্ন সেবা একই জায়গা থেকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সহজ হয়েছে। একই সাথে, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনায় মাঠ পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগও বেড়েছে। ইউনিয়ন পরিষদসমূহের

কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা ও সত্যিকারভাবে নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। নবনির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন'কে কেন্দ্র করে প্রত্যন্ত এলাকাগুলো'র সাথে, গ্রোথ-সেন্টার, হাট-বাজার ইত্যাদির সাথে অধিকাংশ জায়গায় সংযোগ সড়ক স্থাপিত হওয়ায় প্রত্যন্ত এলাকাগুলো'তেও উন্নয়নের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। নবনির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন'গুলোর প্লিন্থ সর্বোচ্চ বন্যা লেভেলের উপরে নির্ধারন করায় বন্যা কবলিত প্রত্যন্ত এলাকায় এগুলো বন্যাশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের ফলে সরকার কর্তৃক দুঃস্থদের ত্রান বিতরন, বয়স্কভাতা প্রদান, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রদান, আইনি-শালিশী সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রমের গতি ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স সমূহে এলজিইডি'র মাধ্যমে কম্পিউটার এবং ইউপি সচিবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারের অন্য একটি প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব ইউনিয়ন পরিষদ এখনো নির্মিত হয় নাই, সেখানেও কম্পিউটার প্রদান এবং দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। কাজেই, সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'তথ্য সেবাকেন্দ্র' হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রাখছে।

স্থানীয় সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো উপজেলা পরিষদ। রূপকল্পের অঙ্গীকার, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও স্থানীয় সরকার ক্ষমতায়নের অংশ হিসেবে, সরকার উপজেলা পরিষদ সমূহকে আরো ক্ষমতায়ন এবং কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক উপজেলার জন্য উপজেলা ক্যাম্পাস মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে, ষাটের দশকে এবং পরবর্তীতে নির্মিত ২০০টি উপজেলার জরাজীর্ণ ভবন পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণে 'উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারিত ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা এলজিইডি'র তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপজেলা ক্যাম্প্যাস মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবেএরূপ সম্প্রসারণের মাধ্যমে নির্মিত কমপ্লেক্স গুলি গড়ে প্রায় ২১০০০ বর্গফুট বৃদ্ধি পেয়ে পূর্বেকার প্রায় ১৯,০০০ বর্গফুট থেকে ৪০,০০০ বর্গফুট আয়তনের স্থান সংকুলান করবে। ফলে, উপজেলা পরিষদগুলোতে সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন সহ মিলনায়তন নির্মিত হচ্ছে যা উপজেলা প্রশাসন তথা স্থানীয় সরকারকে অধিকতর কার্যকর করবে। এ যাবত ৫৫টি উপজেলায় এ কাজ চলমান রয়েছে এবং ১৭টি কমপ্লেক্স ভবন সম্প্রসারণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য উপজেলায় ও এ কার্যক্রম শুরু হবে। নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ এবং নবসৃষ্ট মোট ১৯টি উপজেলায় উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নতুনভাবে নির্মাণের জন্য ১৮৮.৫৫ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে আরও একটি প্রকল্প এলজিইডি বাস্তবায়ন করছে যার মধ্যে মোট ১৪টির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এলজিইডি, বিগত পাঁচ বছরে এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১,২০,৪৫০ জনদিবসের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, যা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সফল পরিচালনায় অত্যন্ত সহায়ক হচ্ছে।

বিকাশমান শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের সহজলভ্যতার কারণে বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণ ঘটছে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে জরুরী হয়ে পড়েছে সময়োপযোগী নাগরিক সুবিধার মান বৃদ্ধি, সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে নগর উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিকদের সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এলজিইডি দেশের পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নগর সৌন্দর্য, জলাশয় সংরক্ষণ, সড়ক বাতিসহ নগরের দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জীবন মানোন্নয়নে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, বস্তি অবকাঠামো উন্নয়নে আধুনিক ও সময়োপযোগী সেবা নিশ্চিত করছে। বিশেষতঃ এই সেবা নিশ্চিত করতে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে দক্ষ জনবল তৈরীতে নানাবিধ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। আধুনিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের অধিকাংশ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে বর্তমানে কম্পিউটারাইজ ট্যাক্স বিল, ট্রেড লাইসেন্স প্রদান প্রবর্তন করা হয়।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে নগর উন্নয়নের সকল কর্মকাণ্ডে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। পৌরসভাসমূহে Town Level Coordination Committee (TLCC) এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম। TLCC সভায় সদস্যদের উপস্থিতি এবং মতামত নগর উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। একইভাবে Ward Level Coordination Committee (WLCC) এবং CBO সমূহ নিজ নিজ এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ মূলত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের দ্বার উন্মোচন করেছে। উল্লেখ্য, সরকার সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর। সেলক্ষ্যে এলজিইডি নগর সেক্টরের সকল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে নারীর তুলনামূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া বস্তি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নগরে বাস করা দরিদ্র নারী ও বস্তিবাসী, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উন্নততর জীবনযাপনের সুযোগ লাভ করছে। এ সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের কারণে নগরগুলো ক্রমশঃ সুশাসনের আওতায় আসছে।

দারিদ্র্য হ্রাস
জনগণের জীবনমান উন্নয়ন
সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও
নারীর ক্ষমতায়ন

দারিদ্র্য হ্রাসের সমন্বিত কৌশল

বিশ্বব্যাংকের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০০০-২০১০ সময়কালে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪৯% থেকে ৩১.৫% এ হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ এই সময়কালে প্রায় ২.৮০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যের বৃত্ত থেকে মুক্ত হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের এই হার অব্যাহত থাকলে ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৩.৩৪% ও ২৬.৫১% এর মধ্যে নেমে আসবে। এ সময়কালে নারী প্রতি সন্তান জন্ম হার ৩.৩জন থেকে ২০১১ সালে ২.৩জনে নেমে এসেছে, পল্লীতে শ্রমিক মজুরী বেড়েছে এবং কৃষি খাতে শ্রমিক অধিকতর মজুরীতে শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান পেয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে দেশের হতদরিদ্রদের দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সাফল্যে ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখা প্রয়োজন। দেশের জনগণের দারিদ্র্য মুক্তির প্রয়াসে ভূমিকা রাখা অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে এলজিইডি'ও বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিশেষ করে বর্তমান সরকারের আমলে সরকারের অনুপ্রেরণা ও সহায়তায় এলজিইডি'র এই প্রচেষ্টা তীব্র গতি পেয়েছে।

দারিদ্র্য হ্রাস বা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য, দরিদ্রের জন্য সম্পদ সৃষ্টি বা সম্পদে অভিগম্যতা সৃষ্টি (Access to assets) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন একাডেমিক জার্নালে এবং দারিদ্র্য হ্রাস বিষয়ক প্রকল্প প্রস্তাবনায় দরিদ্রের সম্পদকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়।

* ভৌত সম্পদে অভিগম্যতা (Access to physical asset)ঃ ভৌত সম্পদ হলো রাস্তা, ব্রিজ, হাট-বাজার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ইত্যাদি। এসব অবকাঠামো হলো দারিদ্র্য মুক্তির মহাসড়ক। অন্যান্য সহায়ক সম্পদ সৃষ্টি হলে, এই অবকাঠামো ব্যবহার করে দারিদ্র্য মুক্তির বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়।
* প্রাকৃতিক সম্পদে অভিগম্যতা (Access to natural asset) ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- নদী, খাল-বিল, জলাশয়, ভূমিতে সহজে মালিকানা কিংবা ব্যবহারের সুযোগ।
* মানব সম্পদ (Human Asset) ঃ মানব সম্পদ হলো মানুষের মেধা, শ্রম যোগ্যতা এবং দক্ষতা। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, তাদের মেধা এবং শ্রম আরও কার্যকর করে দারিদ্র্য মুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

সামাজিক সম্পদ-মানব সম্পদ উন্নয়ন করে দরিদ্র নারীদের এ রকম আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা হয়েছে

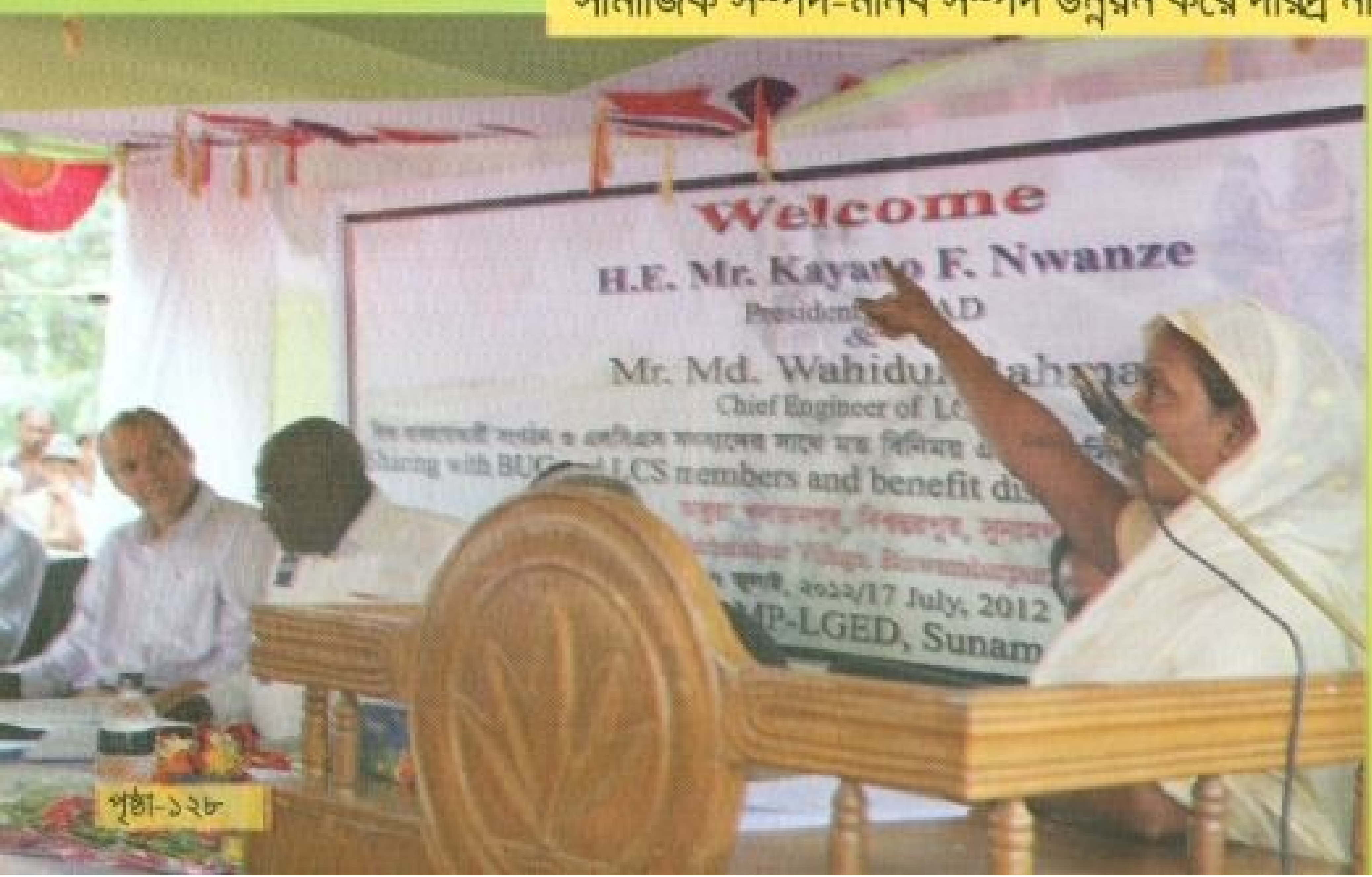

* সামাজিক সম্পদ (Social Asset) ঃ দারিদ্র্য মুক্তির জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো আত্মবিশ্বাস। দলগঠন, যোগাযোগ ও সহযোগিতা আত্মবিশ্বাসের ভিত তৈরী করে দেয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণের বীজ বপন করে।
* আর্থিক সম্পদ (Financial Asset) ঃ স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যমুক্ত হয়ে স্বনির্ভরতার জন্য প্রয়োজন উদ্যোক্তা (Entrepreneur) হিসেবে গড়ে ওঠা। এর জন্যই দরকার ঋণ সুবিধা এবং ব্যবসা সম্পর্কিত প্রায়োগিক ধারণা।

উপরোক্ত পাঁচটি সম্পদের মধ্যে কমপক্ষে তিনটি সম্পদে অভিগম্যতা (Access) থাকলে, দারিদ্র্য মুক্তির পথ সহজ হয়ে যায়। এলজিইডি'র পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সকল কর্মকান্ডে দারিদ্র্য বিমোচনকেই অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে প্রকল্পগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। রূপকল্পের প্রধানতম লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মকৌশল এবং রূপকল্পের লক্ষ্য একই ফলাফলের প্রয়াসী।

এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন ভূমিকা রাখে। উপরে বর্ণিত পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতা ছাড়াও নিয়মিত কর্মসংস্থান দারিদ্র্য বিমোচনে বিরাট ভূমিকা রাখে। এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম বছরে প্রায় ১২১২.১৬ লক্ষ জনদিবস দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। একই সাথে নির্মিত পল্লী অবকাঠামোসমূহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রধানতম সম্পদে পরিণত হয়ে যায়। এ সম্পদই দ্রুত দারিদ্র্য মুক্তির সিঁড়ি হিসেবে বিবেচিত হয়ে স্বনির্ভরতার দরজা খুলতে সাহায্য করে।

দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত এলজিইডি'র কিছু বিশেষ প্রকল্প

যেহেতু দারিদ্র্য মুক্তির জন্য পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতা প্রয়োজন, কাজেই এলজিইডি'র কর্মকাণ্ড শুধু ভৌত সম্পদ (Physical Asset) নির্মাণেই সীমাবদ্ধ নয়। এলজিইডি অন্যান্য প্রকৌশল সংস্থার মত গতানুগতিক ও নিয়মিত কর্মকাণ্ডে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করে, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অপরিহার্য পাঁচটি সম্পদ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পল্লী, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরে, এলজিইডি'র ৮টি প্রকল্প অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি কমিউনিটি গ্রুপ গঠন, ঋণ, প্রশিক্ষণ প্রদান করে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী করছে। একই সাথে কার্যকর ব্যবসা উদ্যোগের প্রশিক্ষণ সহ ঋণ প্রদান করে তাদের স্থায়ীভাবে স্বনির্ভর ও উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। এ সকল প্রকল্পের আওতায় বর্তমান সরকারের আমলে ৫ লক্ষের অধিক দরিদ্র মানুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ১,৭৫,০০০টি কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন/পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি/গ্রাম সংগঠন/লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি গঠন, ২৩৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান এবং প্রায় ৯৫০ কোটি টাকা ব্যক্তিগত সঞ্চয় তহবিল গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে পল্লী অঞ্চল এবং নগর অঞ্চলে যথাক্রমে ৬টি এবং ২টি প্রকল্প কাজ করছে। নিম্নে এলজিইডি'র এ ধরণের কয়েকটি প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সিবিআরএমপি) এলজিইডি'র আওতাধীন একটি দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প। দেশের অন্যতম দরিদ্র হাওড়এলাকা হিসেবে সুনামগঞ্জ জেলায় আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর আর্থিক সহায়তায় ২০০৩-২০১৪ সাল মেয়াদে এটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সুনামগঞ্জ জেলায় বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ দরিদ্র জনগণের স্বার্থে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এলজিইডি'র আওতাধীন দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পসমূহের মধ্যে এটি একটি অন্যতম প্রকল্প যাতে দরিদ্রদের পাঁচটি সম্পদের অভিগম্যতা/ মালিকানা প্রদান করা সম্ভবপর হয়েছে। যেমন, সড়ক/বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে এদের দারিদ্র্যমুক্তির মূল অবকাঠামো প্রদান করা হয়েছে, জলমহাল/বিলে মালিকানা প্রদানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদে অভিগম্যতা প্রদান করা হয়েছে, কম্যুনিটি দল গঠনের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, নেতৃত্ব ও আত্মবিশ্বাস গড়ে দেওয়া হয়েছে, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করা হয়েছে এবং সর্বোপরি সঞ্চয় গঠন/ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এদের উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য আর্থিক ভিত তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। উপরোক্ত পাঁচটি সম্পদে অভিগম্যতা সহজ হওয়ায়, এই প্রকল্পটি দারিদ্র্যমুক্তির জন্য একটি সবচেয়ে কার্যকর প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দারিদ্র্যমুক্তির জন্য প্রকল্পটির কৌশল ও সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ক) শ্রমঘন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নঃ

দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ৩৩৩.৯৮ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক তৈরী হয়েছে যার বড় একটি অংশ কমিউনিটি নিজেরাই ৫,০৫১টি লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস) -এর মাধ্যমে নির্মাণ করেছে এবং ৭৬,০০৩ জন এলসিএস সদস্য আর্থিক ভাবে সরাসরি লাভবান হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে, প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাপকভাবে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তা লক্ষনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকল্পে ২৫৯৫টি টিউবয়েল স্থাপন, পানির আর্সেনিক দূরীকরণের জন্য ১,২৬১টি সনোফিল্টার বিতরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থার জন্য ৭৮,৪০৬টি ল্যাট্রিন স্থাপন এবং সামাজিক ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৯টি বহুমূখী গ্রামকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে যার মাধ্যমে ইউনিয়নভুক্ত সংগঠনসমূহ তাদের সভা ও প্রশিক্ষণ, বন্যার সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে এবং এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডসমূহ পরিচালনা করতে পারছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ১৯টি গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল তৈরী করা হয়েছে যা ১৯টি গ্রামের অধিবাসির জীবন রক্ষা ও জীবনের মান উন্নয়ন বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এই অঙ্গের মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৯,৮৭৬ জন সদস্যকে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা গেছে।

খ) মৎস্য উন্নয়নঃ

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় এই প্রকল্প ৩০০টি বিলের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বর্তমান সরকারের আমলে ২৩৫ টি বিল (৫৬৫৪.৬৩ একর) ৮,৪১৯ জন দরিদ্র মৎস্যজীবিদেরকে (২,০৮১ জন মহিলা) দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করেছে যা সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এরূপ ব্যস্থাপনার লক্ষ্যণীয় সুফল হচ্ছে প্রায় প্রতিটি বিলে মৎস্য উৎপাদন ও প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইজারা মূল্য হিসেবে সরকারের কোষাগারে প্রায় দুই কোটি আশি লক্ষ টাকা জমা। এছাড়া, প্রায় সাড়ে তের লক্ষ কেজি মৎস্য আহরণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে একজন মৎস্যজীবি বার্ষিক সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং ২৩২টি 'বিল ইউজার গ্রুপ (বিইউজি)'র ৬৮৬৩ জন সদস্যের মধ্যে সর্বমোট ৫.৭ কোটি টাকা লভ্যাংশ বিতরণ ও ২.৮ কোটি টাকা মজুরী হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। মাছের আবাসভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি এ পর্যন্ত ১৯০টি বিল পুনঃখনন, ৬৯.৯৫ কিলোমিটার বিল-সংযোগ খাল তৈরী, ৫৮টি অভয়াশ্রম স্থাপন,৭১টি বিলে ২,৬৪,১৭০টি জলজ বৃক্ষরোপণ এবং ১১৫টি বিলের সীমানা চিহ্নিত পিলার স্থাপন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮,৪১৯জন সদস্যকে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার কাজে দক্ষ করা হয়েছে। এছাড়া মাসিক মিটিং, সঞ্চয় আদায় ও নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার ফলে নুতন নেতৃত্ব বিকাশের পথ সুগম হয়েছে।

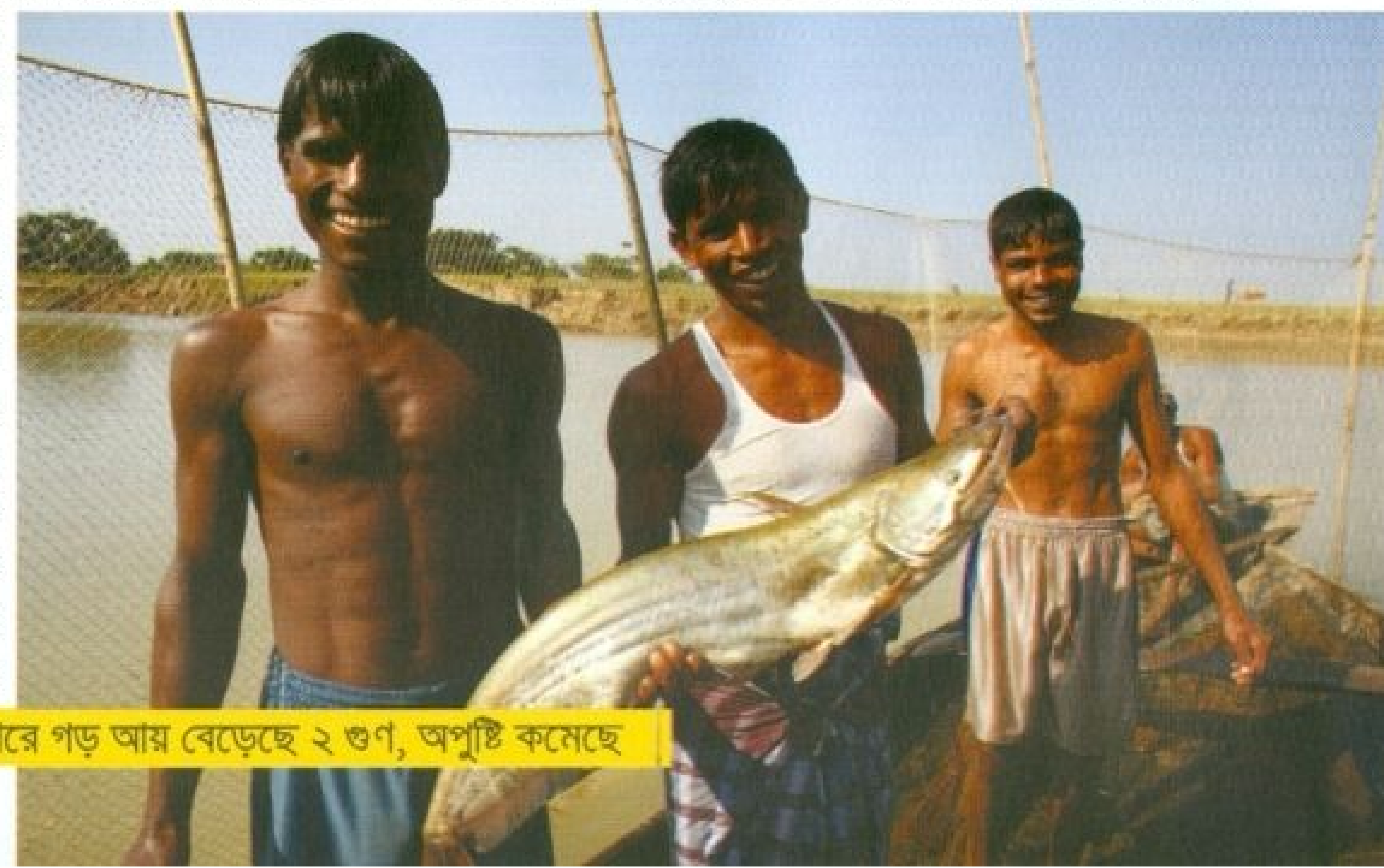

প্রকল্পের আওতাভুক্ত জেলে পরিবারে গড় আয় বেড়েছে ২ গুণ, অপুষ্টি কমেছে

গ) কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নঃ

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে BRRI, DAE, BARI, DLS সহায়তায় সম্ভাবনাময় ফসলের প্রচলনের জন্য কৃষকের অংশগ্রহণমূলক মাঠ গবেষণা, গবেষণালব্ধ ফসলের সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী ও বীজ সহায়তা কর্মসূচি, পতিত ও এক ফসলি জমির সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে সেচ সুবিধা নিশ্চিতকল্পে ৬টি বারিড পাইপ স্থাপন ৩টি সাবমার্জিবেল ড্যাম নির্মাণ এবং প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে উন্নত জাত সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের জন্য ৪টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন, ২০টি উন্নত ষাড় সরবরাহ, পারিবারিকভাবে ভেড়ার খামার গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৬৮জন অতিদরিদ্র মহিলার মধ্যে ২০৪টি ভেড়া বিতরণ, ৪০০৯টি সোনালী মুরগীর বাচ্চা সরবরাহ, প্রাণিসম্পদের রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২১৪জনকে প্রশিক্ষণ ও কিটবক্স প্রদান করে ভ্যাকসিনেটর হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে যারা এ পর্যন্ত ১,০৮৬টি ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ২,৮৩,৭২৮টি পশুর টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক ঔষধ সেবন নিশ্চিত করেছে, বসতবাড়ীতে স্থাপনযোগ্য ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটানোর জন্য ৮টি মিনি হ্যাচারীর মতো লাগসই প্রযুক্তি সরবরাহসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা গ্রামের কৃষকদের, বিশেষ করে মহিলাদের বিকল্প আয় ও জীবনমান বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ৮২টি নার্সারি স্থাপন ৬২টি বিভিন্ন ফলের বাগান তৈরী, ৩০,০০ট সায়ন(বাডিং) স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় নিম্ন জাতের বরই গাছ উন্নত জাতের গাছে রুপান্তর করা হয়েছে। এডাপটিভ রিসার্চ ট্রায়ালের মাধ্যমে

পরামর্শ, প্রযুক্তি, ঋণ সহায়তা আর মানুষের উদ্যোগ এনে দিয়েছে দারিদ্য হ্রাসে বিশাল সফলতা

প্রাপ্ত হাওর এলাকায় চাষের উপযোগী জাতগুলো হলোঃ আমন ধান (ব্রি ধান-৩৩, ব্রি ধান-৪৪ ও ব্রি ধান ৪৬), সরিষা(বারি-৯, বারি-১১), গম(শতাব্দি), আলু(কার্ডিনাল, ডায়মন্ট), মুগবিন(বারি-৫,বারি-৬), মিষ্টি কুমড়া(বারি-১, বারি-২, সুইটি), শিম(বারি-১ বারি-৪)। ৭,৯২৯ জন দক্ষ খামারীর প্রদর্শনী ৭৭,৭৫৭ জন কৃষকের মাধ্যমে কর্মকান্ড সম্প্রসারিত হয়ে প্রতি ক্ষেত্রে ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।।

ঘ) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

এ পর্যন্ত প্রকল্পটির অধীন ৮৫০জন পুরুষ ও ২,১৪৫জন মহিলা সিও সহ সর্বমোট ২,৯৯৫টি সংগঠন গঠন করা হয়েছে যার মোট সদস্য সংখ্যা ৮৬,৭৩৭জন। এদের মধ্যে ২৫,১৯৪জন পুরুষ এবং ৬১,৫৪৩জন মহিলা। সদস্যগণ কর্তৃক সঞ্চয়ী জমার পরিমাণ ১২.২৩ কোটি টাকা। ২৭,৭৮১জন সদস্যের মধ্যে মোট ১১.৬৮ কোটি টাকা সঞ্চয় ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প তহবিল হতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে মোট ৩৫,৬৩৩জন সদস্যের মধ্যে ২২.৭০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণ সহায়তার ফলে ১৪,০৮৬জন পুরুষ এবং ৩০,৬৫৬জন মহিলা সদস্য আয়বর্ধক কর্মকান্ড হাতে নিতে পেরেছেন। বিতরণকৃত এ সকল ঋণের বিপরীতে এ পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের হার ৯৮%। বিভিন্ন কর্মকান্ডে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মোট ৩৫,২৭৭জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সাংগঠনিক কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সকল নারী-পুরুষ ঋণ সংগঠনকে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

ব্যতিক্রমধর্মী এই প্রকল্পটি দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অতি দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায় মহিলাদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে ২০০৮-২০১৩ মেয়াদে এলজিইডি বাস্তবায়ন করেছে। দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচটি সম্পদের মধ্যে চারটি সম্পদে (সরকারী সম্পদ, সামাজিক সম্পদ, মানব সম্পদ, আর্থিক সম্পদ) অভিগম্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে এই প্রকল্পে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন ও তাদের স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে, এলজিইডি'র সড়কসমূহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করার পাশাপাশি দেশের ৫১,৭৪০ জন গ্রামীণ মহিলার বছরব্যাপী কর্মসংস্থান করা হয়েছে। একই সাথে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মাধ্যমে, তাদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শ্রমিকগণকে আত্মনির্ভরশীল উদ্যোক্তা হিসেবে সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য তাদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ ব্যাংক একাউন্টে জমা করে রাখা হয় যা প্রকল্প শেষে অথবা প্রকল্প চলাকালীন তারা ব্যবহার করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে, প্রকল্পের কর্মকর্তাসহ কৃষি-মৎস্য-পশুপালন বিভাগের সহযোগিতায় তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক মহিলাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ শেষে তাদের সঞ্চিত অর্থ ৭৫ হাজার টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে যেন তারা এ সঞ্চয় এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভর হতে পারে। বর্তমান সরকার অনুরূপ কর্মসূচি RERMP-2 অনুমোদন করেছে। উক্ত নতুন কর্মসূচিতে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে মজুরী প্রদান করতঃ ৫৯১৮০ জন দুঃস্থ মহিলা কর্মীকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করা হবে। প্রকল্পটি জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত ৪-বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

কর্মসংস্থান-সংগঠন তৈরী-সঞ্চয় বৃদ্ধি-উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, প্রায় ৫২,০০০ নারীকে স্বাবলম্বী করেছে

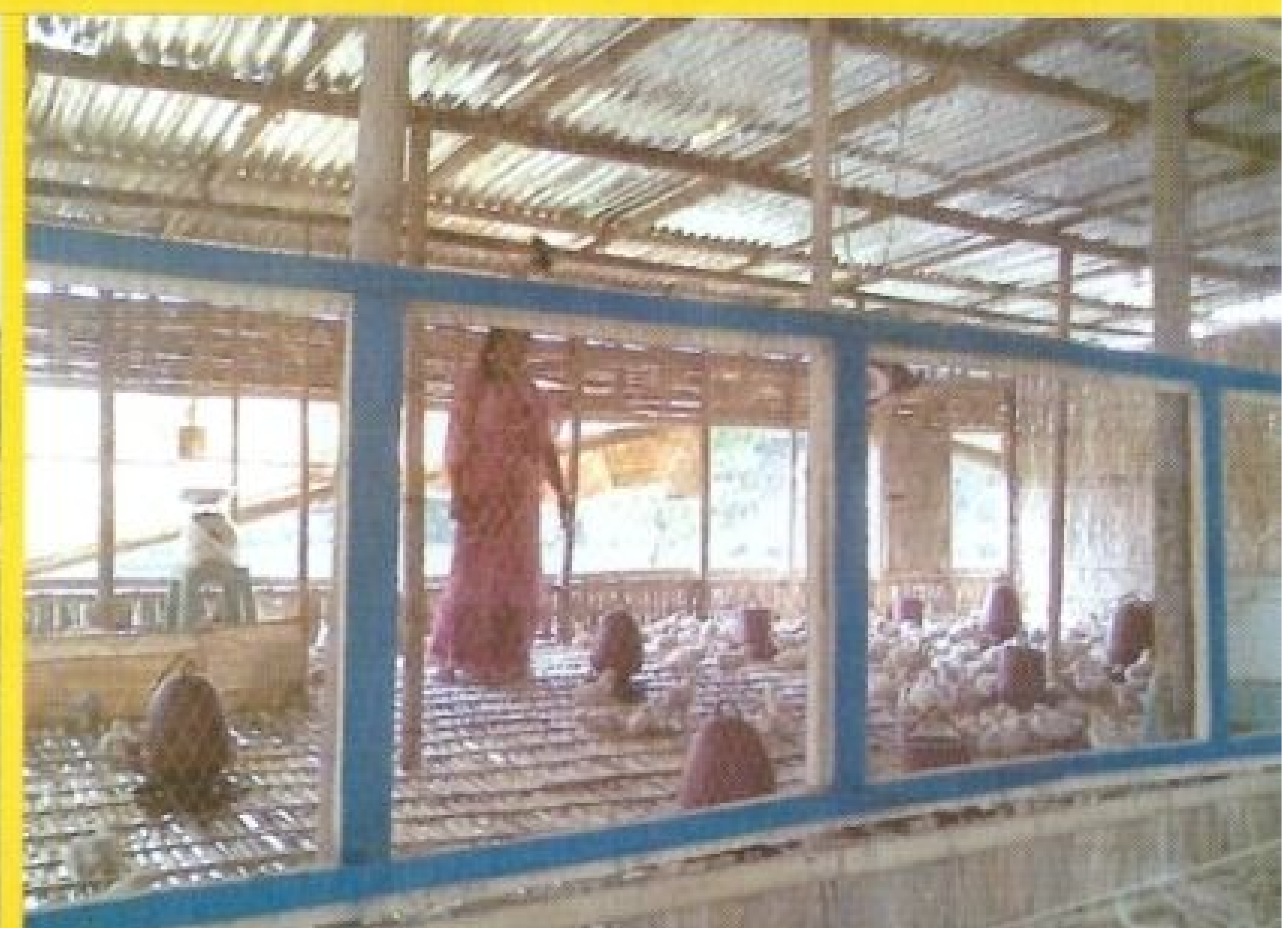

চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

চর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্পটি ইফাদ, নেদারল্যান্ড সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী ৫টি জেলার চরাঞ্চলের ২১টি দুর্যোগপ্রবণ উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০০৬ সালে শুরু হয়ে প্রকল্পটি ২০১৩ সালের জুন মাসে সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়। চর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা ভূমিহীন, প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র-মাঝারী উৎপাদকের দরিদ্র নিরসন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় উৎপাদন বৃদ্ধি তথা জীবন জীবিকা উন্নয়নের জন্য নানাবিধ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্পটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়াও, বাস্তবায়িত ভৌত কর্মসূচির মধ্যে আছে প্রকল্প এলাকায় ৬৬টি গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন, ৪৩২ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ, কৃষি এবং অকৃষি পণ্য বহনের সুবিধার্থে বাজার সংলগ্ন ১৯টি ঘাট নির্মাণ। ১৬৫ কিলোমিটার সড়কে বৃক্ষরোপণও করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬৬টি বাজারে অবকাঠামো নির্মাণ, ৪০ কিলোমিটার এইচবিবি সড়ক নির্মাণ ও ১৬৫ কিলোমিটার সড়কে বৃক্ষরোপণ দুঃস্থ মহিলাদের সমন্বয়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) গঠন করে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস হচ্ছে, দুঃস্থ এবং বিত্তহীন মহিলারা শ্রমিকদল গঠনের মাধ্যমে চিরাচরিত ঠিকাদার প্রথার পরিবর্তে নিজেরাই কাজ করে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে দৈনিক নগদ মজুরী পেয়েছে এবং ঠিকাচুক্তি মোতাবেক লভ্যাংশ অর্জনের মাধ্যমে দু'ধরণের আর্থিক সুবিধা পেয়েছে।

হতদরিদ্র মহিলাদের ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৬৬টি বাজারের মধ্যে ১৪টি বাজারে ১৪টি মহিলা বাজার সেকশন করা হয়েছে। প্রতিটি সেকশনে ৪-৬টি দোকানঘর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় ৭০ জন মহিলা ব্যবসায়ী দোকান বরাদ্দ নিয়ে ক্ষুদ্রাকারে একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন ব্যবসা পরিচালনা করে তাদের পরিবারের জীবিকা নিশ্চিত করেছে।

মোট ২,৭৫০ জন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক বাজার অবকাঠামো, এইচবিবি, সিসি ব্লক এবং আরসিসি সড়ক নির্মাণে যুগপৎ ভাবে শ্রমিক এবং ঠিকাদার হিসেবে অংশগ্রহণ করে দৈনিক নগদ মজুরী হিসেবে পেয়েছে ২.৫৮ কোটি টাকা এবং চুক্তিমূল্যের লভ্যাংশ পেয়েছে ১.৯ কোটি টাকা। দৈনিক মজুরী থেকে সঞ্চয়কৃত অর্থ এবং কার্যশেষে প্রাপ্ত মুনাফা বিভিন্ন আয়-বর্ধক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করে তাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধন করেছে। বন্ধকি জমি মুক্ত, ক্ষুদ্রাকার কৃষি জমি ক্রয়, গবাদি পশু ক্রয়, শাক-সব্জী চাষ, জলাশয়ে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় সম্পৃক্ত হয়ে খাদ্য নিরাপত্তা ও পারিবারিক আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করেছে।

প্রকল্পের প্রত্যক্ষ সুফলভোগী জনসংখ্যা হচ্ছে মোট ৪০,০০০। মোট ২০০০ দলের

মাধ্যমে এদেরকে সংগঠিত করা হয়েছে। দলের ৯০% সদস্য দরিদ্র মহিলা। বিভিন্ন আয় ও উৎপাদনবর্ধক কর্মকান্ডে সহায়তার জন্য প্রকল্পে নিয়োজিত এনজিও এ পর্যন্ত ২৩ কোটি টাকা মোট ৪৫,১২০ জনকে বিতরণ করেছে। এছাড়া, মোট ৬,৭৯৮ জন ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীকে মোট ৭.৯ কোটি টাকা মৌসুমী ঋণ প্রদান করা করেছে। ফলে কৃষকদের আয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিবারের আর্থিক অনটন নিরসন হয়েছে। কৃষিজ পণ্য উৎপাদন, পণ্য বিপণন, বাজারজাত করণ এবং কৃষিজ উপকরণ সরবরাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারিগরী সহায়তা প্রদানের ফলে মোট ১৮,৫২৫ জন উৎপাদক উপকৃত হয়েছে এবং তাদের আর্থিক সফলতা এসেছে।

কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২ ঃ
গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, গ্রামীণ দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা এবং ন্যায্য মজুরী নিশ্চিত করে দারিদ্র্য কমিয়ে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে ডানিডা সহায়তাপুষ্ট এই প্রকল্প পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর এই ৪টি উপকূলীয় জেলার ১০টি উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকল্পের অধীনে ১০ টি উপজেলার ৫৯৫টি কেন্দ্রে ৪-মাস ব্যাপী ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষতঃ নারীদের স্বাক্ষরজ্ঞান প্রদান থেকে শুরু করে সামাজিক সচেতনতা ও জ্ঞান, নারীর মানবিক অধিকার, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সঞ্চয় ও ঋণ ইত্যাদি বিষয়ে ৫৪,১৪০ জন নারীকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

এ প্রশিক্ষণের পর অথবা পাশাপাশি, এদেরকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যেন এরা শ্রমিক মজুরীসহ একই সাথে নির্মাণ কাজের একটি লভ্যাংশ পেয়েছে এবং একটি ভালো সঞ্চয় করতে পেরেছে। এই সঞ্চয়কে ব্যবহার করে স্থায়ীভাবে পারিবারিক দারিদ্র্য নিরসন কল্পে প্রকল্পের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ তৈরী করা হয়েছে। কৃষি সহায়তা কর্মসূচি-২, যার আওতায় আরআরএমএআইডিপি প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে, এর একটি অংশ হলো আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন কম্পোনেন্ট (আরএফএলডিসি)। মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকারকে সহযোগিতা দেয়াই এর অন্যতম কাজ। ফার্মার ফিল্ড স্কুলের মাধ্যমে আরএফএলডিসি বিভিন্ন আয়বৃদ্ধি ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এলসিএসভুক্ত মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের সাহায্যে আত্ম-কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে আনুষ্ঠানিকভাবে ফার্মার ফিল্ড স্কুল (এফএফএস) কেন্দ্রে হস্তান্তর করা হয়। ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত ১৫,০০৪ জন মহিলাকে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য এফএফএস কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যারা স্থায়ীভাবে আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছেন।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পসমূহ বিভিন্নভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে। প্রথমত, অনুৎপাদনশীল/কম উৎপাদনশীল জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সমবায় কার্যক্রম এবং ঋণদানের মাধ্যমে , তৃতীয়ত, পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি, এলজিইডি এবং সরকারী অন্যান্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন আয় বর্ধক কার্যক্রমের বিষয়ে প্রশিক্ষিত হয়ে এবং চতুর্থত, উপরোক্ত কর্মসূচিসমূহের সমন্বিত কার্যক্রমে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্নপ্রকাশ করার মাধ্যমে। উলেখ্য যে, সমবায় সমিতির সুদবিহীন ঋণদান কার্যক্রম বাংলাদেশের এনজিও-দের প্রচলিত ঋণদান কার্যক্রম অপেক্ষা অধিক কার্যকর। সমবায় সমিতিগুলোতে, যথাসময়ে নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং এর সদস্যদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলজিইডি, জনগণের ক্ষমতায়নসহ দারিদ্র্য বিমোচনে একটি সফল মডেল উপস্থাপন করেছে। অনেক সাফল্যের মধ্যে নিচে প্রদত্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে ক্ষুদাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অর্জিত সাফল্যের কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বিরানভূমিতে ফসল চাষ

নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় হরিডরা উপ-প্রকল্পটি এলজিইডি বাস্তবায়ন করার আগে স্থানীয় চাড়ালকাটা নদী বাহিত বালি ঐ এলাকার হাজার হাজার একর জমি ফসল আবাদের অনুপযুক্ত করে রেখেছিল। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চাড়ালকাটা নদী স্থানীয় জনগণের আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। খাল পুনঃখনন করে স্লুইসগেট নির্মাণের ফলে জমিতে বালি জমা বন্ধ হয়, সেচের জন্য পানি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়, শস্যের ফলন বৃদ্ধি পায় এবং খালের দু'পাশে শাক-সব্জি চাষ ও বৃক্ষরোপণ করা সম্ভব হয়। উপ-প্রকল্পটির দ্বারা হরিডর গ্রামের প্রায় ৫ হাজার কৃষক উপকৃত হয়েছে।

সব্জি চাষে আয় বৃদ্ধি

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় নির্মিত রনজনা ঝর্ণা খাল উপ-প্রকল্পে পানি সংরক্ষণ কাঠামো নির্মাণের সেচ পানি সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বোরো ও আমন মৌসুমে অনেক কৃষক সেচ পানি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। তবে সব্জি চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে রাবেয়া বেগম, লিপিয়ারা, কাশেম আলী, আলী আকবর সহ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ১৭ জন সদস্য সেচ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ পেয়ে সব্জি আবাদ করে উপার্জন বৃদ্ধি করেছে। আধা শতাংশ বা তার কম জমিতে সব্জি আবাদ করে তারা ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করতে সক্ষম হয়েছে। একই জেলার সুতিয়ার খাল উপ-প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কৃষক সদস্যদের অনেকেই উপার্জন বৃদ্ধির জন্য সব্জি চাষ করছেন। গত শীত মৌসুমে তারা ৮০,০০০ টাকা পর্যন্ত সব্জি বিক্রি করেছেন। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় লাগহাটা উপ-প্রকল্পে সমিতির সদস্য উন্নত জাতের সব্জি ও কুল চাষ, বৃক্ষ চারা নার্সারী, মাছ এবং গরু মোটা-তাজাকরণ করে আয় বৃদ্ধি করেছে।

টমেটো ও আম্রপালির চাষ করে আয় বর্ধন

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অগ্রণী উপ-প্রকল্পে সেচ পানি ব্যবহার করে ব্যাপকহারে টমেটোর চাষ শুরু হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় অনেক কৃষক আগাম টমেটোর চাষ করে বেশ লাভবান হয়েছেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকদের টমেটো চাষে উপযুক্ত প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। টমেটো চাষীরা ডিসেম্বর মাসে টমেটো বাজারজাত শুরু করে। এই আগাম বাজারজাতকরণের ফলে কৃষকেরা বেশ ভাল দামে টমেটো বিক্রি করতে পারে। এই উপ-প্রকল্পে সেচ নালার পাশে আম্রপালির বাগান করাতে সমিতির আয় বৃদ্ধি হয়েছে। এ ছাড়া সেচ বাবদ আদায়কৃত অর্থ থেকে খরচ মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ ব্যবহার করে সেচ নালা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে সেচ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমিতির নিজস্ব অর্থে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

কাটাখালে প্রাকৃতিক মাছ সমারোহ

হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত আরচ্যা কলকলিয়া পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পের মধ্যে ধানক্ষেত বা নিচু ভূমি, খাল, বাওড় ও পুকুর রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিজনা খালী ও কলকলিয়া নামে দু'টি খাল আছে। খাল দুটির আয়তন প্রায় ১৩ হেক্টর। কয়েক বছর আগে এসব খালে সারা বছরই প্রচুর প্রাকৃতিক মাছ পাওয়া যেত কিন্তু সাম্প্রতিককালে নদীর গতি পরিবর্তন এবং অধিক পলিমাটি ভরাট হওয়ার কারণে খাল দু'টিতে শুকনো মৌসুমে কোন প্রাকৃতিক মাছ পাওয়া যেত না। উপ-প্রকল্পটির মাধ্যমে খাল খনন হওয়ায় বর্তমানে খালে সারাবছরই বোয়াল, পুটি, টেংরা, টাকি, ফলি জাতীয় প্রাকৃতিক মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। খাল দু'টির কিছু অংশে মৎস্য অভয়ারণ্য সৃষ্টির মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে মজুদ ভিত্তিক মাছ চাষের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উন্নত জাতের ফসলের বীজ বর্ধন

রামপুর উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থা সমবায় সমিতি উন্নত জাতের ফসলের বীজ বর্ধন করে আয় বৃদ্ধি করেছেন। এই সমিতি নাটোর জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং সদর উপজেলার কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ ও সহযোগিতায় উন্নত জাতের ফসলের বীজ উৎপাদন শুরু করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ আণবিক কৃষি ইনিস্টিটিউট এবং ধান গবেষণা ইনিস্টিটিউটও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। সমিতি কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত অনুমোদনের ভিত্তিতে কৃষকদেরকে বীজ সরবরাহ করে যা ব্যবহার করে কৃষকেরা আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। বীজ বিক্রয়লব্ধ অর্থ রামপুর উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মূলধনকে বৃদ্ধি করায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম প্রসারিত হয়েছে।

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

এলজিইডি'র দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পটি মূলত: একটি নগর অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পৌরসভাসমূহের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। দেশের ৪৭টি পৌরসভায় প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্প হতে সুবিধা বঞ্চিত নারীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় পৌরসভাসমূহের মোট ১০,৮২০জন নারীকে সেলাই, বুটিক, কম্পিউটার, বিউটি পার্লার, হাঁস-মুরগী ও পশুপালন, মোবাইল সার্ভিসিং, সঞ্চয়, ইত্যাদি নানা ধরণের আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে বিনামূল্যে মোট ৭২৮জন নারীকে একটি করে সেলাই মেশিন, ১২৬৫জন নারীকে হাঁস-মুরগীর বাচ্চা এবং অনেক অসহায় নারীকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ সকল প্রশিক্ষণ ও সহায়তা গ্রহণ করে মোট ৬,৩৬৮জন নারী স্বাবলম্বী হয়েছেন।

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

২০১৫ সালের মধ্যে নগর কেন্দ্রিক ৩০ লক্ষ দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র বিশেষ করে নারী এবং কিশোরীদের জীবিকায়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার মূখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে ডিএফআইডি, ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ আর্থিক সহায়তায় ১০টি সিটি কর্পোরেশন এবং ১৪টি পৌরসভায় 'আরবান পার্টনারশীপ ফর পোভার্টি রিডাকশন (ইউপিপিআর)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

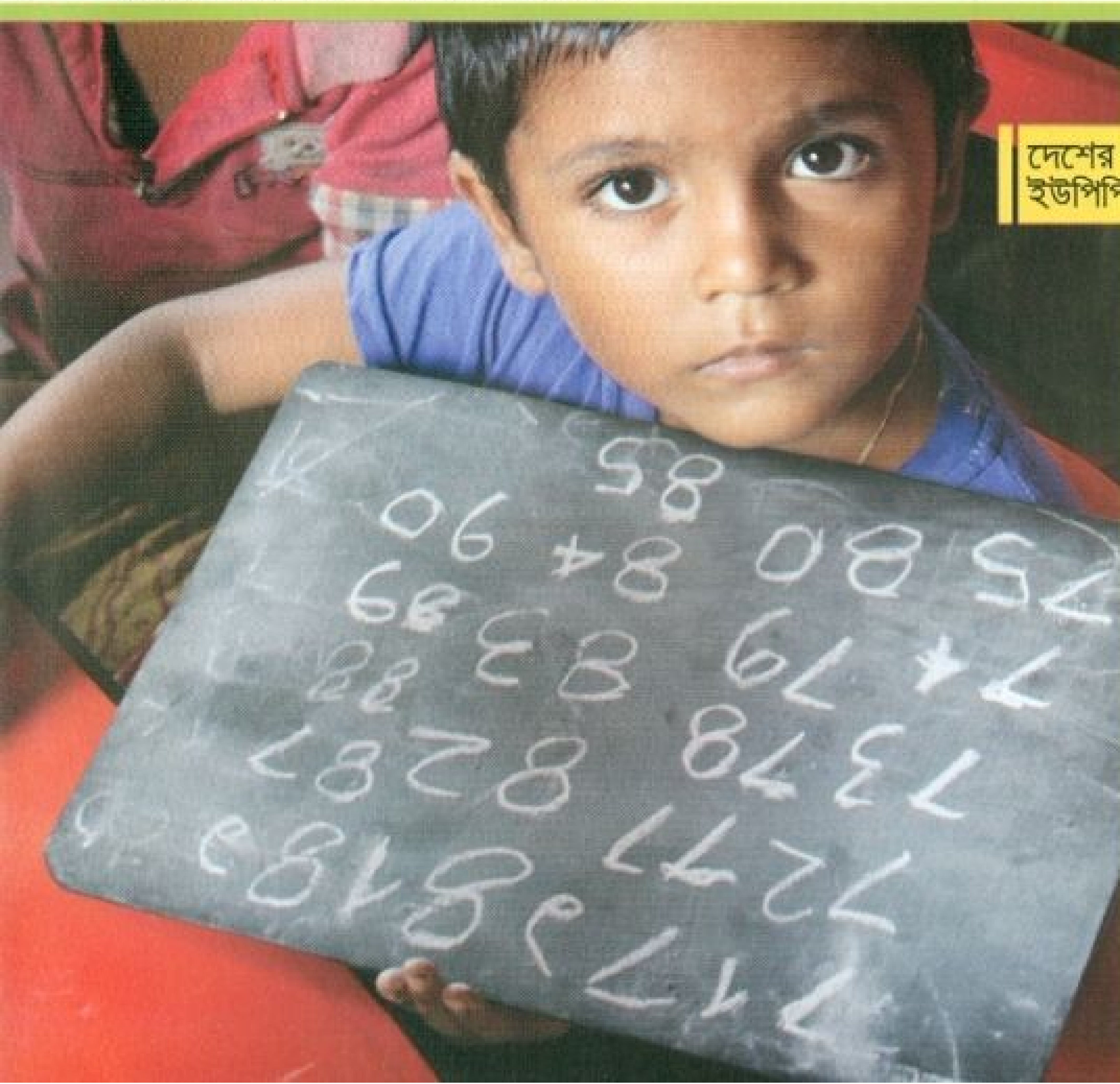

দেশের অগ্রযাত্রার জন্য সর্বত্র শিক্ষা সর্বাগ্রে:
ইউপিপিআর প্রকল্পের ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশু; বস্তির শিক্ষা গ্রান্ট প্রাপ্ত বালিকারা

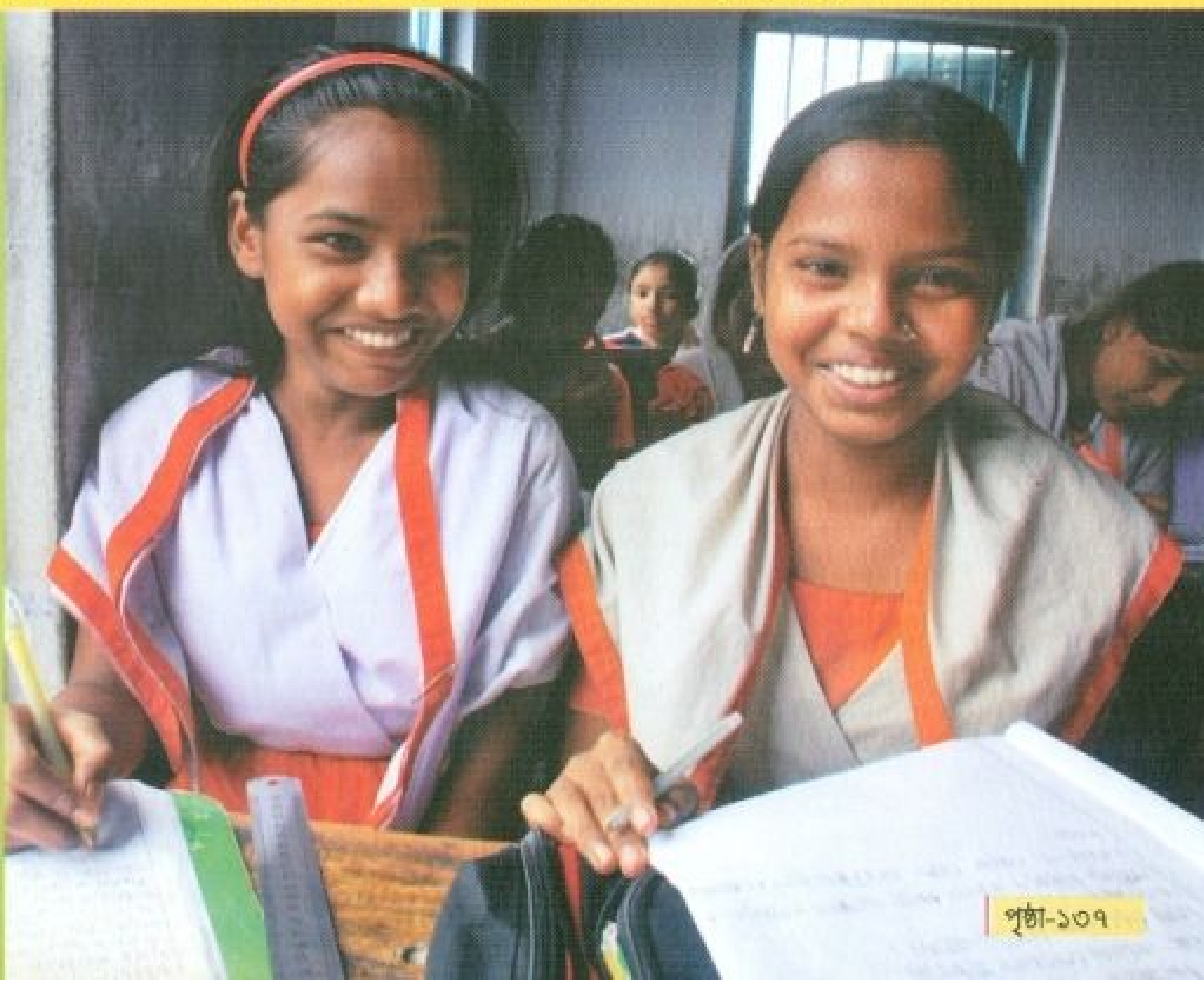

প্রকল্পভুক্ত এলাকার শহরে বসবাসকারী দরিদ্র ও গৃহহীনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভৌত, অর্থনৈতিক এবং সমাজ উন্নয়নমূলক সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা, কমিউনিটি, সরকার ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার জনবলের পাশাপাশি স্থানীয়/জনপ্রতিনিধিগণকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান, কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলার মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়ন প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অন্যতম।

সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় সুসংগঠিত নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী কার্যক্রম পরিচালনার সামর্থ অর্জন করবে, অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত এবং উন্নততর জীবনযাপনের নিরাপত্তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিশ্চিত হবে, জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র এবং হতদরিদ্র নগরকেন্দ্রিক ব্যক্তিদের আয় বাড়বে - এগুলোই প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রত্যাশা।

ইউপিপিআর প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা প্রাপ্ত নারীরা
এভাবেই স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে 'নারী-পুরুষের সমান সুযোগ/দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার' এই স্লোগান গুরুত্বের সংগে বিবেচিত হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এলজিইডি। এখানে রাজস্ব ও উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডারকে মূল ধারায় প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি জেন্ডার উন্নয়ন ফোরাম গঠন করা হয়েছে। এ ফোরামের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদের জন্য জেন্ডার সমতা কৌশল ও সেক্টর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা রয়েছে এলজিইডির। এক্ষেত্রে সেক্টর ভিত্তিক কার্যক্রম খুবই ব্যাপক। এ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগসমূহের মধ্যে রয়েছে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের নারী সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ, প্রত্যেক গ্রোথ সেন্টারে সম্পূর্ণভাবে নারীদের জন্য পৃথক স্থান নির্ধারণ এবং নারী বিপণী কেন্দ্র স্থাপন, নারী বিপণী কেন্দ্রসমূহ শুধুমাত্র নারী ব্যবসায়ী কর্তৃক পরিচালনা, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের সভাপতি/সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি, প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় ১ জন মহিলা কাউন্সিলরকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি জেন্ডার কমিটি গঠন এবং কমিটিতে ৪৭% মহিলা নির্বাচন, ১/৩ ভাগ নারী নিশ্চিত করে নগর সমন্বয় কমিটি এবং ৪০% নারী সদস্য নিয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন, সিবিও'র ১২ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটিতে ১/৩ ভাগ নারী সদস্য নেয়া, পানি সম্পদ সেক্টরের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটিতে কমপক্ষে ৩ জন মহিলা সদস্য রাখা, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে নারী শ্রমিকদল নিয়োগের মাধ্যমে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও চারা পরিচর্যার কাজ পরিচালন। ৯টি উপজেলার ৫৮টি কেন্দ্রে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের নারীদের সচেতনতা জ্ঞান, নারী মানবাধিকার, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ৪-মাসব্যাপী ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান এবং দুঃস্থ, গরীব ও ভূমিহীন নারীদের ক্ষুদ্র-ঋণ প্রদান।

সুনামগঞ্জের জাহেদা বেগম দেশের স্বনির্ভর নারীদের প্রতীক

দেশের অনগ্রসর চরাঞ্চল, হাওর অঞ্চল এবং শহরতলীর বস্তি অঞ্চলে নারীদের সংগঠিত করে কারিগরি ও সামাজিক দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বর্ধক কর্মসূচির প্রশিক্ষণ প্রদান করে এলজিইডি নারীদের স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে প্রায় ৬ লক্ষ নারীকে এ ধরণের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে ৩,৯৮,০০০ দু:স্থ নারীকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদলে (LCS) অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ-কর্মসংস্থান- সঞ্চয় বাড়ানো-ঋণ প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। আশা করা যায়, এরা স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে।

নারী ক্ষমতায়নের অংশ হিসেবে প্রত্যেক জেলায় অনুষ্ঠিত এলজিইডি'র মাসিক সভায় জেন্ডার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এলজিইডি'র সকল পর্যায়ে জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এলজিইডি'র সদর দপ্তরে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে এলজিইডি'র মহিলা কর্মকর্তা কর্মচারীদের শিশুদের পরিচর্যার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এলজিইডি কর্তৃক এলজিইডি ভবনে সেমিনার ও নারী উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ সময় এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োজিত মহিলাদের মধ্যে স্বাবলম্বী হয়েছেন এমন সর্বাধিক সফল ১০ জন কৃতী মহিলাকে ক্রেস্ট, সনদপত্র এবং নগদ অর্থ পুরস্কার দিয়ে অপরাপর নারীদের অনুপ্রাণিত করা হয়। অতিসম্প্রতি তিনজন কৃতী মহিলাকে সরকারী খরচে ভারতে বিভিন্ন আর্থসামজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান ২০১৩

বিগত ৫বছরে এলজিইডি প্রায়

৩,৯৮,০০০

দুঃস্থ মহিলাকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলে অন্তর্ভূক্ত করে

প্রশিক্ষণ-কর্মসংস্থান-সঞ্চয়/ঋণ

প্রদান করে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরী করেছে

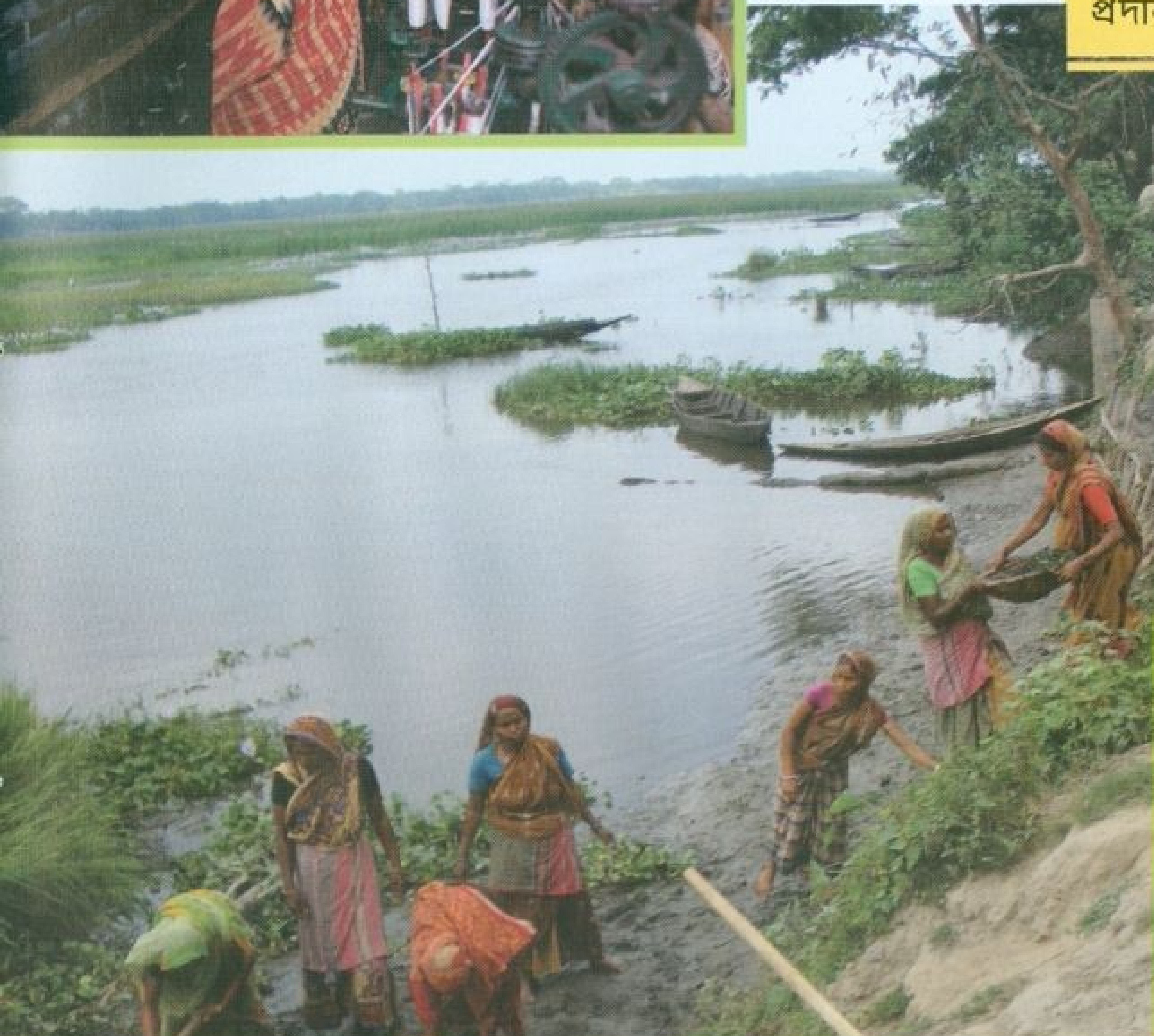

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও একুশ শতকের টেকসই উন্নয়ন

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের নির্মম শিকার। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ দায়ী না হলেও হিমালয়ের পাদদেশে এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি দেশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকোপ তুলনামূলকভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের চাইতে বাংলাদেশে বেশী। বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এবং একই সাথে দরিদ্র দেশ হওয়ায়, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করা বাংলাদেশের জন্য দুরূহ। বিশ্বের উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসমূহকে বাংলাদেশ মোকাবেলা করতে সক্ষম হলে দেশটি দারিদ্র্য মোকাবেলা করে দ্রুত একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতগুলির মধ্যে রয়েছে বন্যা ও সাইক্লোনের প্রকোপ বৃদ্ধি, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির কারণে কৃষি, ভৌত অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেক্টরে বিবিধ সমস্যা, এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমি হ্রাস, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও পানীয় জলের সমস্যা। এই অভিঘাতসমূহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উত্তরণের অর্জনকে ক্রমশঃ ম্লান করে দিচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বর্তমান সরকার নিচে বর্ণিত ৬টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে এবং সেগুলি মোকাবেলার জন্য কৌশল গ্রহণ করেছে ঃ

খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য (Food Security, Social Safety & Health)
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Comprehensive Disaster Management)
অবকাঠামো (Infrastructure)
গবেষণা এবং জ্ঞানের প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনা (Research & Knowledge Management)
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং কম কার্বন উৎপাদন (Mitigation & Low Carbon Development)
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং খাপ খাওয়ানো বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি (Capacity Development)

উপরোক্ত ৬টি ক্ষেত্রের মধ্যে কম-বেশী সবক্ষেত্রেই এলজিইডি কাজ করছে। এলজিইডি'র উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য অভিঘাত মাথায় রেখেই নতুন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় যেন জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে মূল ধারার উন্নয়ন কর্মকান্ডের (Climate Mainstreaming) সাথে সম্পৃক্ত করা যায় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সৃষ্ট দুর্যোগের প্রকোপ যেন একই সাথে প্রশমিত করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এলজিইডি দেশীয় অর্থে ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এলজিইডি'র চলমান ও গৃহীতব্য এরূপ প্রকল্পসমূহের একটি তালিকা নিচের সারনিতে প্রদান করা হয়েছে।

সারনি-১২ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক চলমান ও গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়(কোটি টাকায়)	অর্থায়ন
১	Capacity Development Technical Assistance for Strengthening the Resilience of the Urban Watar Drainage and Sanitation Climate Change in Coastal Towns	৫.১৮	ADB
২	Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) Project Coastal Towns Infra-structure Development Project	৮.৪০	ADB
৩	Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Devel-opment Project (CTIDP)	৩৪.৯৪	ADB
৪	বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তা দুর্যোগ মোকাবেলা হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প	১,০০৮.০০	WFP
৫	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট	১,২০০.০০	ADB
৬	জলবায়ু অভিযোজন পাইলট প্রকল্প	২০.৭০	DANIDA
৭	বাংলাদেশের নির্বাচিত উপকূলীয় বিপদাপন্ন এলাকায় জলবায়ু সহনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন	২৪.৯৮	Climate Trust Fund
৮	মুন্সীগঞ্জ জেলার পশ্চিম গাঁওদিয়া জামে মসজিদ হতে বেজগাঁও পূজা মন্দির ভায়া খানকা শরীফ পর্যন্ত সড়ক কাম বেড়িবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২.০০	Climate Trust Fund
৯	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় বলিয়াদহ নদীর বাঁধের উপর ইসলামপুর-গুটাইল সড়ক উন্নয়ন ও স্লোপ প্রোটেকশন প্রকল্প	৩.৮৪	Climate Trust Fund

এ সকল প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলজিইডি পরিবর্তিত জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় একুশ শতকের টেকসই অবকাঠামো নির্মাণে সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

কৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
এমএ আই ডি পি
স প্রশিক্ষণ কর্মসূচী
ing Programme
3.18
A.H.S.

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দক্ষ, অভিজ্ঞ, ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন জনবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই, এই নীতিতে এলজিইডি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। এলজিইডি তার কর্মকান্ডকে গতিশীল ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জ্ঞান, দক্ষতা, মননশীলতা ও ধারণাকে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এই উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এলজিইডি গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনার আওতায় এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ঠিকাদার, উপকারভোগী ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার উপর বিশেষ গুরুত্ব এলজিইডি আরোপ করলেও বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকেও বিষয়ভিত্তিকভাবে এলজিইডি গুরুত্ব আরোপ করে। এছাড়া কারিগরি জ্ঞান এবং কার্য বাস্তবায়নের সুচারু পদ্ধতি সম্বলিত বিভিন্ন নির্দেশিকা ও ম্যানুয়াল এলজিইডি প্রণয়ন করেছে এবং ব্যবহার করছে।

সুবিধাভোগী নারীদের মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি, জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা, নেতৃত্ব বিকাশ, সংগঠন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এছাড়া তাদেরকে আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। গ্রামীণ ও শহর কেন্দ্রিক স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং স্থানীয় কমিউনিটি জনসাধারণকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যার মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং কমিউনিটি জনসাধারণের ভূমিকা ও দায়িত্ব, পরিকল্পনা/ম্যাপিং টুলস, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন, দলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, সমতা, দায়-দায়িত্ব নিরূপণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

এই সরকারের আমলে এলজিইডি এধরণের ১,২৫১টি কোর্সের উপর ৪৬,০৬০টি ব্যাচে ১২,৭৪,১৬৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৩৮,১৫,৭৯৫ প্রশিক্ষণ দিবসে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই উপকারভোগী। অবশিষ্টের মধ্যে ১০ ভাগ শ্রমিক, ৬ ভাগ পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জনপ্রতিনিধি/স্টাফ এবং ৪ ভাগ এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী। এরূপ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ১৭,৬৭৪.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অপরদিকে বিগত ২০০১ - ২০০৬ বছরে ৪২৫০.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৬৮,১৭৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ লাভ করেন। অর্থবছর-ওয়ারী বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডের তুলনামূলক তথ্যাদি নিচের সারনিতে দেয়া হয়েছে।

এছাড়া, বর্তমান সরকারের আমলে এলজিইডি'র ৪২৫ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিদেশে প্রশিক্ষণ লাভ করে প্রশিক্ষণলব্ধ তাদের জ্ঞান এলজিইডি'র কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রয়োগ করছে।

সারনি-১৩ বর্তমান এবং পূর্ববর্তী সরকারের আমলে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একটি তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ ব্যাচের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			অর্জিত প্রশিক্ষণার্থী দিবস	ব্যয়িত অর্থ (কোটি টাকা)
				পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট প্রশিক্ষণার্থী (জন)		
২০০৮ - ২০০৯ হতে ২০১২ - ২০১৩ সময়ে								
১	২০১২-২০১৩	২৬৮	৭,১৭০	১২০,৬৯০	৬৮,৯৯৫	১৮৮,৩১১	১,০৪৩,৮১৭	৮৫.৫৪
২	২০১১-২০১২	২৩৩	৬,৪৮০	৯৩,৯৮৬	১০৭,৮২৮	২০১,৮১৪	৮৩৬,৯৯৫	২৮.০৬
৩	২০১০-২০১১	২৬৫	১১,০৩৬	৫৫,৬১০	১৩৬,০৯৮	১৯১,৭০৮	৫০৩,১২৫	১৮.৪২
৪	২০০৯-২০১০	২৭৫	৮,৪৮৪	১২২,৮১৪	১২৫,৫৪৯	২৪৮,৩৬৩	৫১৮,০১৬	২১.৮৯
৫	২০০৮-২০০৯	২৬৮	১২,৮৯০	১৫৯,৯৯৩	২৮৩,৯৭৭	৪৪৩,৯৭০	৯১৩,৮৪২	২২.৮৩
	মোট =	১,২৫১	৪৬,০৬০	৫৫৬,০৯৬	৭২২,৪৪৭	১,২৭৪,১৬৬	৩,৮১৫,৭৯৫	১৭৬.৭৪
২০০১ - ২০০২ হতে ২০০৫ - ২০০৬ সময়ে								
১	২০০৫-২০০৬	২১২	৩,৮২৩	৪৯,২৫২	১৮,৪৪৩	৯৪,২৫০	২০১,১০১	৬.৮৩
২	২০০৪-২০০৫	১৯২	২,০৯৯	৪৭,২৫৮	১৭,৪৬৩	৬৯৬৭১	১৫১,৬৬৪	৮.৯৯
৩	২০০৩-২০০৪	১৮৮	২,১৮৭	৪৮,০৮৮	২০,৫২০	৭৫,৫৭০	১৭১,২৫৪	৯.০৯
৪	২০০২-২০০৩	১৭৪	২,০৭৬	৫০,৭৮০	২৭,১২১	৬৫,৮১২	১৪৯,২৫৪	৮.৮৭
৫	২০০১-২০০২	১৫৬	১,৯৫৬	৫১,৭৭৮	২১,৬২৬	৬২,৯৭৫	১৪৫,৫৪৪	৮.৭০
	মোট =	৯২২	১২,১৪১	২৪৭,১৫৬	১০৫,১৭৩	৩৬৮,১৭৮	৮১৮,৮১৭	৪২.৪৮

এলজিইডি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বাস্তবায়িত উলেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কোর্স হলো - বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স, (প্রথম শ্রেণী প্রকৌশলী ও দ্বিতীয় শ্রেণী উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের জন্য), প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স, সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়া (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন/বিধিমালা), প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রণ, সড়ক নির্মাণ কৌশল, ব্রীজ নির্মাণ ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণ, বিল্ডিং নির্মাণ ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণ, কংক্রিট টেকনোলজি, পেভমেন্ট নির্মাণ, নির্মাণ কাজ সুপারভিশন, ড্রইং বোঝা, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ইলেক্ট্রনিক প্রকিউরমেন্ট, মৌলিক কম্পিউটার অপারেশন, সড়ক নিরাপত্তা, জেন্ডার ও উন্নয়ন, বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন পূরণ, Inspection and Reporting, সার্ভে, এস্টেমেটিং, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি, ICT and its application, Auto CAD, মাঠে কাজের উপর প্রশিক্ষণ (On-the job), ইত্যাদি।

সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ-এ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য যে সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রয়েছে তার মধ্যে উলেখযোগ্য হলো - ইউনিয়ন/পৌরসভা ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি/ কর্মচারীদের জন্য ওরিয়েন্টশন, প্রকল্প সনাক্তকরণ ও প্রণয়ন, সড়ক নির্মাণ, ব্রীজ নির্মাণ কৌশল, সেনিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ইউনিয়ন/পৌরকর নির্ণয়, আদায় ও ব্যবস্থাপনা, সার্ভেইং, মান নিয়ন্ত্রণ, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট, মৌলিক কম্পিউটার অপারেশন, ট্রেড লাইসেন্স ব্যবস্থাপনা, একাউন্টিং, ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে ঠিকাদার, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদল, মার্কেট ব্যাবস্থাপনা কমিটি, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি, ঘাট ব্যবস্থাপনা কমিটি, মহিলা মার্কেট স্বত্বাধিকারী, মহিলা ও অন্যান্য সুবিধাভোগী/ গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে শ্রমঘন অবকাঠামো নির্মাণ পদ্ধতি, এলসিএস চুক্তি, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন সচেতনতা, লিগেল রাইটস, মার্কেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, সমবায় সমিতি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প সনাক্তকরণ, কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন, ক্ষুদ্র-ঋণ পরিচালনা, আয়বর্ধন কর্মসূচি পরিচালনা, পরিবেশ সচেতনতা, মহিলা উন্নয়ন (জেন্ডার সমতা) ইত্যাদি।

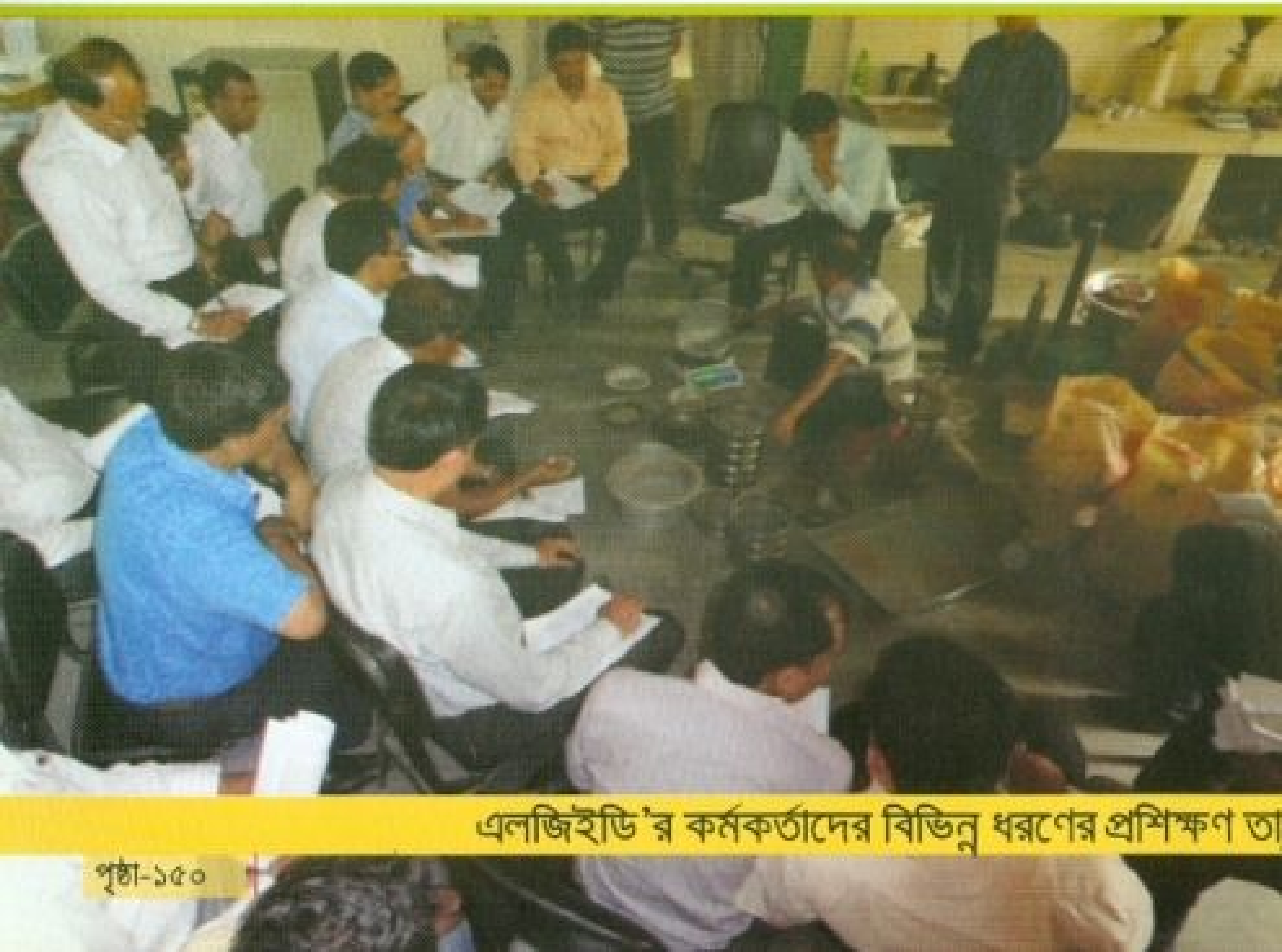

এলজিইডি'র কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ তাদের কার্যকর-গণমুখী উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য তৈরী করছে

সহকারী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স

সরকারী চাকুরীতে যোগদানের পর সরকারী বিধি-বিধানসহ দেশের সার্বিক উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাকরী জীবনের শুরুতেই এ কোর্সটি করা হলে তা কর্মকর্তাদের নৈতিকতা, দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় বিধায় নিয়োগ প্রাপ্তির স্বল্প সময়ের মধ্যেই সকল সহকারী প্রকৌশলীকে কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে এ কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করতে হয়। বিগত ৫ বছরে ২৬২ জন সহকারী প্রকৌশলী এবং ৭২৪ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান করা হয়েছে। উলেখ্য, অতীতে কখনও উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান করা হয়নি। কিন্তু, দেশের অবকাঠামো নির্মাণে তাদের ব্যাপক ও সক্রিয় ভূমিকা ও অবদান বিবেচনা করে তাদেরকে আরও কর্মদক্ষ করে গড়ে তুলতে তাদেরকেও ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সরকারী ক্রয়, ই-জিপি (e-GP) এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ

দেশের উন্নয়ন ব্যয়ের সিংহভাগ সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপযুক্ত ঠিকাদার নির্বাচন এবং এর মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মানসম্মত কাজ বাস্তবায়ন উন্নয়নশীল দেশসমূহে সবসময়েই একটি বড় চ্যালেঞ্জ। উন্নত দেশসমূহে সরকারী ক্রয় পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য ইলেকট্রনিক প্রকিউরমেন্ট (E-GP) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশেও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি সহ চারটি সরকারী সংস্থায় এরূপ ই-জিপি এর মাধ্যমে সরকারী ক্রয় পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এলজিইডি অতি দ্রুত ই-জিপি ব্যবস্থাপনা আয়ত্বে এনে ২০১৬ সালের মধ্যে শতভাগ সরকারী ক্রয় এই পদ্ধতিতে সম্পাদন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে চলতি অর্থবছরেই ই-জিপি'র মাধ্যমে প্রায় ৩০ ভাগ ক্রয় সম্পাদন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে এলজিইডি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়, সারা দেশের ১,১৬৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ই-জিপি বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে সরকারী কর্মকর্তাগণের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত জরুরী বিষয়। এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সর্বাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি এবং সরকারী কাজে এর প্রয়োগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ সরকারের সময়কালে মোট ১,৩২৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নগর ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ

এলজিইডি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরী সহযোগিতা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। কারিগরী সহযোগিতা প্রদানের অংশ হিসেবে এলজিইডি দেশের সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার অংশ হিসেবে এলজিইডি প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তথ্য প্রযুক্তি-সফটওয়্যার ব্যবহার, নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ, নগর পরিকল্পনা, নারীর অংশগ্রহণ, নগর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থিক দায়বদ্ধতা ও স্থায়িত্বশীলতা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও ই-গভর্ন্যান্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এর বাইরেও স্থানীয় সরকার বিভাগের অর্থায়নে ও নিয়মিতভাবে দেশের সকল পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এলজিইডি প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। বিগত ৫ বছরে নগর সুশাসন ও পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৪,৩৫০ জন পৌর কর্মকর্তা/কর্মচারী, ২,৪৩৫ জন জনপ্রতিনিধি এবং ৪,৯৭,১৫১ জন সুবিধাভোগীকে এলজিইডি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সুশৃঙ্খল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলজিইডি প্রথামাফিক প্রকৌশল সংস্থার বাইরে এসে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিগত ৫ বছরে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরও বেগবান হয়েছে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রকৌশলগত দক্ষতার পাশাপাশি সমবায়, সংগঠন ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সাথে, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিপূর্ণ সুফল লাভ ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহযোগিতার জন্য, কৃষি, মৎস্য ইত্যাদি বিষয়েও প্রশিক্ষণ প্রদান অপরিহার্য। এ সকল বিষয়সমূহে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি উপকারভোগী ও পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যগণকে এলজিইডি ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে রূপকল্পের লক্ষ্য অর্জনে দক্ষ সহযোগী হতে অনুপ্রাণিত করেছে। বিগত ৫ বছরে এই লক্ষ্যে প্রতি বছর গড়ে ১,৫২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ২৭,০৩৭ জন উপকারভোগী/পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি'র সদস্যগণকে এলজিইডি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

সহকারী প্রকৌশলীদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ

উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ

এলজিইডি'র ডাইনামিক ওয়েবসাইট উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান, পল্লী ও শহর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন,কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দেশে-বিদেশে এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে সব সময় প্রশংসিত হয়ে আসছে। এ সফলতার নেপথ্যে একটি অন্যতম নিয়ামক শক্তি হলো প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্মের সংগে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ। Information and Communication Technology (ICT)-র ব্যবহার এলজিইডি'র কর্মব্যবস্থাপনাকে বরাবরই প্রভাবান্বিত করে আসছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকারী অগ্রপথিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এলজিইডি অন্যতম।

এলজিইডি জিআইএস প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারঃ

এলজিইডি'র সকল উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজে প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে Geographic Information System (GIS) এর আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিগত ৫ বছরে এলজিইডি'র জিআইএস সেকশনের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত GIS ডাটাবেজ ও ম্যাপ এলজিইডি'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

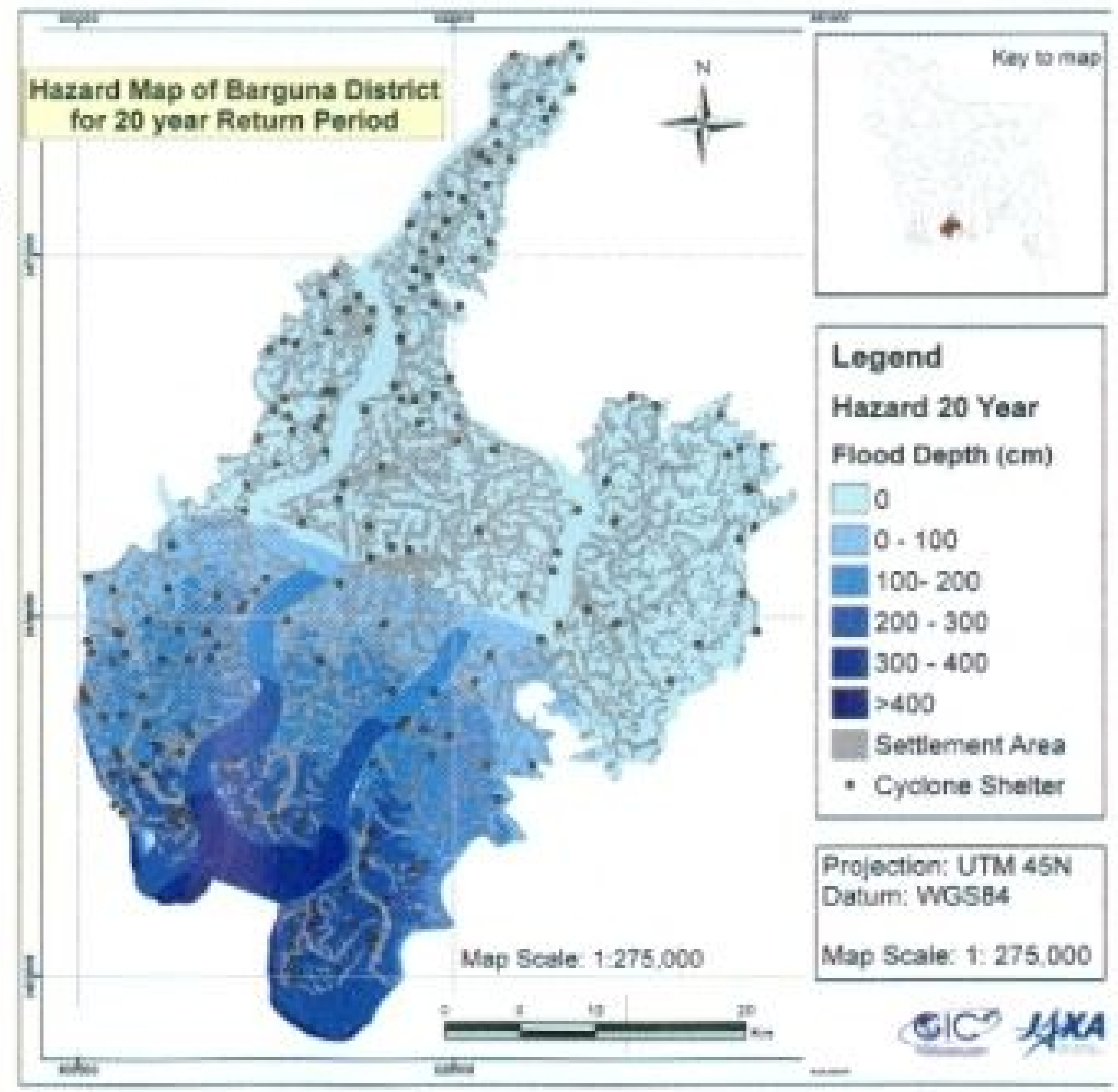

ইতোপূর্বে জিআইএস সেকশন থেকে প্রস্তুতকৃত জেলা ও উপজেলা ম্যাপসমূহ হালনাগাদ করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আদর্শ ফরমেট অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্যসমূহ প্রস্তুত করে দেশের সকল জেলা ও উপজেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এলজিইডি এর প্রস্তুতকৃত এ সকল ম্যাপে প্রশাসনিক সীমানা, প্রশাসনিক সদর দপ্তর, সড়ক নেটওয়ার্ক, নদী নালার নেটওয়ার্ক, গ্রোথ সেন্টার, হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভৌগলিক অবস্থানের তথ্য সন্নিবেশিত আছে। জেলা ও উপজেলার এ সকল ডিজিটাল ম্যাপ সর্বসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১২জুন ২০১১ তারিখে এলজিইডি'র ডাইনামিক ওয়েবসাইটে (www.lged.gov.bd) উন্মুক্ত করেন। এতে করে এলজিইডি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল ম্যাপসমূহ অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী/উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও গবেষণা কাজে সহজেই বিনামূল্যে দ্রুততম সময়ে এলজিইডি'র ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারছে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য,পরিবেশ এবং সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় স্থানীয় জনসাধারণের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত জেলা ও উপজেলা ম্যাপ হতে সহজে ভৌগলিক তথ্য জানার সুযোগ উম্মোচিত হয়েছে।

এলজিইডি'র আওতায় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দেশের সকল দুর্যোগপ্রবণ উপজেলার জন্য বন্যা ও জলোচ্ছাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ অবকাঠামো তথ্য সমৃদ্ধ Disaster Damage Database & Mapping কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এতে করে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহের সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সাইক্লোন সেন্টার থিমেটিক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে যা নতুন সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নগর অঞ্চলের বিশেষ করে নবগঠিত সিটি কর্পোরেশন এলাকার সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে উচ্চ Resolution-এর স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে Detail Area Mapping প্রস্তুত করা হচ্ছে। এতে করে নগর এলাকার Land use Map তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে যা উক্ত এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)

এলজিইডি'র সার্বিক প্রশাসনিক কার্যক্রম, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে এলজিইডি'র MIS সেকশন একটি বড় ধরণের ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বব্যাপী দ্রুত

অগ্রসরমান তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলানো এবং বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার লক্ষ্যে এলজিইডি তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এবং পদক্ষেপ নিয়েছে।

এলজিইডির সদর দপ্তর থেকে উপজেলা পর্যন্ত সকল কার্যক্রমকে জনসাধারণের কাছে উন্মুক্তকরণের লক্ষ্যে তথ্য সমৃদ্ধ এলজিইডি'র ডাইনামিক ওয়েব পোর্টাল তৈরী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে চলমান সকল প্রকল্পের বিভিন্ন স্কীমের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এছাড়া ওয়েব পোর্টাল-টিতে সকল জেলার জন্য পৃথক পোর্টাল থাকায় জেলা পর্যায়ে চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্যাদি জনসাধারণ সহজেই জানতে পারছে।

এলজিইডি'র বিভিন্ন কার্যক্রমের অটোমেশনকরণের লক্ষ্যে সদর দপ্তরে কার্যকরী Local Area Network (LAN) এর স্থাপন করা হয়েছে। এই LAN এর আওতায় বর্তমানে প্রায় ১১০০ টি কম্পিউটার সংযুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি এসব কম্পিউটার ব্যবহারকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এতে করে স্বল্প সময়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি আদান প্রদান করা সহজতর হয়েছে। এই যোগাযোগকে আরো কার্যকরী করার লক্ষ্যে এলজিইডি'র সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ডোমেইনে ই-মেইল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে মোবাইল 'SMS Broadcast' সার্ভিস এলজিইডিতে চলছে। এর ফলে স্বল্প সময়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের কাছে প্রেরণ সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া সরকারের Access to Information (এ টু আই) প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি'র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-সেবা সার্ভিস প্রবর্তনে সম্পৃক্ত হওয়া, ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ, ডিজিটাল Attendance সহ বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

সরকারী ক্রয় কার্যে e-GP'র ব্যবহার

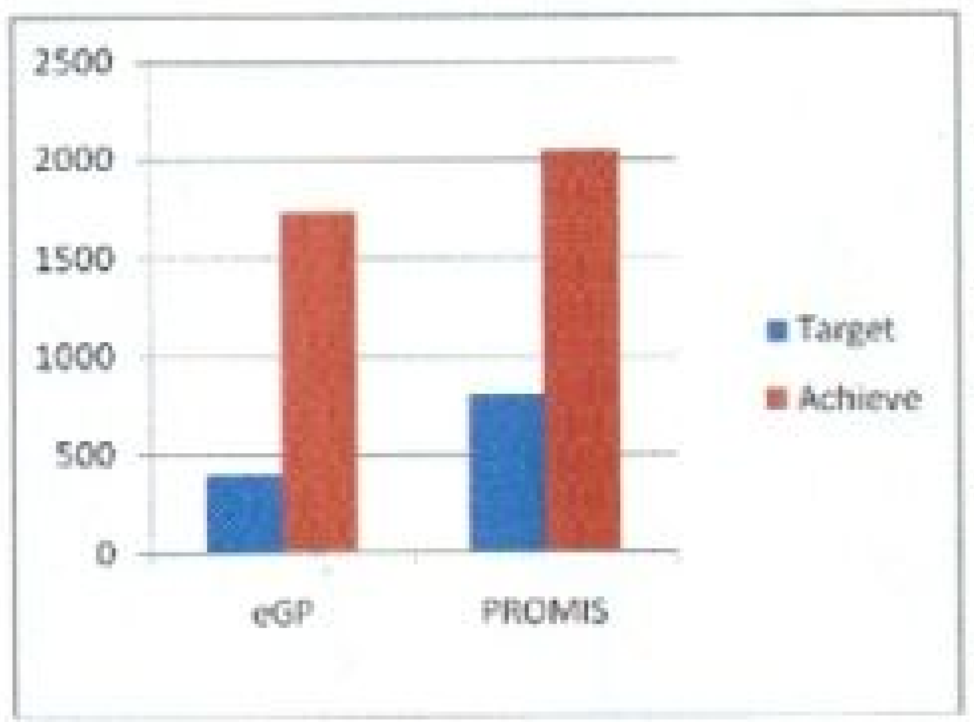

Financial Year 2013-14 Period, P1 (July 2013 to Dec 2013)

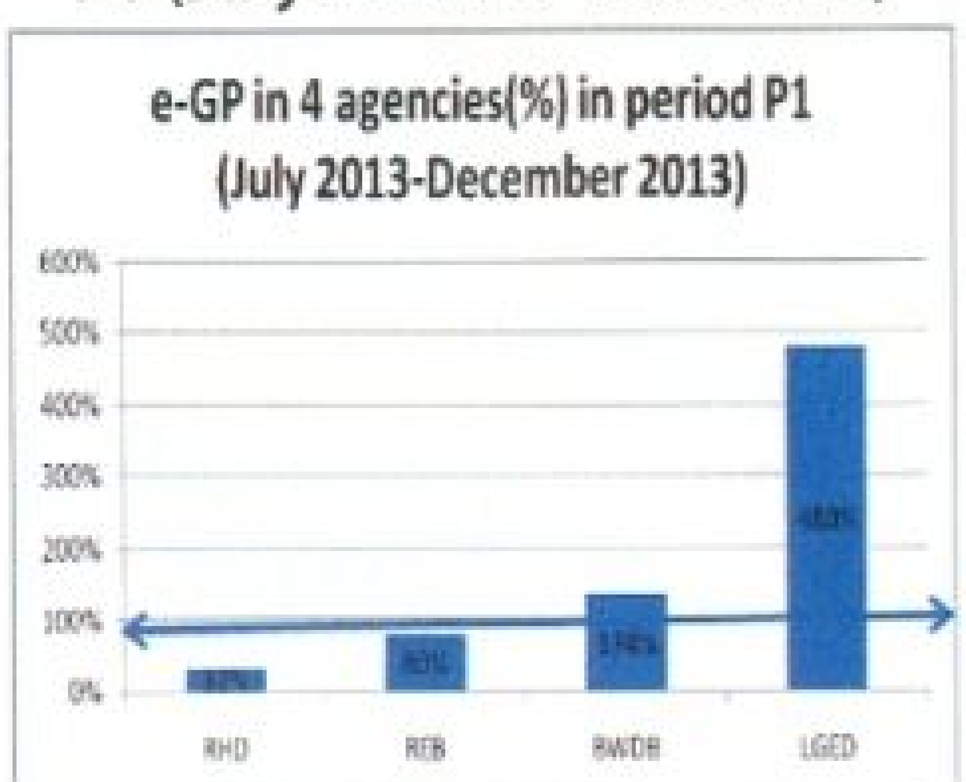

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরনে সরকারী ক্রয়কার্যে ই-জিপি'র ব্যবহার হলো ইতিহাসের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা আনয়ন, জবাবদিহিতা প্রচলন, অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরী করণ এবং সর্বোপরি অর্থের সর্বোত্তম প্রয়োগ 'দক্ষ ও কার্যকরভাবে' নিশ্চিত করনে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সিপিটিইউ'র তত্ত্বাবধানে e-GP বাস্তবায়নে ৪টি সংস্থার মধ্যে এলজিইডি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পে যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে আগামী ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে দরপত্র কার্যক্রমের ৮০% এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের মধ্যে দরপত্র কার্যক্রমের শতকরা ১০০% e-GP'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। অগ্রগতির বিবেচনায় আজ অবধি e-GP'র লক্ষমাত্রার বিপরীতে প্রয়োজনীয় অগ্রগতি এলজিইডি অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে অর্জন করতে পেরেছে।

জুলাই ১৩ - ডিসেম্বর ১৪ পর্যন্ত চলমান কার্যকালে e-GP এবং PROMIS এ ৪০০টি দরপত্র এবং ৮০০টি দরপত্রের বিপরীতে লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়েছে যথাক্রমে ১৯১৯টি এবং ২০৪১টি যা নিম্নের লেখচিত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করা হলো।

e-GP বাস্তবায়ন কার্যক্রমটির সুদূরপ্রসারী স্থায়িত্ব লাভের (Long Term Sustainability) জন্য বাস্তবায়নের ঝুঁকি সমূহ যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করে তা মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে এলজিইডি এগিয়ে চলছে। বর্তমান অগ্রগতির বিবেচনায় এলজিইডি অন্য ৩টি সংস্থার (RHD, REB Ges BWDB) চাইতে তুলনামূলক ভাবে অনেকটাই এগিয়ে আছে। পাশে প্রদর্শিত লেখচিত্রটি তার সাক্ষ্য বহন করে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে অবাধ ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো স্থানের বাধা (Place Barrior) যা e-GP পদ্ধতিতে নেই। দরপত্রদাতা যে কোন স্থান থেকে দরপত্র দলিল ক্রয় এবং দরপত্র দাখিল করতে পারেন। যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত (System Generated) কার্যক্রমের দরুন ক্রয়কারীও পারিপার্শ্বিক, সামাজিক এমনকি নিজের দ্বারা প্রভাবমুক্ত অবস্থায় নির্বিঘ্নে ক্রয় কার্যক্রম চালিয়ে নিতে পারেন। ফলে, সকল দরপত্র কার্যক্রম e-GP'র মাধ্যমে বাস্তবায়নে এলজিইডিতে বদ্ধপরিকর।

ইফাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. কেভিন ক্লেভারের হাত থেকে জেন্ডার এ্যাওয়ার্ড ২০১৩ সনদ গ্রহণ করছেন, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান

IFAD social reporting blog

IFAD

Enabling poor rural people to overcome poverty

IFAD website | Subscribe to posts | Subscribe to comments

IFAD's first Gender Awards honour achievements in gender equality and women's empowerment

Posted by Timothy Ledwith   Friday, October 25, 2013

At its latest Town Hall staff meeting – held on 18 October, just a few days after the International Day for Rural Women – IFAD announced its first Gender Awards for special achievements in gender equality and women's empowerment. While the awards single out specific IFAD-supported initiatives for recognition, hundreds of other programmes and projects are also working to ensure that both women and men participate in, and benefit from, IFAD's investments. As Kevin Cleaver, Associate Vice President for Programmes, noted at the Town Hall meeting, women now account for 49 per cent of all rural people benefiting from IFAD-financed operations.

IFAD launched the Gender Awards this year in line with its **gender policy**, adopted in 2012 to guide the institution's work on closing gender gaps and improving the economic and social status of rural women. In each of the five regions where IFAD works, the award spotlights a programme or project that has taken an innovative approach to addressing gender inequalities and empowering women. The first round of awards went to operations funded by IFAD in Bangladesh, El Salvador, Ghana, Sudan and Uganda.

Following are brief profiles of the first IFAD Gender Award winners. Space does not permit detailed explanations of why each programme or project was selected, but the profiles highlight some of their innovative features.

Asia and the Pacific
Sunamganj Community Based Resource Management Project, Bangladesh

This project has established labour contracting societies for the development of rural infrastructure, creating a unique opportunity for women to earn cash income. Women account for 40 per cent of the members of these societies, and their wages, work hours and benefits are equal to those of their male colleagues. Many invest their earnings in income-generating activities, which have further improved their economic and social situation. Women also comprise 75 per cent of implementation monitoring committee members, increasing their voice in community decision-making. And lessons learned from the project were taken up by the local government's Engineering Department after the Project Director was selected to lead a team responsible for updating the department's gender strategy.

Participants in the Sunamganj Community Based Resource Management Project. ©IFAD

... "was very proud of being selected for the award," said Thomas Rath, former Country Programme Manager ... Bangladesh. "The award reflects what they have actively pursued in the ... and as the institutional culture of the ... agency: promoting a more gender-balanced, equitable devel...

...thern Africa

Useful links

- Agriculture
- Climate change
- Farmers' Forum
- Gender issues
- Governing Council
- IFAD President
- Indigenous peoples
- KM self-assessment
- Knowledge share fairs
- Learning routes
- Rural Poverty Report 2011
- Second Global Agriknowledge Share Fair
- Social media and web2.0
- Water
- Young people

Follow IFADNews on Twitter

Popular posts

- How to fight violence against women
- Strong national investment plans enable progress of a continental agricultural policy agenda for Africa
- The Gambia Country Programme Approach from the perspective of project staff
- West Africa's food potential and the case for staple foods - IFAD/FAO analyses regional ...

এলজিইডি'র প্রাপ্ত স্বীকৃতি

জাইকা রিসার্স ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রণীত কার্যপত্র

জাইকা রিসার্স ইনস্টিটিউট "What makes the Bangladesh Local Government Engineering Department so effective?" শীর্ষক এক কার্যপত্র প্রকাশ করেছে। উক্ত ইনস্টিটিউট-এর "Revising the Capacity Development Approach Through Comparative Case Analysis" এর একটি গুচ্ছ সমীক্ষার অধীনে ইনস্টিটিউট-এর একজন উর্দ্ধতন রিসার্চ ফেলো মিঃ ইয়সুও ফুজিতা কর্তৃক পরিচালিত এটি একটি স্বতন্ত্র কেস স্টাডি যেখানে এলজিইডি এত কার্যকর কেন এবং এলজিইডি'র নিজস্ব জনবল ও দক্ষতা উন্নয়নে দাতাগোষ্ঠী কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তার মধ্যকার কোনো সম্পূরকতা সম্পর্কিত দু'টি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়।

কার্যপত্রের সূচনাতেই এই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেখানে বাংলাদেশের সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অযোগ্য বলে সাধারণভাবে ঐক্যমত রয়েছে সেখানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর একটি ব্যতিক্রম হিসেবে সমধিক পরিচিতি পেয়েছে। ১০,০০০ এর অধিক স্টাফ সম্বলিত এলজিইডি বাংলাদেশের সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি অন্যতম বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠান যার গড় বাৎসরিক বাজেট ২৯.২ বিলিয়ন টাকারও অধিক, যা ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন বাজেটের ১৪ শতাংশ ছিল।

কার্যপত্রে এলজিইডি'র উন্নয়ন চিত্র বর্ণনাকালে পল্লী এবং নগর অবকাঠামো সমূহের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান, এলজিইডি, স্থানীয়সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য সুবিধাভোগীদেরকে মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান, এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা ম্যাপ প্রণয়ন, ডাটাবেজ সৃষ্টি, কারিগরী স্পেসিফিকেশনস এবং ম্যানুয়াল প্রণয়ন এলজিইডি'র প্রধান প্রধান কার্যাবলী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এলজিইডিকে একটি অত্যন্ত উচ্চমানের বিকেন্দ্রীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে উক্ত কার্যপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, যার শতকরা ৯৯ ভাগ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ জেলা অথবা উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত। পল্লী এলাকায় অত্যন্ত উচ্চমান সম্পন্ন বাস্তবায়ন যোগ্যতা অর্জনে এই বিকেন্দ্রীকরণই এই প্রতিষ্ঠানটির মূলমন্ত্র।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় দ্রুতগতিতে এলজিইডি'র প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পের সুফল তুলনামূলক দ্রুত পৌছে দেয়াকে এই কার্যপত্রে বাংলাদেশে এলজিইডি'র সুনামের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা প্রকল্পের সুবিধাভোগী, স্থানীয় ঠিকাদার, নীতি প্রণয়নকারী এবং দাতাসংস্থাসমূহ কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে।

কার্যপত্রে আরও বলা হয়েছে যে, এলজিইডি প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সরকার এবং দাতাসংস্থাগণের নিকট থেকে উত্তরত্তোর বর্ধিত অর্থ সাহায্য পাচ্ছে। এলজিইডি তার সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্টাফের যোগ্যতা উন্নয়ন, দপ্তর নির্মাণ এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে যা সমষ্টিগতভাবে স্টাফদেরকে উদ্বুদ্ধ করে এবং কার্যকারীতা বাড়ায়।

জাইকার এই রিসার্স ষ্টাডিজ এই মর্মে চিহ্নিত করেছে যে, এলজিইডি তার প্রতিটি ইউনিটে বিভিন্ন পর্যায়ে সুস্পষ্ট তদারকি এবং সহযোগিতাকে এবং প্রয়োজনীয় সম্পূরক আনুভূমিক কৌশলকে, সংশ্লিষ্ট স্টাফগণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ এবং সহযোগিতাকে, মাসিক/সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হওয়াকে এবং প্রকল্প পরিচালনা পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

কার্যপত্রে আরও বলা হয়েছে যে, প্রাতিষ্ঠানিক আচরণের মধ্যেই এলজিইডি'র মূল শক্তি নিহিত। বাংলাদেশ সরকারের কঠিন আইনকানুনের মধ্যেও এলজিইডি তার স্টাফদেরকে নিজস্ব বিচার বিবেচনা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উৎসাহ প্রদান করে। এলজিইডি'র দলীয় একাত্মতা, সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চর্চা, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, নেতৃত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক কৃষ্টি তার কার্যকারীতার ক্ষেত্রে অনুকূল প্রভাব ফেলে যা শ্রমবিভাজন পদ্ধতি এবং সহযোগিতা কৌশলের ক্ষেত্রে সম্পূরক।

এলজিইডিকে তার সফল কার্যকারীতার জন্য বাংলাদেশের সরকারী সেক্টরভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যপত্রের উপসংহারে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

আমেরিকান সোসাইটি অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স (ASCE) এর প্রেসিডেন্টের মূল্যায়ন

আমেরিকান সোসাইটি অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স (ASCE) এর প্রেসিডেন্ট মিজ্ ক্যাথি জিন কান্ডওয়েল তাঁর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরকালে এলজিইডি'র প্রকৌশলীদের একটি বড় সমাবেশে ভাষণদানকালে বলেন যে, বিভিন্ন সামাজিক বিষয়সমূহকে যে চমৎকারিত্বের সঙ্গে এলজিইডি তাদের প্রতিটি উন্নয়ন পদক্ষেপের সঙ্গে ও অঙ্গীভূত করে তা স্বচক্ষে দৃষ্ট হয়ে এবং সে সম্পর্কে অবহিত হয়ে তিনি ও তাঁর দলের প্রতিটি সদস্য বিশেষভাবে অভিভূত। তিনি আরও বলেন যে, তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের কাছে পৌছানোর লক্ষ্যে এলজিইডি প্রকৌশলীগণ প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিয়ত কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আন্তরিক ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। মিজ্ কান্ডওয়েল আরও বলেন যে, জনজীবনের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি এবং স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণের মাধ্যমে এলজিইডি কর্তৃক পুরকৌশলের ব্যবহার এলজিইডি'র কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান। মিজ্ কান্ডওয়েল তাঁর তিন সফর সঙ্গীর সঙ্গে বাংলাদেশ সফরকালে বিগত ৩০ মে ২০১১ এলজিইডি ভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভাষণদানকালে তাঁর ও তাঁর দলের এলজিইডি সম্পর্কিত মূল্যায়নকালে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বিশ্বব্যাংকের একটি ইমপ্যাক্ট স্টাডি

রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি) বিগত সাত বছরে ২১টি জেলায় ৩০ হাজার পল্লীবাসীকে কর্মসংস্থান প্রদান করেছে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটি ২৫০০ কিঃমিঃ পল্লী সড়কের উন্নয়ন এবং ১১০টি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ করেছে বলে বিশ্বব্যাংক থেকে প্রকাশ। প্রকল্পটির উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় এই মর্মে বলা হয়েছে যে, নতুন পল্লী সড়ক নির্মাণের ফলে শিশুদের স্কুলে যাতায়াত সহজতর হয়েছে, স্বাস্থ্য সেবার সুবিধাদি এখন তুলনামূলক সহজলভ্য এবং গ্রামবাসীদের জন্য নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য এলাকার তুলনায় প্রকল্প এলাকায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের হার পূর্বাপেক্ষা প্রায় ৫০ ভাগ এবং অকৃষি সম্পদ প্রায় ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রকল্পের চূড়ান্ত আর্থসামাজিক মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন সমীক্ষা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, শুষ্কমৌসুমে যানবাহন মাধ্যমে যাতায়াতের সময় প্রায় ৫৮ ভাগ এবং বর্ষামৌসুমে প্রায় ৬৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA), এই প্রকল্পটিতে ১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। পল্লী অর্থনীতির উন্নয়নকে চালু রাখার উদ্দেশ্যে প্রকল্পটির সাফল্যের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক আরটিআইপি এর দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশ সরকারকে ঋণ প্রদান করেছে।

বিশ্বব্যাংকের একটি ইমপ্যাক্ট স্টাডি থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, সরকারের রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়নের ফলে মহিলাদের কর্মসংস্থানের হার পূর্বাপেক্ষা প্রায় ৫০ ভাগ এবং অকৃষি সম্পদ প্রায় ২৫ থেকে ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সংগে, প্রকল্প এলাকায় প্রায় দ্বিগুন হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। পল্লী সড়ক নির্মাণের ফলে শিশুদের স্কুলে যাতায়াত সহজতর হয়েছে, স্বাস্থ্য সেবা বর্তমানে আরও সহজলভ্য হয়েছে এবং গ্রামবাসীদের জন্য নতুন অর্থনৈতিক সুবিধাদির সৃষ্টি হয়েছে। ২১টি জেলায় পল্লী পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারকে বিশ্বব্যাংক এই সহায়তা প্রদান করছে। ২০০৩ সাল থেকে শুরু হওয়া আরটিআইপি ২৫০০ কিঃমিঃ এর অধিক পল্লী সড়ক এবং ১১০টি গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন এবং ৩০টি জেটি নির্মাণ করেছে। প্রকল্প এলাকায় এই প্রকল্পটি এ পর্যন্ত ৩০,০০০ এর অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ২১টি জেলার প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ কিঃমিঃ এই প্রকল্প প্রভাবের অন্তর্গত। বর্তমানে দেশের ২৬টি জেলায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ এর কার্যক্রম চলছে।

কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) প্রোগ্রামে এলজিইডি'র প্রতিনিধি এবং দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-২) কে সোকেস হিসেবে মনোনয়ন

৩১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় এডিবি সদর দপ্তরে এশিয়া প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) এর আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে সিডিডি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ করে দেয়। বাংলাদেশ, কোরিয়া, চীন, ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়া এই পাঁচটি দেশের পাঁচটি প্রকল্পের সিডিডি বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার কার্যকর শিক্ষা এ সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ ডেলিগেশন সম্মেলনে কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট এন্ড

ইনস্টিটিউশনাল সাসটেইনেবিলিটি শিরোনামে বাংলাদেশে ইউজিআইআইপি-২ এর অধীনে সিডিডি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা তুলে ধরেন। তাঁদের উপস্থাপনা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ ও প্রশংসা লাভ করে। সম্মেলনের অব্যবহিত পর এডিবি, কোরিয়া, ই-এশিয়া এন্ড নলেজ পার্টনারশীপ তহবিলের সহায়তায় টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রোজেক্ট অন শেয়ারিং নলেজ অন কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট ইন এশিয়া এন্ড দ্য প্যাসিফিক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হ'লো কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাপ্রোচ প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সিডিডি নেটওয়ার্কভুক্ত দেশসমূহ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রচারণা, তথ্য আদান প্রদান ও পারস্পরিক সহায়তা। কার্যকর সিডিডি বাস্তবায়ন ও সমগ্র অঞ্চলে এই প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে এডিবি সহায়তাপুষ্ট রিজিওনাল ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রোজেক্ট অন শেয়ারিং নলেজ অন কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট ইন এশিয়া এন্ড দ্য প্যাসিফিক এর পাঁচটি প্রকল্পের একটি প্রকল্প হিসেবে "দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ শীর্ষক প্রকল্প" নির্বাচিত হয়।

এলজিইডির সুনামগঞ্জ কমিউনিটিভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ও হাওর অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনে ইফাদ প্রেসিডেন্ট মুগ্ধ

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান সমীপে ১০ আগস্ট ২০১২ তারিখে প্রেরিত এক ব্যক্তিগত পত্রে কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল (ইফাদ) এর প্রেসিডেন্ট ডক্টর কানায়ো এফ. নোয়ানজের পত্রের অংশ নিম্নরুপ:

"আমার বাংলাদেশ সফরকালে উদার সহায়তা প্রদর্শন ও চমৎকার আয়োজনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সুযোগ নিচ্ছি, বিশেষ করে সুনামগঞ্জ কমিউনিটি-ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প পরিদর্শন ও হাওর অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের শুভসূচনার অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতির জন্য। সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প পরিদর্শনকালে আমি যা দেখেছি তাতে আমি মুগ্ধ এবং পল্লীর নারীপুরুষদের কথা সরাসরি তাদের মুখ থেকে শুনে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত হয়েছি যে জ্ঞান, মূলধন ও হাতিয়ার তাদের হাতে তুলে দিলে তারা কী অর্জন করতে পারে তা জানতে পেরে। এটিই তো তাদের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বের দৃঢ় নমুনা।

আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি এই বিশ্বাস নিয়ে যে, আমরা যদি অংশীদারিত্বের সঙ্গে কাজ করে যেতে পারি তাহলে ক্ষুদে উৎপাদক ও বিনিয়োগকারীগণকে উন্নত মূল্য ও বর্ধিত বাজার সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সুফল এনে দিতে পারবো এবং দরিদ্র গ্রামীণ নারী পুরুষদের মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে আর্থ-সামাজিকভাবে শক্তিশালী করতে পারবো।"

সুনামগঞ্জ জেলায় সিবিআরএমপি প্রকল্প পরিদর্শনে মুগ্ধ ইফাদ প্রেসিডেন্ট

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক এলজিইডি'র ইউজিআইআইপি প্রকল্পের সাফল্যের উপর পুস্তিকা প্রকাশনা

বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এলজিইডি'র নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের উপর "The Urban Governance and Infrastructure Improvement Project" শিরোনামে আগস্ট ২০১২ সালে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এ পুস্তিকায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত উক্ত প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে পৌরসভাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করে জনগণকে উন্নততর পৌরসুবিধা প্রদান করা যায় তা পুস্তিকায় বর্ণিত হয়েছে।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানের একটি আত্মব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এডিবি কর্তৃপক্ষ উক্ত পুস্তিকায় উদ্ধৃত করেছেন- "কেবলই বিনিয়োগের পরিবর্তে কর্মসম্পাদন ভিত্তিক উদ্যোগের উপর গুরুত্ব প্রদানের নীতি অনুসরণের পর থেকেই বাংলাদেশ সরকারের নগর উন্নয়ন প্রয়াসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ উদ্যোগের মধ্যে পরিচালন উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও অবকাঠামো বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে ইউজিআইআইপি প্রকল্পের মাধ্যমে সূচিত হয়ে বর্তমানে চলমান ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন মাত্রা লাভ করেছে। ইউজিআইআইপি-১ ও ইউজিআইআইপি-২ এর সম্পাদন ভিত্তিক কৌশল এখন অন্যান্য পৌরসভাতেও প্রশংসিত হচ্ছে। তারা এখন অনুধাবন করছে যে, কিভাবে এ প্রকল্পের কৌশল টেকসই উন্নয়নে সহায়তা দান করছে।"

উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে এলজিইডি সাফল্যের প্রশংসা করেন জাইকার ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ টশিউকি কুরোইনাগি

জাপান আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা তথা 'জাইকা' এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ টশিউকি কুরোইনাগি ৫ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশ সরকারী খাতের অন্যতম বাস্তবায়নকারী সংস্থা এলজিইডি'র উন্নয়ন কৌশল ও তৎপরতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এলজিইডি ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে এলজিইডি'র প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মতবিনিময় কালে তিনি অকপটে বলেন, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প সফল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এলজিইডি সম্পর্কে বিশদ জানতে পেরে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি বলেন, এলজিইডি'র কৃতিত্ব উচ্চমান সম্পন্ন। আগামীতে বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক উত্তরোত্তর জোরদার হবে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।

বর্তমান সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এযাবত এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের বাৎসরিক ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পূর্ণ সফলতা লাভ করেছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক তাদের আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৮টি প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এলজিইডি'র সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ এই সময়ে সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'বেষ্ট পারফরমেন্স এ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেছে।

এলজিইডি সদর দপ্তর পরিদর্শনে জাইকা ভাইস প্রেসিডেন্ট
জনাব টশিউকি কুরোইনাগি

এলজিইডি'র সুনামগঞ্জ কমিউনিটিভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প 'ইফাদ জেন্ডার সমতা' পুরস্কারে ভূষিত

IFAD
Enabling poor rural people to overcome poverty

PRESS RELEASE

প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীর আরো ক্ষমতায়ন লিঙ্গসমতা বিষয়ে ইফাদ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ প্রকল্প

রোম/ঢাকা, ৩১ অক্টোবর ২০১৩– কৃষি উন্নয়নবিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল (ইফাদ) থেকে দেওয়া প্রথমসারির একটি জেন্ডার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বাংলাদেশ সুনামগঞ্জ কমিউনিটিভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠায় অসামান্য ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবেই এ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে।

অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার ঘোষণাটি আসে গত ১৫ অক্টোবর প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারী বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবসের প্রাক্কালে। এই অ্যাওয়ার্ড ইফাদ কাজ করছে এমন পাঁচটি অঞ্চলের প্রতিটিতে লিঙ্গ অসমতা মোকাবিলার জন্য ক্রিয়াশীল উদ্ভাবনী কোনো কর্মসূচি বা প্রকল্পকে স্বীকৃতি দেয়। এ বছর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বাংলাদেশ, এল সালভাদর, ঘানা, সুদান ও উগান্ডায় ইফাদ সাহায্যপুষ্ট কার্যক্রম।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীন সুনামগঞ্জ প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম দরিদ্র একটি জেলায় বসবাসকারী নিম্নআয়ের নারী ও পুরুষের জীবিকা ও জীবনযাত্রার টেকসই উন্নয়ন ঘটানো। প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া অবকাঠামো উন্নয়ন, মৎস্যচাষ এবং কৃষি ও গবাদিপশুপালনের ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে।

অ্যাওয়ার্ড কমিটি প্রকল্পের উদ্ভাবনমূলক দিক বিবেচনায় নিয়েছে, বিশেষত সেখানে লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস)-গ্রুপে সমাজের দরিদ্র নারী ও পুরুষেরা একত্রে কাজ করেন এবং অবকাঠামোগত কাজ করে প্রতিদিন পারিশ্রমিক পাওয়ার পাশাপাশি ঠিকাদার হিসেবে মুনাফার অংশ লাভ করেন। এলসিএসে প্রায় ২০,০০০ নারী সদস্য অন্যান্য পুরুষ সদস্যের মতোই সমান পারিশ্রমিক ও মুনাফা পাচ্ছেন। তাদের ৭০ শতাংশেরও বেশি নেতৃত্বের ভূমিকায় আছেন, তা তাদের আগামীতে কমিউনিটিতে নীতিনির্ধারণে জড়িত হওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে।

প্রকল্পে জড়িত নারীদের কাছ থেকে পাওয়া প্রাথমিক তথ্যে দেখা গেছে, তারা নিজস্ব উপার্জনের অর্থ পরবর্তী সময়ে অন্যান্য আয় সংস্থানকারী কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করেছেন এবং এর ফলে তাদের জীবিকার আরো উন্নয়ন ঘটছে। এ প্রকল্প পুরুষের জন্য সংরক্ষিত হিসেবে প্রথাগতভাবে বিবেচিত মৎস্যচাষ ও বিল ব্যবস্থাপনার মতো কাজেও নারীদের যুক্ত করছে। প্রকল্পটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে, আশা করা হচ্ছে ২০১৪ সালে এটি শেষ হবে। এর সঙ্গে জড়িত অনেক নারী সদস্য জানিয়েছেন, পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন, বিশেষ করে সন্তানের শিক্ষাসহ অন্যান্য পারিবারিক চাহিদা পূরণের জন্য তাদের উপার্জন ব্যবহৃত হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, 'আরো বেশি লিঙ্গসমতা, ন্যায়সঙ্গত উন্নয়ননের পথ নিশ্চিত করার জন্য আমরা সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকল্পটি ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি তা এই অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।'

'এই অ্যাওয়ার্ড একটি বিরাট সম্মান এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত রাখতে এটি আমাদের ব্যপক উৎসাহ যোগাবে।'

প্রথম বারের মত ইফাদ প্রবর্তিত জেন্ডার এ্যাওয়ার্ড ২০১৩ পেলো সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।
উল্লেখ্য, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাংলাদেশ এই দুলর্ভ স্বীকৃতি অর্জন করে।

পরিবেশ মেলা-২০১১ এর শুভ উদ্বোধন শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ষ্টল পরিদর্শন

অন্যান্য আয়োজনে

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত ডেভলপমেন্ট ফেয়ার-এ অংশগ্রহণ

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় অংশগ্রহণ

বিজয়ের ৪০ বছর উদযাপন উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

বিজয়ের ৪০ বছর উদযাপন উপলক্ষে বিজয়ী প্রতিযোগিদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান এবং শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সনদ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান-২০১৩

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিসরূপ সনদ ও পুরস্কার বিতরণ

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান

মহান বিজয় দিবস এর র‌্যালীতে অংশ গ্রহণ

শেষের কথা

বাংলাদেশ অমিত সম্ভাবনা নিয়ে বেড়ে উঠছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন,স্বাস্থ্য-শিক্ষায় অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক উত্তরণে আজ আন্তর্জাতিক মহলও বিস্মিত। এ বিস্ময় আয়োজন সম্ভবপর হয়েছে সরকারের দূরদর্শী রূপকল্প,পরিকল্পনা এবং এর দৃঢ়কল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

দেশের সরকারী-বেসরকারী উভয় খাত এবং জনগণও এ উত্তরণের সমঅংশীদার। সরকার উন্নয়ন সহায়ক অবকাঠামো বিনির্মাণ করেছে, জনগণ এবং বেসরকারী খাত নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উত্তরণে তা সাফল্যের সাথে ব্যবহার করছে।

দেশের এ অগ্রযাত্রায় এলজিইডি সরকার ও জনগণের দক্ষ সহযাত্রী। নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা, দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ এবং তৃণমূলের সাথে ঘনিষ্ঠ এ প্রতিষ্ঠান বিগত পাঁচ বছরেও সরকারের সহযোগী হিসেবে রূপকল্প-২০২১ এর ভাবনাকে বাস্তব রূপ প্রদানের ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে।

সময়ের বিবর্তনে কারিগরি জ্ঞানের প্রসার ও জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে একুশ শতকের উপযোগী একটি আধুনিক সুখী-সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়নের সে এগিয়ে চলার পথে এলজিইডি আগামীতেও কাজ করে যাবে।

এগিয়ে চলার পথে আমরা থামবো না।

এগিয়ে চলার পথে

২০০৯-২০১৩